পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্র[illegible] তারিখ

রেফারেন্স (আক) গ্রন্থ

বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রথম খণ্ড।

"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা," "সেকাল আর একাল" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীরাজনারায়ণ বসু বিরচিত।

" A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind is now passing in India."

MaxMuller's Address at the Congress of Orientalists.
CHIPS FROM A GERMAN WORKSHOP
VOL. IV. PAGE 350.

সিংহ এণ্ড বেনার্জ্জি ফ্রেণ্ড্স্ কর্ত্তৃক
ওরিয়েন্ট্যাল্ পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেণ্ট হইতে
প্রকাশিত।

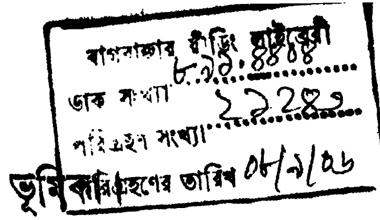


প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে
শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৮৯ সাল।



ভূমিকা

আমার প্রণীত "বিবিধ প্রবন্ধের" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা "বিবিধ-প্রবন্ধে" সন্নিবেশিত হইল, কেবল "সেকাল আর একাল" হইল না। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal." আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদ কার্য্য আমার পরমপ্রিয় আত্মীয় ও স্বসম্প্রদায় সাধারণব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রকাশিত হইলে আমার পরম বন্ধু ও সমাধ্যায়ী কবিকুল গৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রার্থনানুসারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে তাঁহাকে ইংরাজীতে এক পত্র লিখি তাহাও উমেশ বাবুর দ্বারা অনুবাদিত হইয়া এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল। "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" এডিসনের স্পেক্টটরের প্রথম দুই সংখ্যাকে আদর্শ করিয়া লিখিত। উহাতে যে সকল ব্যক্তির চরিত্র আঁকা হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের চরিত্র দুই তিন জন যথার্থ জীবিত ছিলেন অথবা আছেন এমত ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সংরচিত। "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" খ্যাতনামা মহারাজা সর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই, বাহাদুরের "মরকত নিকুঞ্জ" নামক উদ্যানে প্রথম কলেজ-রিইউনিয়ানে বক্তৃতাকারে অভিব্যক্ত হয়। আমি এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাঙ্কনের স্বত্ব "Oriental Publishing Establishment"

কে প্রদান করিয়াছি। তাঁহারা ইহার প্রকাশে যেরূপ আগ্রহ ও যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইতি।

দেওঘর, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ,
ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩, শকাব্দা ১৮০৪।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বিজ্ঞাপন।

"বিবিধ প্রবন্ধের" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমাদের কার্য্যালয় যখন সংস্থাপিত হয়, তখন আমরা এরূপ আশা করি নাই যে রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত, কৃতবিদ্য ও সুলেখক মহোদয়ের লেখনী-প্রসূত-গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত করিতে পাইব। আমরা যে এরূপ একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার ন্যায় গুণ-গ্রাহী, বিজ্ঞ ও সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছি ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। কার্য্যালয়টী যাহাতে স্থায়ী ও শুভ-ফল-প্রসূ হইতে পারে রাজনারায়ণ বাবু তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট। তিনি যে কেবল নিজ পুস্তক মুদ্রিত করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এমত নহে, অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকেও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে অনুরোধ করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অনেকে আমাদের কার্য্যালয়ের উদ্দেশ্য হয়ত বিশেষ রূপে অবগত নহেন। তজ্জন্য সেই উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক একখানি অনুষ্ঠান-পত্র ক্রোড়-পত্রাকারে এই পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল; এবং কার্য্যালয় সম্বন্ধে দেশীয় সম্বাদ ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদক ও সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারাংশও সঙ্কলিত হইল।

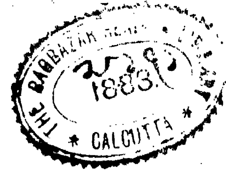
যেরূপ নবানুরাগ ও নবোৎসাহের সহিত আমাদের উদ্যম-তরুর প্রথম ফল স্বরূপ এই পুস্তক সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম, প্রকৃত সাহিত্যামোদী পাঠকবৃন্দ মধ্যে ইহার রসাস্বাদনে অনুরাগ প্রদর্শিত হইলে পরম চরিতার্থ ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব এবং দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত ইহার দ্বিতীয়খণ্ড ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত হইব। ভরসা করি কার্য্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে স্বদেশ-হিতৈষী, শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণ বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং আমাদিগকে আন্তরিক উৎসাহ ও সাহায্য দানে বাধিত করিবেন।

উপসংহার কালে, বঙ্গ-ভাষানুরাগী মহোদয়গণ সমীপে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে এই কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দ্বারা যদি বঙ্গভাষার কিঞ্চিৎ পরিমাণে অঙ্গ-পুষ্টি ও উৎকর্ষ সংসাধিত হয় তাহা হইলেই উদ্যম সফল বোধ করিব। ইতি।

কলিকাতা।
ওরিয়েণ্ট্যাল্ পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেণ্ট্।
শ্যামবাজার, নং ২ মহেন্দ্রনাথ বসুর লেন।
১লা ভাদ্র, সন ১২৮৯ সাল।

সিংহ এণ্ড বেনার্জ্জি ফ্রেণ্ড্স্।
প্রকাশকগণ।

সূচী পত্র।



বিবিধ প্রবন্ধ।

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন।

মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক।)

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎকালে তাঁহারা উক্ত ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঐ ভাষাদ্বয়ের ছাত্রগণকে বহুমূল্য পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক-বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উক্ত দুই ভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদ জন্য অধিক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে ঐ সকল অনুবাদকের মধ্যে যাঁহাদিগের অনুবাদ অস্পষ্ট হইত, তাঁহাদিগের অনুবাদিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার তাঁহাদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন। বিশালাকার সংস্কৃত ও আরবি মূলগ্রন্থ ও উক্ত ভাষাদ্বয়ে অনুবাদিত গ্রন্থ সকল এত অধিক মুদ্রিত হইল যে তৎকালের শিক্ষা সমাজের দীর্ঘ পুস্তকাগারে সে সকল রাখিবার স্থানাভাব হইয়া উঠিল, ও বৃহৎ বৃহৎ দারু-নির্ম্মিত পুস্তকাধার সকল গ্রন্থ ভারে প্রপীড়িত হইতে

লাগিল। কিন্তু এত যত্ন ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় হইল। ইউরোপীয় ভাষা হইতে নিকৃষ্টরূপে অনুবাদিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না; তদ্দ্বারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীকৃত না হইয়া বরং বদ্ধমূলই হইতে লাগিল। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজীভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; উক্ত ভাষাদ্বয়ে প্রণীত পুস্তক অপেক্ষা ইংরাজীভাষার পুস্তক সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল; বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করাইবার জন্য মহাবিদ্যালয় হিন্দুকলেজ বিনা রাজ সহায়ে কেবল কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয়দিগের ব্যয়ে ও যত্নে সংস্থাপিত হইল। এমত সময়ে মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ সাহেব, যাঁহার ন্যায় পারগ ও ধর্ম্মশীল গবর্ণর্ জেনরেল্ এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষাকর্ম্ম তদবধি ইংরাজীভাষায় সম্পাদিত হইবেক; এবং পূর্ব্বে যে অর্থ আরবি ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয়িত হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজীভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয়িত হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় লোক সমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত ঐ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাজীভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অনেক স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল; সাধারণ লোকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের গবর্ণর জেনরেল্ শ্রীযুক্ত লর্ড অকুলেণ্ড সাহেব সাধারণ-শিক্ষাকার্য্য-সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায়-প্রতিপাদক-পত্রে ব্যক্ত করেন যে

যদবধি বাঙ্গালাভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবে তদবধি কেবল ইংরাজীভাষাতে শিক্ষাকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তখন জেলা স্কুলে আর ইংরাজীতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশোজ্জ্বলকর তৎপ্রদেশের শাসন-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত টমাসন্ সাহেব, দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্পব্যয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণ রূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির করিয়া গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক ঐ দেশের প্রচুর হিতসাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্ সাহেবের অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এতদিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বাঙ্গালা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার পুর্ব্বে রাজপুরুষেরা বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল্ হার্ডিঞ্জ সাহেব এতদ্দেশে ১০১ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা-সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব (রাজকীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উক্ত) আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে "তোমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তোমরাই কেবল ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন করিতেছ; ইংরাজীভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গালাভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশস্থ লোকের অশেষ হিতসাধন করিতে পার" ডেপুটী গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব হুগলি কলেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে

বক্তৃতা করেন তাহাতে বাঙ্গালাভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন সাহেব, যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরস্থ কলেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ-উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন "কলিকাতার যে সকল যুবাব্যক্তি ইংরাজীভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘা পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজী গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃত-কার্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।"

যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় হইতেছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণ পোষণের উপায়ের জন্য সাধারণ লোক দিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়, অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতু লোকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, পরভাষার আশ্রয় দ্বারা তত শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ ইং-রাজীতে শিক্ষা প্রদান হয় না। ইংরাজী ভাষার ইংরেজ শিক্ষক দিগের অত্যন্ত দূরদেশ হইতে এখানে আসিতে হয় এবং ঐ ভাষার এতদ্দেশজাত শিক্ষক দিগের পাঠদ্দশা কালীন অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘ কালে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতে হয়, এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি শিক্ষক অল্প বেতনে দুর্লভনীয়, অতএব সকল দিক্ বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদে-

শীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখ এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল রহিয়াছে! পল্লিগ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে সকলের মনোযোগ হইবেক, তাহাদিগের, দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, তাহারা রাজ-প্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমতাসকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে অধিকতর ক্ষমবান্ হইবে ও ভূ-স্বামী ও রাজকর্ম্মচারি দিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্ম গ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে। *

বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, তাহা সকল লোকের বোধ সুলভ; কিন্তু তদ্দ্বারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা এরূপ বোধ সুলভ নহে, অতএব উহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবে, সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে, ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যূন আট বৎসর হইল আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করি তাহাতে অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার

* শেষ কয়েক পংক্তিতে যে ভাব ব্যক্ত আছে, তদনুযায়ী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈষী পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হজ্‌সন্‌ প্রেট্‌ সাহেব কোন জেলাস্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

উদয় হয়েন না, আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হইতে থাকেন। সে বক্তৃতা অতিদীর্ঘ, অতএব সময়াভাব প্রযুক্ত তাহার সমুদয় এক্ষণে পাঠ করা হইতে পারে না; এইজন্য এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া বলিতেছি।

“দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ বশতঃ উদয় হন; প্রথম কারণ, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়; মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশুদুগ্ধ সেরূপ নহে, তেমনি মাতৃভাষার প্রেমাত্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তদ্রূপ পারগতা উপার্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য, এবং সেই পারগতা থাকিলে আত্ম-ভাষাতে কাব্য রচনা, পর ভাষাতে কাব্য রচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলেও, যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বাক্য প্রয়োগ কোন্ বিশেষ অর্থ-বোধক ও কোন্ স্থলে ব্যবহারযোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন; আর অবশিষ্ট লোকে সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্প সংখ্যক ও তাহাতে অল্প ব্যুৎপন্ন লোক বহু সংখ্যক; অল্প সংখ্যক লোক অপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক-কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অভাবে

ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতু তাঁহাদিগের সেই শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। এই দুই কারণ বশতঃ ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই যে, যেভাষা আমরা কখন্ শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না, যাহা শিখিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আত্ম-ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেখ রোমানেরা পৃথিবীর অনেকানেক দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু ইটালি দেশ—যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান অর্থাৎ লাটিন ভাষা ছিল—সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্যদেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। বর্জ্জিল্ ও অভিড্, হোরেস্ ও সিসিরো, লুক্রিষস্ ও কেট্লস্, লিভি ও ট্যাসিটস্ সকলেই ইটালি দেশজাত। যেপর্য্যন্ত ইয়ুরোপখণ্ডস্থ ইটালি, ফ্রান্স্ ও স্পেন্ নামক দেশ সকলে লাটিন্ ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদিত হয়েন নাই; তৎপরে যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন দান্তে ও ট্যাসো, কর্ণিল্ ও রেসীন্, কেলডিরোঁ ও লোপ্ডিবেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদ-কর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদয় হইতে লাগিলেন। যদবধি ইংলণ্ড দেশে নরম্যান্-ফ্রেঞ্চ্ ভাষা কিম্বা জর্ম্মনি দেশে ফ্রেঞ্চ্ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদিত হয়েন নাই; তৎপরে ঐ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক-বীর্য্যবান্ শেক্সপিয়র্ ও মিল্টন্, গেটে ও শিলর্, ক্লপষ্টক্ ও ফ্রিলিগ্রাথ্ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্ত্য লোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। আসিয়া খণ্ডে দেখ, যদবধি পারস্যদেশে আরবি ভাষার আলোচনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার তথায় উদিত হয়েন নাই; তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফরদোসি দ্বারা ইরানের প্রাচীন রাজাদিগের বৃত্তান্ত পুরিত বীররস-প্রধান, প্রধান২ কাব্য মধ্যে পরিগণিত সাহনামা নামক মহাকাব্য বিরচিত হইল, তখন সাদি তাঁহার

মধুর-রসস্ফীত সরল-প্রবন্ধ উপদেশ-গ্রন্থের সহিত উদিত হইলেন, তখন হাফেজ্ চিত্তপ্রমোদকর, পরম রমণীয়, স্থানে স্থানে পরমার্থ রসপূর্ণ গাথা-বলি প্রচার করিলেন, ও জেলালুদ্দীন রূমি বিবিধ-প্রসঙ্গ-গর্ভ মস্‌নবি নামক পরমোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে কোন দেশে পরকীয় ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয়-স্ফূর্ত্ত্য প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মনিদেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখন অমৃতোপম হৃদয়-স্ফূর্ত্ত্য কবিতা, পরকীয় ভাষার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, সহৃদয়তা শূন্য কবিদিগের মানস-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ট্রুবাডর ও সিনিসিঙ্গর্ নামক দরিদ্র পরিব্রাজকগায়কদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্য-সুধাসিক্ত কাব্যদ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বিপুল কীর্ত্তিমান মহারাজ ফ্রেডরিকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ ভাষাতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি ফ্রান্সদেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, নিজে ঐ ভাষায় ক্ষমতাসূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তথাচ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থে ঐ ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রয়োগ ধরিয়া সূক্ষ্ম-কাব্য-বিবেক-শক্তি-সম্পন্ন পারিসনগরের পৌরজনেরা হাস্য করিত। তাঁহা দ্বারা নিজ সভায় আহূত বল্‌টেয়ার নামক ফ্রান্সদেশীয় মহাপণ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত প্রস্তাব সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন বল্‌টেয়ার কহিতেন "রাজা কতক গুলিন মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন"। ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রন্থ রচনা

করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জর্ম্মন্ ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালাভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্মভাষার উন্নতিসাধনে আমরা যত্নবান্ হই তবে ঐরূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গালাভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণ্য সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাঁহারাই জানেন। স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজদিগের শ্রদ্ধা দেখিলে আমাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সদে নামক ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন 'যে স্থলে এক প্রকৃত ইংরাজী কথার দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে সে স্থলে যে ব্যক্তি ফ্রেঞ্চ্ অথবা জর্ম্মন্ ভাষোদ্ভব কথা ব্যবহার করে, তাহাকে আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য রজ্জু-বদ্ধ করিয়া হত্যা করা উচিত।' উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তার এই উক্তি অতিশয় কটু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু আত্মভাষার প্রতি ইংরাজদিগের যতদূর প্রেম তাহা ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজদিগের গুণ সকল অনুকরণ না করিয়া দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থ প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুব তারার প্রতি যেমন দিগ্দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে তেমনি বিদেশগত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে;—সেইস্থান তাঁহার স্বদেশ—সেইস্থানের সহিত তাঁহার বাল্যসখিত্ব;—সেইস্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয়, মনোহর স্বদেশ নিকর্ব্বরা ও প্রমোদজনক দৃশ্য শূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ, এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, সিরাজের সুচারু গোলাব পুষ্পের উপবন ও নেপল্‌স সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন-বিমুগ্ধকর শোভার হাস্যধাম বিখ্যাত উপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই

তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? যথার্থ বলিতে কি হোমর্‌, প্লেটো ও সফোক্লিস্‌ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেক্সপিয়রের অমৃত-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন গেটে ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে,—এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশাল-খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ-সৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্য-ক্ষরিত অমৃত ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে।”

পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল যে বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইল, তাহা অন্যূন আট বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে, যে সেই আট বৎসরের মধ্যে আত্মভাষার প্রতি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; এমন কি যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন না, তাঁহারা পর্য্যন্ত আত্মভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকের উপকার সাধন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই আট বৎসরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এবং সংবাদ পত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশীয় ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। হে স্বদেশীয় ভাষা! এতদিবস পরে তোমার সৌভাগ্যের উষার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে; স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিরা আশাপূর্ণ অন্তঃকরণে সেই সকল চিহ্ন নিরীক্ষণ করিতেছেন। গৃহের এক দেশে সংস্থিত অনাদৃত জননীর ন্যায় তোমার অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা তোমাকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিত; এক্ষণে তোমার প্রধান প্রধান সন্তানেরা যত্নের সহিত তোমার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরম রমণীয়া আর্য্যা সংস্কৃত

ভাষার অনুত্তমা কন্যা যে তুমি, তোমাকে পূর্ব্বে কে চিনিত? তোমাতে যে এত প্রভা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা পূর্ব্বে কে বুঝিতে পারিয়াছিল? স্বদেশীয় ভাষার প্রতি এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য-ব্যক্তিদিগের মনোযোগ বর্দ্ধমান দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইতেছে। তাঁহারা যদ্যপি নিদ্রায় কালযাপন করিবেন, তবে আর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার সাধন হইবে? তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যে বিষয় রচনাতে স্বাভাবিক বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন অনুভব করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত। কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক স্বদেশীয় লোকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হইবে অতএব তদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কেহ বলেন যন্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন কৃষিকার্য্য ও সম্পত্তি-বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক; কিন্তু যেমন কৃষিবৃত্তি, বাণিজ্যবৃত্তি, শিল্পবৃত্তি, প্রাড়্বিবাক বৃত্তি, ধর্ম্মোপদেশবৃত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বৃত্তির পক্ষ লোকেরা সেই বৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী কহে কিন্তু সকল বৃত্তিই লোকসমাজের পক্ষে উপকারী, তেমনি সকল প্রকার উত্তম বিষয়ে বাঙ্গালাগ্রন্থ রচনা স্বদেশের পক্ষে উপকারী হইবে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যেরূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সেরূপ কঠিন বোধ হয় না। এই পরমোপকার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি কতকগুলি সুবিদ্যাশালী স্বদেশহিতৈষী মহাশয় দিগের নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে। এস্থলে আর একজন মহাশয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাঁহার এমনি ভদ্রতা ও অমায়িক স্বভাব যে এস্থলে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত হইবেন এই প্রযুক্ত তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষায় প্রস্তাব রচনা প্রণালী বিষয়ে উপদেশ জন্য কত উপকৃত আছেন, ও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় ও যত্নদ্বারা আর এক মহৎ অভিপ্রায় সাধনে অনুষঙ্গাধীন বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধনে কত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন

তাহা বলিবার নহে। এই সকল মহাশয়দিগের যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা বাঙ্গালাভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে ও পূর্ব্বে তাহাতে বিবিধ বিষয়ে রচনা করা যেরূপ সুকঠিন বোধ হইত এক্ষণে তদ্রূপ হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে পূর্ব্বকালের কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ও বর্ত্তমান কালের শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিদিগের বিরচিত কবিতা ব্যতীত বাঙ্গালাভাষায় স্বকপোল-রচিত প্রবন্ধ সকল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, কেবল অনুবাদ ও ইংরাজি হইতে পরিগৃহীত ভাব-গর্ভ-গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু এ প্রকার অনেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তৎপরে ভাষা উন্নত ও সুসম্পন্ন হইলে বিবিধ বিষয়ে স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল; সেইরূপ এই দেশেও হইবেক। চতুর্দ্দিকে শুভ চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার পালিত শ্যেন শাবককে বর্দ্ধমান দেখিয়া ভবিষ্যতে আকাশের অত্যন্ত উচ্চ প্রদেশে তাহাকে উড্ডীয়মান হইতে দর্শন করিবে এই আশাতে পুলকিত হয়, তেমনি স্বদেশীয় লোকের গ্রন্থ-রচনা-শক্তি, উৎকর্ষ রূপ আকাশে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া সমীচীনতা রূপ সূর্য্যের সহিত অসঙ্কুচিত নয়নে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবে এই প্রত্যাশাতে চিত্ত অত্যন্ত উল্লাসিত হইতেছে। ইউরোপীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতোদ্ভব বাঙ্গালাভাষার বিমিশ্র প্রভাবে যে এক নবতর কল্যাণকর রচনাবলীর উদয় হইবেক ইহা চিন্তা করিয়া মন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে!



মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত
মেঘনাদ বধ কাব্যের
সমালোচনা।

(এই সমালোচন মেঘনাদ বধ প্রথম প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে কবিকে ইংরাজীতে লিখিয়া পত্রাকারে পাঠান হয়)

আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে, যে তাহাদিগের দেশে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদিগের মতে স্বদেশে একটী মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন্ ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও আসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল ইহাদ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয়

পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে ইহার হিন্দু আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়া রূপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষগুণ সমালোচনা বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক পংক্তি দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকথঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্য-রস-পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন * ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভাবর্ণনা অতিশোভন। বীরবাহু শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না—"ধন্য শিক্ষা তব কবিবর!" আর্য্য ও সেমিটিক ভাবগত † পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটী কেমন গম্ভীর :—

"————নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—"

অনুপ্রাসগুণ এই পংক্তিটীর সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

"কোপে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী————"

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চিত্র! কবি যে করুণরসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি, তাহার আর একটী উদাহরণ।

* ————গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

† আর্য্য—হিন্দু, সেমিটিক—ইহুদীয়।

"বয়জে সজাক পণি বাকইর যথা"—ইত্যাদি উপমাটী পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররসবর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানের বর্ণনা :—

"———কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।———"

কয়েকটী অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে

"———বয়েছে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;"—ইত্যাদি

এই ছিন্ন চিত্রপূর্ণ রাক্ষসবন্দীগণের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনাশক্তির একটী উদাহরণ। শব্দ বিন্যাসের যদি কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয়, ইহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভূত অলঙ্কারশোভিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যাবর্ণনাটী যাবপর নাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ প্রমোদ ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর, অতএব ইহা পাঠ কালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব দুর্গা কামদেব ও রতির উপাখ্যানে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও রতি হোমরের মার্স ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দিকস্থ স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমালা পাঠে হোমরের পঞ্চাদিলিখিত বর্ণনাটী স্মৃতি-পথারূঢ় হয়।

"হেন ভাবি জোড়, দুই বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব্ব দেবমাতা।

যুগল মুরতি ঊর্দ্ধে নিম্নে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হ'য়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হ'তে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ম্ময় প্রভা,
দর দর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।"

হোমর ১২শ সর্গ
৩৪৬-৫৭ পং।

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন তাহা দাম্পত্য-প্রণয়পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা-বর্ণনা যারপর নাই প্রশংসনীয়। বায়ুকর্ত্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝা সকলের উন্মোচন পাঠে ভর্জ্জিলের ইওনসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধ সজ্জা ও যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা চমৎকার।

চতুর্থ সর্গের প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর:—

"——রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দুরবস্থা যেরূপ করুণ রসের সহিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে তাহার উপযুক্তরূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোক রস বর্ণনাশক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেকস্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকাদ্বারা সহানুভূতির অশ্রু-দ্বার উন্মুক্ত করা যায়,

প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। এবিষয়ে বাল্মীকি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদেয় সকল বর অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরে আমাদিগের কবিকে ভূষিত করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরূপ বন্য-সরলতা এবং আনন্দকর বিজন-বাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন! এই সমুদায় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি :—

"——শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাস,*
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর স্নান বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইটালীয় কবিদিগের লেখনীযোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসের অদ্ভুতভাবে চিত্রিত! প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটী মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইবের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকগণের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনা বাক্যসকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটী পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি;

"কুসুম কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যা বর্ণনা বিশেষ মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজতচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এইস্থানের অনেকগুলি উপমা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপমা মধ্যে

* এই পংক্তির শেষাংশ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটী মাত্র উপমা সঙ্কলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণ-সজ্জা বর্ণনা যারপর নাই উৎসাহকর এবং যথার্থ হোমরোপম। যুদ্ধ বর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাণ্ড দেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ সম্ভাষণ বা আচরণ করেন নাই। তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব-বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ বর্ণনা অতিশয় করুণ-রসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটী বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, বর্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি, যে আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃতপতির নিমিত্ত আর্ত্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা না করিয়া কবি বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী-পুরুষের কুহকে সংসা-রারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

এক্ষণে কাব্যের দোষ সকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইষ্ট অপেক্ষা

সেটান, নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত; কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে মিণ্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদিগের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা সাধনান্তে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটী শ্লেষোক্তি প্রায় বোধ হয়:—

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!" ইত্যাদি

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিতকে হত্যা করিয়াছিলেন! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি,

"————বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ————" ইত্যাদি

এই উপমা দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্ব্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—যথা, ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংক্তি, এবং ৭ম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস-সুন্দরীগণের মুক্তকেশ-পাশ ও নিশ্বাস, প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনাদ্বারা উক্ত স্থল সকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এপ্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায় সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"————তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়,— ."

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি;
পিশাচ।——————"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের মনে ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীর-রমণীদিগের রণসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে!——————"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টী লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটী পংক্তি হাস্যকর:—

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
* * * * *
দেখিব, যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে;"

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধজ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যের অতি সাধ্বী নারীচরিত্রও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। একস্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদ প্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। * সীতার নম্রতা, অসাধারণ

---

* "——কভুবা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ

সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্য গীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা, রসিকা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধবাতুল রমণীরাই হরিণদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

"——চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,——
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!" *

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এককালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটী অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়, মিণ্টন কখন এরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে:——

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;" †

এই হাস্যকর পংক্তিটী আমাদের অতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের একান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিকর হইবে না। এরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী বিশেষতঃ যে প্রকার উন্নত ও মহদ্ভাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব বিরুদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্ত্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ ক্রিয়ার সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণনার অতি দীর্ঘতা। এই দোষের একটীমাত্র দৃষ্টান্ত

তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!

৪ র্থ সর্গ ১৮৬—৯৩ পংক্তি।



* ৫ ম সর্গ ৩৮৭—৮৮ পংক্তি।

† ৯ ম সর্গ ২৯৫ পংক্তি।

আছে। নরক বর্ণনায় এই দোষটী উপলব্ধিত হয়। নরক রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস্, রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিগণের একটী প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ—নীতি-গর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতি-গর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে। হোমর, বর্জিলের কত মহাবাক্য তাঁহাদিগের স্বজাতীয় সাধারণ জনসমাজে সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক্ দোষ না হইতেও পারে, কারণ কোন কোন স্থলে আমার মত ভ্রমসকুল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদ' বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ্ বলেন, "লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্ত্তির যেরূপ নিদান, দোষের অল্পতা সেরূপ নহে। আমাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষগুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে।" মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীররস পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটীও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররস পরিপূর্ণ; এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রতকরিবার জন্য যে রূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটীও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে এত অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়েড্ ও মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা

কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ সময় মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলেনা; মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গভাষাতে নূতন কবিতা-রচনা প্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন অথচ অতি অল্প স্থলে তাঁহার কষ্ট-কবিত্ব-দোষ উপলক্ষিত হয়। তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর। ইহার শব্দ-বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব! কত বংশ পরম্পরা গত হইবে তথাপি আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যের যে সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তূরী-ধ্বনির ন্যায় যে সকল স্থান বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে সকল স্থান আমাদিগের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলতায় বিচলিত করিতেছে, তাহাদিগেরও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে মেঘনাদ যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্ত্তা বা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূর-ব্যাপ্ত। কবির ভাব সকল স্বজাতির মনোবৃত্তির উপাদান হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে। *

---

* যখন মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছিল। উহাতে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ইদানীন্তন অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত।

(ইংরাজী-গ্রন্থকর্ত্তা এড়িসনকে আদর্শ করিয়া
১২৭৩ সালে লিখিত।)

আমার কয়েকটী বন্ধু আছেন। আমাদিগের সর্ব্বদাই পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। ইহাঁদের লইয়া এক আত্মীয় সভা করা হইয়াছে। এ সভা কোন প্রণালীবদ্ধ সভা নহে, ইহার কার্য্যের কোন নিয়ম নাই। এ সভার সভ্যেরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য অথবা কথোপকথন করিয়া থাকেন। আমি মানব-চরিত্রের বিবরণ-প্রিয়। এই বিবরণ-কণ্ডু বিনোদন করিবার জন্য ঐ সকল সভ্যদিগের বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদান করিতেছি। বোধ হয়, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই আত্মীয় সভার সদস্যদিগের বিবরণ করিতে গিয়া প্রথমে আমার নিজের বিবরণ করিব। তাহা হইলে দুইটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। প্রথমতঃ লেখক কে, ইহা জানিতে পাঠকবর্গের স্বভাবতঃ যেরূপ কৌতূহল হইয়া থাকে, সে কৌতূহল চরিতার্থ করা হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় সভার একজন সদস্যের বিবরণ করা হইবে। লেখক দীর্ঘ-নাসিক কি খর্ব্ব-নাসিক, তিনি হ্রস্ব-কায় বা দীর্ঘ-কায়, তিনি যুবক অথবা বৃদ্ধ, তিনি গম্ভীর-স্বভাব অথবা লঘু-স্বভাব, এই সকল বিষয় অবগত হওয়া, পাঠকবর্গ গ্রন্থের দোষগুণ-বিচার সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন, অতএব সেই কৌতূহল অগ্রে চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা প্রাচীন কবিদিগকে যত হেয় মনে করিতাম এবং আধুনিক কবিদিগকে যত বড় মনে করিতাম এখন সে রূপ করি না। আমার বর্ত্তমান অভিপ্রায় বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার গত ৪ ঠা অগ্রহায়ণের অধিবেশনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু

২১ শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

যে গ্রামে আমার জন্ম, সে গ্রাম অতি গণ্ডগ্রাম ও তাহাতে বিস্তর ভদ্র লোকের বসতি আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের ভদ্রতার সর্ব্বোত্তম প্রমাণ এই যে, তাঁহারা কোন নির্দ্দোষ স্বাধীন বিশুদ্ধ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না করিয়া অতি সুখদ সম্মানকর যাচ্ঞা-বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিয়া থাকেন। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে পিতামহ পর্য্যন্ত সকলেই নবাব ও ইংরাজ সরকারে ভাল ভাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে তালুক মুলুক হইতে পারিত, কিন্তু কোটা নির্ম্মাণ না করিয়া, স্ত্রীকে স্বর্ণ অলঙ্কার না দিয়া ও তালুক ক্রয় না করিয়া বস্ত্র ও স্বীয় গৃহিণীদিগের প্রস্তুত রাশীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন বহুসংখ্যক লোককে প্রত্যহ বিতরণ করা বাটীর রীতি করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। যাহাতে কেবল বাটীর কর্ত্তা ঘৃত ভক্ষণ না করিয়া সকল ভোক্তারাই তাহা ভক্ষণ করিতে পায়, এই জন্য অন্ন প্রস্তুত হইলে সেই উষ্ণ অন্নরাশির উপরে একবারে অধিক পরিমাণে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইত। পিতাও উপার্জ্জনশীল ছিলেন। তাঁহার সময় সুসভ্য ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের রাজত্ব-প্রভাব বশতঃ অসক্ষম ও অসাক্ষম ইত্যাদি পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অন্ন বস্ত্র দান করিবার রীতি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমে রহিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এবং স্ত্রী-ভক্তি ও কোটা-ভক্তি প্রভৃতি সভ্যতার প্রকৃত চিহ্ন সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ের এ সকল সুবিধা থাকিতেও পিতাঠাকুর প্রৌঢ়াবস্থার প্রারম্ভ কালাবধি চিররোগী হইয়া পড়াতে ও রোগের সেবায় অনেক অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক হওয়াতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণ বশতঃ ছয় পুরুষ হইল কেবল ভদ্রাসন ও তন্নিকটস্থ উদ্যান ও পুষ্করিণী যে রহিয়া গিয়াছে, ইহা ভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিস্তর অনুগ্রহ বলিতে হইবে। গাম্ভীর্য্য, মিতব্যয়িতা ও চরিত্র-দর্শন প্রভৃতি আমার স্বভাবের এই সকল লক্ষণ বাল্যকালেও আমাতে লক্ষিত হইয়াছিল। আমার মাতাঠাকুরাণী কহিতেন যে, আমার বাল্যকালাবধি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় গম্ভীর-মূর্ত্তি ছিল। ও ঐ কালে আমি তাঁহাকে খোঁপা বাঁধিতে দিতাম না ও যদ্যপি খোঁপা বাঁধিতে দিতাম,

তথাপি সোণার পুঁটে তাহাতে কখনই দিতে দিতাম না এবং ঘুঙ্গুর হইতে কড়াই গুলি পৃথকৃকৃত না হইলে তাহা পায়ে দিতাম না। বাল্যকালে আমার গম্ভীর-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই কহিত যে বয়স হইলে আমি সদরল্ সদুর * হইব। ঐ কালে আমি বয়স্যদিগের সহিত ক্রীড়া না করিয়া অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিতে ভাল বাসিতাম। এক দিবস কোন মহাশয় আমার সম্মুখে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে আমি স্বীয় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত "উঁহুঁ ইহা করিও না" এই কথা বলিয়া ছিলাম, তাহাতে তিনি "আরে এ ছেলেটা তো মন্দ নয়, আমরা মুখ-চোরা মনে করিয়া ছিলাম" এই কথা বলাতে সেই অবধি আমার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ও স্কুলে পাঠ্য বিষয় আলোচনা অপেক্ষা শিক্ষক ও ছাত্রদিগের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দর্শনে ও মনে মনে লৌকিক ব্যাপার ও ঘটনার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনায় অধিক কাল ক্ষেপণ করিতাম। কিন্তু পড়া দিবার সময় ভাল করিয়া পড়া দিতাম, তজ্জন্য কোন শিক্ষক আমার প্রতি কখন অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। কলেজে কিছুদিন পাঠ না করিতে করিতে অপরিমেয় গাম্ভীর্য্য জন্য খ্যাতি লাভ করিলাম। আমার এমন স্মরণ হয় না যে, যে আট বৎসর কলেজে ছিলাম, সে আট বৎসর মাষ্টর-সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠ ও টাউন্ হলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর পাঠের সময় ব্যতীত আমি কখন গোণা দশটী কথার অধিক এককালে কহিয়াছি। কলেজে অধ্যয়ন কাল দূরে থাকুক, আমার সমস্ত জীবনে এমন ঘটনা হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি যে সময়ে কলেজে পড়িতাম সে সময়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারসী এই তিন ভাষায় সমান মনোযোগ প্রদান করিতে হইত ও গো-রক্ষক যেমন গোরুকে কখন কখন স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে দেয়, তেমনি উচ্চ উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অধীত বিষয় সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রদত্ত হইবে, তাহা বলিয়া না দেওয়াতে সেই বিষয় সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক পাঠ করিতে হইত। যে কয় বৎসর

* পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রধান সদর আমিনকে লোকে কখন কখন সদরল্ সদুর বলিত।

কলেজে ছিলাম, সে কয় বৎসর এমনি নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম যে, বোধহয় উক্ত ভাষাত্রয়ে এমন অল্প পুস্তক আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই। আমার সময়ে কলেজে কতকগুলিন চটুল ও বাচাল ও আমোদ-পরায়ণ বালক ছিল; কিন্তু বোবার শত্রু নাই! তাহারা আমাকে এক প্রকার নিরীহ গ্রন্থ-ভুক্ পশু জ্ঞান করিয়া কিছু বলিত না।

কোন পারস্য কবি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অপরিপক্ক ব্যক্তির পরিপক্কতা লাভ জন্য বহুভ্রমণের আবশ্যক করে। পারস্য কবির এই বাক্যে প্রয়োজিত হইয়া পিতার পরলোকের পর বিদেশ ভ্রমণের সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিলাম। আমি যথার্থ বিদ্বান কিন্তু বাক্-পটুতা ও বিদ্যা দেখাইবার ক্ষমতা না থাকাতে কোন কাজের নহি, কলেজ পরিত্যাগ সময়ে সকলে আমার বিদ্যা ব্যুৎপত্তি বিষয়ে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসা বশতঃ আমি ভারতবর্ষের সকল স্থান ও নিকটস্থ সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি। গঙ্গা নদীর নিঃসরণ স্থান গোমুখী, ডেরাডুন নামক সুরম্য দরীভূমি, পঞ্জাবের নিকটস্থিত ও ঋক্‌মন্ত্রে উদ্গীত সরস্বতী নদী, স্বপ্ন-বিলোকিত কোন অপূর্ব্ব দর্শনের ন্যায় পরম রমণীয় তাজমহল, বন উপবন দ্বারা আকীর্ণ গোদাবরী-তট, বোম্বাই ও মহাবালী-পুরের নিকটস্থিত পর্ব্বত-ক্ষোদিত আশ্চর্য্য দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি, চন্দন-বনপূর্ণ মলয় পর্ব্বত—যাহা এক্ষণে ঘাট পর্ব্বত নামে আখ্যাত, তুষার-মণ্ডিত মহোচ্চ ধবলগিরি ও কাঞ্চন জঙ্ঘা, কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ইত্যাদি অদ্ভুত ও সুন্দর দর্শন দর্শন করিয়া নয়ন যুগলের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছি। পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, যে কৃষ্ণসাগরের নিকটে ককেশস্ পর্ব্বতে অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে এমন একজাতি বাস করে ও বলুগা নামক নদী, যাহাকে পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী কাপ্তেন উইল্‌ফোর্ড সাহেব পুরাণের স্বর্ণমুখী গঙ্গা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাগর-সঙ্গম স্থানের নিকটস্থিত অষ্ট্রাকাম নগরে হিন্দুর বসতি আছে ও কাবুলের পশ্চিম বিরাট নামক স্থানে পর্ব্বতের উপরে বনাকীর্ণ মন্দিরে কোট্টরী নামে এক পীঠ আছে।” ভ্রমণ কালীন এই সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিবার এমনি ঔৎসুক্য

করিলাম যে ফকিরের বেশে ঐ সকল স্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ঐ সকল বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া বাঁচিলাম এমন বোধ করিলাম।

অনেক বৎসর হইল, আমি এই নগরেই বাস করিয়া আছি। নগরে এমত সমারোহের স্থান নাই যেখানে আমার নীরব মুখটী দৃষ্ট না হয়। জগৎ-দর্শন-রূপ মেলা নিস্তব্ধভাবে দেখিয়া থাকি। আমি সকল প্রকাশ্য স্থানে গিয়া থাকি। আমি লেফ্‌টনেণ্ট্‌ গবর্ণরের বাড়ীতেও যাই, মুদির দোকানেও বসিয়া থাকি, চিনে বাজার ও একস্‌চেঞ্জে বেড়াই, বড়বাজারের মহাজনেরা যেখানে তেজি মুন্দির কথা কহে, সেখানে গিয়া শ্রবণ করি, সুপ্রীমকোর্ট খুলিবার সময় "ওই এজ্‌ ওই এজ্‌" এই ধ্বনি যে ব্যক্তি নিঃসারণ করে, তাহার ভাব ভঙ্গী তথায় গিয়া দর্শন করি। মঠ, মন্দির, হট্ট, আপণ, শিল্পশালা, বাণিজ্য-গৃহ, সভা-মণ্ডপ, ধর্ম্মাধিকরণ, রাজকার্য্যালয় সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। ট্রেজরিতে যাইলে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী আমাকে সেই কার্য্যালয়ের অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী বোধ করে, খোট্টামণ্ডলীতে যাইলে আমাকে হৌসের সদরমেট জ্ঞান করে ও গঙ্গাতীরের রঙ্গ দেখিতে যাইলে মাজিরা নৌকাযানে গমনোদ্যত ব্যক্তি মনে করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করে। যেখানে কতকগুলিন লোক একত্রিত দেখি, সেইখানে গিয়া দাঁড়াই, কিন্তু আমার আত্মীয় মণ্ডলী ব্যতীত কুত্রাপি মুখব্যাদান করি না। এইরূপে মর্ত্তলোকে অবস্থিত হইয়া মর্ত্তলোক-বাসির ন্যায় ব্যবহার না করিয়া মর্ত্তলোক পরিদর্শকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যেমন ক্রীড়া-মগ্ন ব্যক্তি অপেক্ষা, দর্শক তাহার ক্রীড়াপ্রকরণে দোষগুণ লক্ষ্য করিতে অধিক সমর্থ হয়, সেই রূপ অন্যের কর্ম্ম, আমোদ ও ব্যবহারের দোষগুণ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি।

উপরে আমার নিজের বিবরণ প্রদান করিয়া আত্মীয় সভার অন্যান্য সভ্যের বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

আমাদিগের আত্মীয় সভার সদস্যদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল ঘোষ এই দুই জন সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে অভয়চিত্ত বাবুর বিবরণ প্রথমে করিতেছি। অভয়চিত্ত বাবু প্রকৃত

একজন নব্যতন্ত্রের মানুষ। ইনি অত্যন্ত আড়ম্বরশূন্য এবং স্বাধীন রূপে চলেন। ইঁহার এলম বিষয় আছে। ইনি যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার একজন প্রধান ছাত্র ছিলেন। অনেক ভদ্র সাহেব-দিগের সহিত ইঁহার বিশিষ্টরূপ আলাপ আছে। সাহেবদিগের প্রকৃত আত্মীয় ও সুহৃদ্ কেবল সাহেবই হইতে পারেন, বাঙ্গালির সহিত তাঁহাদিগের কখনই প্রকৃতরূপে মনের মিল হয় না, ইহা অনেক সাহেব স্পষ্ট বলিয়া থাকেন ও অনেক বাঙ্গালি পরীক্ষা দ্বারা অবশেষে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েন, ইহা অভয় বাবু বিলক্ষণ অবগত আছেন; কিন্তু সাহেবদিগের সহিত কথোপকথনে অনেক লাভ আছে, তদ্দারা অনেক মনুষ্যত্ব সাধক বিষয় জানা যাইতে পারে ও তাঁহাদিগের সহবাসে থাকিলে তাঁহাদিগের সদ্গুণ সকল অনুকরণ করিতে ঔৎসুক্য জন্মে, এই জন্য অভয় বাবু তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে যান; সকল নিয়মেরই ব্যভিচার স্থান আছে। দুই এক সাহেবের সঙ্গে অভয় বাবুর প্রকৃত আত্মীয়তাই জন্মিয়াছে। অনেক প্রধান সাহেবদিগের হস্তস্পর্শ করিতে পাইবার লোভে নব্যতন্ত্রের অনেক যুবক ও স্বাধীনাবলম্বী ব্যক্তির মুখে যেমন জল আইসে ও তাহারা তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য যেমন লালায়িত ও তাহা করিতে পাইলে এমত আহ্লাদ প্রকাশ করা হয় যে, সে সাহেব তাহাতে বোধ করেন আমি ইহাকে কত কৃতার্থ করিলাম এবং বস্তুতঃ তাঁহারা যেরূপ কত কৃতার্থ হয়েন, অভয় বাবু সেরূপ নহেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে, প্রধান ও ভদ্র সাহেবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, আমার যত্যপি গুণ থাকে প্রধান ও ভদ্র সাহেবেরা আমাকে আদর ও সম্মান না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। তিনি বলেন যে, প্রধান ও ভদ্র সাহেবদিগের প্রিয় পাত্র হইবার জন্য ইংরাজীভাষাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও সাহেবদিগের রীতি-নীতি আচার ব্যবহার বিশিষ্টরূপে জানা ও স্বাধীন মনের কিছু ও সাহস ভদ্রতা রূপে প্রকাশ করা ও সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাতে জল উঁচু নীচু না করিয়া তিনি যাহা অযুক্ত বলিতেছেন ভদ্রতার সহিত তাহার অযুক্ততার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দেখান ও তিনি যে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ

করিতেছেন, তাহাতে সৌজন্যের সহিত তাঁহাকে বিক্ত করিয়া দেওয়া ইত্যাদি গুণ থাকিলে সাহেবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। অভয় বাবু দেশীয় রীতি সংশোধন বিষয়ে "চুপ করিয়া থেকো না, যতদুর পার অগ্রসর হও" এই মহাবাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না ও সেই ধর্ম্মের যে সকল অযুক্ত অনুশাসন, তাহা যতদূর অবহেলা করিতে পারেন তাহা করিতে ক্রটী করেন না। কখন কখন কোন কোন অযুক্ত অনুশাসন পালন করিতে বাধ্য হয়েন এবং ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকসমূহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া আপনার হৃদ্গত প্রত্যয়ানুসারে সম্পূর্ণ রূপে চলিতে পারেন না এই জন্য সর্ব্বদা অত্যন্ত অনুতাপিত থাকেন। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অত্যন্ত অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণীকে সর্ব্বদা ঘাঘরা পরাইয়া রাখেন, নব্যতন্ত্রের প্রধান ব্যক্তিরা বাটীতে যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন ও বেরোবার সময় যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেরোন, সেইরূপ অভয় বাবুও করিয়া থাকেন। যজ্ঞোপবীত টা কখন অঙ্গে থাকে কখন থাকে না। এক বেলা প্রচুর ধারউষ্ণ দুগ্ধ পান ও কতিপয় ঘণ্টাপরে বাঙ্গালী রকম আহার এবং জল খাবার সময় ও রাত্রিতে অনেক বেতনে নিযুক্ত পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত রুটি ও মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন আহার করিয়া থাকেন। নব্যতন্ত্র ব্যক্তিদিগের যে সকল দোষ তন্মধ্যে কোন দোষ অভয় বাবুর নাই ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু নব্যতন্ত্রের অনেক ব্যক্তি যেমন চুপী চুপী হোটেলে আহার করিতে অথবা সাহেব বন্ধুর আহারের সময়টী লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলক্ষণ পটু, অথচ দেশের শুভকর কার্য্যে নিরুৎসাহী বরং তাহার প্রতিবন্ধক হইতে উৎসুক অর্থাৎ নব্যতন্ত্রের অনেক ব্যক্তি যেমন সাহেবদিগের ঔদরিকত্ব ও পান দোষ প্রভৃতি নিকৃষ্টগুণ অনুকরণ করিতে বিলক্ষণ পারেন কিন্তু উৎকৃষ্ট গুণ অনুকরণ করিতে বিমুখ, আমার বন্ধু তদ্রূপ নহেন! তিনি কুলীন হইয়াও কৌলীন্য প্রথা আপনার পরিবার হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন এবং আপনার কন্যার শিক্ষার্থে একজন বিবি ও একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন। সে বিবিটিকে তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের কন্যাগুলিকেও বাড়ি বাড়ি পড়াইয়া আইসে। নব্য-

ভদ্রের অনেক ব্যক্তি যেমন ইংরাজী আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু লাল বাজারের একজন গোরা তাড়না করিলে তাঁহারা দশজন একত্র থাকিলেও পলায়ন পরায়ণ হয়েন, আমার বন্ধু তদ্রূপ নহেন। বাল্য কালাবধি তলওয়ার খেলা ও বন্দুক ছোড়া ও প্রত্যহ ঘোরতর ব্যায়াম অভ্যাস ও অত্যন্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করাতে তিনি অতিশয় বলবান ও সাহসী। একবার তিনি সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ও কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালীকে উচ্চ সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করেন না, ইহা অবগত হইয়া নেপাল রাজ্যে গমন পূর্ব্বক ঐ রাজ্যের রাজধানীর নিকটস্থ এক উদ্যানের বৃহৎ বৃক্ষতলে বাসা করিয়া ঐ রাজ্যের প্রধান সেনাপতির নিকট সেনাধ্যক্ষ কর্ম্ম জন্য উমেদারী করিয়াছিলেন ও আর একবার মৌলমীন যাইবার সময় জাহাজের কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় শিক্ষা করতঃ মাস্তুলের উপর গমনাগমনাদি কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়া পোতাধ্যক্ষের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন ও সর্ব্বদা রেলওয়ের ষ্টেশন সকলেতে বাঙ্গালীর অসম্মানকারী ইংরাজের সহিত অপমানিত বাঙ্গালীর পক্ষ হইয়া মুষ্টি যুদ্ধ করতঃ তাহাদিগের নাসিকা হইতে শোণিত প্রবাহ নিঃসারণ করিয়া বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারদিগকে অবাক করিয়া দেন।

আমাদিগের আত্মীয় সভার সদস্যদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল ঘোষ মহাশয় একজন প্রধান সদস্য। ইনি কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের একজন জমিদার। ইনি সে প্রদেশে নিরহঙ্কৃত মনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত। ইনি বৈষ্ণব, কিন্তু গোঁসাএর সেবক নহেন। ইঁহার বয়ঃক্রম পাঁইষাট্টি বৎসর হইবে। দীনদয়াল বাবুর পিতা ঠাকুরেরা সাত ভাই দেওয়ান ছিলেন। তন্মধ্যে একভাই সতের বৎসর বয়সের সময় কানের মাকড়ি ও হাতের বালা পরিত্যাগ করিয়াই দেওয়ানী করিতে গিয়াছিলেন, ও যে নগরে দেওয়ানী করিতেন সেখানে এক বৃহৎ ঘণ্টার শব্দ দ্বারা বাসাড়ে দিগকে আহ্বান করিয়া পাঁচশত ব্যক্তিকে প্রত্যহ আহার করাইতেন এবং একবার মজলিশ করিয়া সিঁড়ির ধাপ সকল শাল দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বাড়িতে কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবেরা আসিয়া ক্ষীরের

ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি ভক্ষণ করিতেন এবং বাড়ির ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন। দীনদয়াল বাবু তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। জ্যেষ্ঠ সন্তানের অল্পবয়সে বিবাহ হওয়াতে সে মূর্খ হইয়াছিল, ছোট ছেলেটী বিদ্বান হইলে বিবাহ দিবেন, দীনদয়াল বাবুর পিতা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু দীনদয়াল বাবুর পাঠদশা শেষ না হইতে হইতেই তাঁহার পরলোক হওয়াতে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতে সক্ষম হয়েন নাই। দীনদয়াল বাবুর পিতার পরলোকের পর তাঁহার বাটীতে কোন উৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে কোন নিকটস্থ জমীদারের পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালবিধবা পরমাসুন্দরী কন্যা তথায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দুইজনে পরস্পর দর্শনে ও তৎপরে পরস্পরের গুণ শ্রবণে উভয়ের হৃদয়ে প্রণয় রসের সঞ্চার হইয়া ছিল। সে কন্যাটী বড় সুপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেশের নিদারুণ রীতি জন্য আপনার প্রিয়তমের সহিত মিলনের অসম্ভাবনা দেখিয়া সেই অবধি কাহারো সহিত বাক্যালাপ করা পরিত্যাগ করিলেন ও ছয়মাস পরে এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের অস্তের ন্যায় মানব দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি দীনদয়াল বাবু বিবাহ করিবার মানস পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাল বিধবা প্রণয়িনীর কথা মনে পড়িলে দীনদয়াল বাবুর মুখশ্রী এখনো বিষাদে ম্লানীভূত হইয়া যায়। দীনদয়াল বাবু বিবাহ করেন নাই সুতরাং তাঁহার কন্যাপুত্র নাই কিন্তু সমস্ত গ্রামই তাঁহার পরিবার স্বরূপ। তিনি গ্রামে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ও জনাএর বাবুদিগের প্রতিষ্ঠিত ট্রেনিংস্কুলের রীত্যনুসারে ঐ পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়ান। গ্রামে তাঁহার সংস্থাপিত একটী চিকিৎসালয়ও আছে, সেখানে পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিরা আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। সেই চিকিৎসালয়ের একদেশে একটী ঔষধালয় আছে। সেখানে প্রত্যহ প্রাতে ঔষধ বিতরিত হয়। দীনদয়াল বাবু প্রত্যহ চিকিৎসালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তাহা আপনি গিয়া তদারক করেন, যে হেতু চিকিৎসালয় পরিষ্কার রাখার প্রতি রোগীদিগের পুনঃস্বাস্থ্য লাভ অনেক নির্ভর করে।

তৎপরে একটী ছাতা হাতে করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রত্যেক বাড়ির লোক কে কেমন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। কৈবর্ত্ত পাড়ায় গিয়া বিশেষ তত্ত্বাবধান করা আছে। কৈবর্ত্ত ও চাষীদিগের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে আপন ব্যয়ে বাহক নিযুক্ত করিয়া অমনি চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করেন। নিজ গ্রাম অথবা নিকটস্থ গ্রামে ভ্রমণ কালে দৈবাৎ যদ্যপি একটী আধটী ক্ষিপ্ত পান তাহাকে কথায় কথায় বাটীতে আনিয়া চিকিৎসালয়ের ক্ষিপ্তদিগের থাকিবার জন্য কয়েক প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক প্রকোষ্ঠে রাখিয়া চিকিৎসা করান, আরাম হইলে বিমুক্ত করিয়া দেন, নতুবা সেখানেই বরাবর থাকে। দীনদয়াল বাবু মধ্যে মধ্যে সেই সকল প্রকোষ্ঠে গিয়া ক্ষিপ্তদিগের সঙ্গে কথা কহেন। দীনদয়াল বাবুর এক আশ্চর্য্য গুণ আছে, যতক্ষণ ক্ষিপ্তেরা তাঁহার সহবাসে থাকে ততক্ষণ তাহারা শান্ত থাকে। উত্তপ্ত প্রস্তরের উপরে শীতল বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি তাহাদিগের চিত্ত শীতল করে। দীনদয়াল বাবু বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনি তৈল মর্দ্দন করিয়া হাতে গামছা লইয়া পুষ্করিণীতে গিয়া স্নান করেন। স্নান পূজা আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া স্কুলে যান। আপনি ইংরাজী জানেন না, বাঙ্গালা সংস্কৃত ও পারসী উত্তম জানেন ও কিঞ্চিৎ আরবীও জানা আছে। বালকদিগের বাঙ্গালা কিরূপ শেখা হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। ইংরাজীওয়ালা কলিকাতা হইতে আসিলে বালকদিগের ইংরাজী পড়া কিরূপ হইতেছে তাহা তাহাদিগের দ্বারা তদারক করান; আমি থাকিলে আমার প্রতি ঐ কর্ম্মের ভার দেন। দীনদয়াল বাবুর বাটীতে এক বালিকা বিদ্যালয় আছে। তাঁহার ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আজ চারি পুরুষ হইল চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী এই খ্যাতি দক্ষিণদেশে অনেকদিন অবধি প্রচারিত আছে। পূর্ব্বে তাঁহার বাটীস্থ বালিকা বিদ্যালয়ে কেবল বাটীর বালিকারা পড়িত, এক্ষণে তাহাতে গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোকের কন্যা পড়িয়া থাকে। স্কুল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দীনদয়াল বাবু বিষয় কর্ম্ম দেখেন। সন্ধ্যার সময় সায়ং সন্ধ্যা করিয়া প্রথমতঃ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের সহিত বিদ্যালোচনা করেন, তৎপরে রাত্রি দশটা অবধি ধর্ম্ম-সঙ্গীত

শ্রবণ করেন। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখে ও তাঁহার গৌরবর্ণ প্রযুক্ত তাঁহাকে রাঙ্গা মহাশয় বলিয়া ডাকে। গ্রামে প্রাত্যহিক ভ্রমণের সময় ছেলে বুড়ো সকলকে নাম ধরিয়া ডাকা হয় ও যাহারা বয়সে ছোট তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা হয় ও তাহাদিগের সহিত হাস্য কৌতুক করা হয়। দীনদয়াল বাবু গ্রামের সম্পন্ন মানুষের গদির উপর বসিয়া যেরূপ প্রফুল্ল, চাষার দাওয়াতে চেটায়ের উপর বসিয়াও তেমনি প্রফুল্ল। পরিষ্কার পাছুড়ী ও থানফাড়া ধুতি ও চটি জুতা ব্যতীত তাঁহাকে বড় মানুষী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে কখন দেখি নাই। দুর্গা পূজার সময় সাত্বিক রকমে ঘট-স্থাপনা করিয়া পূজা করেন। কুদৃশ্য ও কুশ্রাব্য-নৃত্য-গীত কিছুই বাটীতে করিতে দেন না। তিনি ঐ উৎসব উপলক্ষে দরিদ্র ব্যক্তিকে ভক্ষ্য ভোজ্য দান করা প্রধান আমোদের বিষয় জ্ঞান করেন। তিনি আমাকে কতবার বলিয়াছেন যে বড়বাজারের মিষ্টান্ন ছোটলোকদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইতে তিনি যেরূপ সুখী হন তাহা বর্ণনাতীত। দীনদয়াল বাবুর প্রজারা সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট; বলে, আমরা রামরাজ্যে বাস করিতেছি। ন্যায্যগণ্ডা সাবধান পুর্ব্বক আদায় করেন কিন্তু মাগন মাথট ইত্যাদি সহস্র প্রকার আবোয়াব তাহা তাঁহার কিছুই নাই। প্রজারা যাহাতে চাসের কর্ম্মও করে, এবং গরুর গাড়ি রাখিয়া হাটে পণ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে পারে অথবা তাহা ভাড়া দিয়া কিছু পাইতে পারে এমত উপায় করিয়া দেওয়া আছে। চাষাদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা রাত্রিতে পড়ে ও কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিখে। দীনদয়াল বাবুর দেব দেবীতে বিশ্বাস আছে কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও দয়ালু স্বভাব বশতঃ প্রাচীন তন্ত্রের অন্ধ লোকের ন্যায় তিনি পিট্‌পিটে নহেন। তিনি যখনই কলিকাতায় আইসেন তখনই আমাদের আত্মীয় সভাতে আইসেন ও তাহাতে দেশের হিতসাধন বিষয়ক যে সকল প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও বলেন এইরূপ শুনাতে তাঁহার কোন কোন ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। বণিকনাথ বাবু যাঁহার বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবেক,

তাঁহার সহিত দীনদয়াল বাবুর কি প্রকার সম্পর্ক আছে; তিনিই প্রথমে তাঁহাকে আমাদিগের আত্মীয় সভাতে লইয়া আসিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা তো দীনদয়াল বাবুর বাটীতে অনেককাল পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। দীনদয়াল বাবু বিধবা বিবাহেরও বিপক্ষ নহেন। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রতি শাস্ত্রের প্রমাণ ও তাঁহার বাল বিধবা প্রণয়িনীর পরিতাপ-জনক-মৃত্যু ও স্বীয় দয়ালু স্বভাব এই তিনই সহকারিতা করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদিগের প্রতি দীনদয়াল বাবুর দ্বেষ ভাব নাই। আমাদিগের আত্মীয় সভার সভ্যদিগের মধ্যে অভয় বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা। আমাদিগের আত্মীয় সভাতে দীনদয়াল বাবুর সহিত অভয় বাবুর প্রথম আলাপ হয়; তৎপরে অভয় বাবু একটু তালুক ক্রয় করাতে দীনদয়াল বাবুকে জমীদারী কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিবার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তাঁহাদিগের বিশেষ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়, তৎপরে দুইজনের বিদ্যানুরাগ দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ইংরাজী সম্বাদ পত্র, ইংরাজ পর্য্যটকদিগের প্রণীত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ভূগোল বিষয়ক বৃহৎ পুস্তক ও তাড়িত-বার্ত্তাবহ ও লৌহ-বর্ত্ম ইত্যাদি যন্ত্রের বিবরণ যে সকল পুস্তকে আছে, তাহা হইতে অভয় বাবু দেখে দেখে অনুবাদ করিয়া যাহা বলেন তাহা শ্রবণ করিতে দীনদয়াল বাবু অত্যন্ত উৎসুক ও যত্নবান্। দীনদয়াল বাবু পারসী ও সংস্কৃত হইতে যে সকল নীতি-গর্ভ বয়েৎ ও শ্লোক বলেন, তদনুরূপ বাক্য ইংরাজী পুস্তক হইতে অভয় বাবু দেখে দেখে অনুবাদ করিয়া বলেন। অভয় বাবু পারসী ও সংস্কৃত জানেন না, তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও মতের বিশেষ তত্ত্ব দীনদয়াল বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন। দীনদয়াল বাবু ইংরাজী জানেন না তিনি ইংরাজদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও মতের বিষয় অভয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন। দীনদয়াল বাবু অভয় বাবুকে মধ্যে মধ্যে গ্রামে লইয়া যান ও তাঁহা দ্বারা ইংরাজী স্কুলের তত্ত্বাবধান করান। অভয় বাবু হৃষ্টচিত্তে দীনদয়াল বাবুর বাটীতে গিয়া থাকেন। সাহেবের সহিত

খানা খান ও মদ্যপান করেন বলিয়া কোন ব্যক্তি দীনদয়াল বাবুর সম্মুখে অভয় বাবুর নিন্দা করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করেন যেহেতু দীনদয়াল বাবু নিশ্চয় জানেন যে অভয় বাবুর যে দোষ থাকুক না কেন, লোক-ভয় বশতঃ কৃত-বিষয় গোপন রাখিবার জন্য আয়াস পাওয়া তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব তাঁহার সহিত যখন তাঁহার এত আলাপ তখন তিনি যদ্যপি সাহেবের সহিত খানা খাইতেন অথবা মদ্য-পান করিতেন তবে তাহা তিনি অবশ্য কথায় কথায় টের্ পাইতেন। এক দিবস আমি দীনদয়াল বাবুর নিকট ছিলাম, একজন বিলসাধা সরকার গল্প করিতেছিল যে অভয় বাবু কোন সাহেবের সহিত খানা খাইয়া হাত মুটো ও উচু করিয়া নীচে আঁচাইবার জন্য সিঁড়ীতে নামিয়া আসিতে ছিলেন, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ কৌতুক উপস্থিত হইল। অভয় বাবুর প্রতি দীনদয়াল বাবুর এত স্নেহ যে যখনই অভয় বাবু প্রচলিত ধর্ম্মানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক্ হইয়া আপনার হৃদয়গত প্রত্যয়ানুসারে সম্পূর্ণ রূপে চলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তখনই দীনদয়াল বাবুর মুখশ্রী মলিন হয়। অভয় বাবুর কথা দূরে থাকুক সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও প্রতি দীনদয়াল বাবুর দ্বেষ ভাব নাই। কিয়দ্দিবস হইল দীনদয়াল বাবুর গ্রামে কতকগুলি বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ান খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনেক বেলা হইল ও আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আতিথেয়ের প্রত্যাশায় ঘোষেদের বাটীতে সন্দিহান চিত্তে প্রবেশ করি-লেন। তাঁহাদিগের সহিত দীনদয়াল বাবুর ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন হওয়াতে তাঁহারা তন্ত্রের একটী শ্লোক বলিলেন, তাহার অর্থ এই যে গঙ্গাতে স্নান করিলে যদ্যপি লোক মুক্তি প্রাপ্ত হয় তবে গঙ্গাজলবাসী ভেক কুম্ভীর মৎস্যাদিও মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। যে তন্ত্রের তাঁহারা নাম করিলেন সে তন্ত্র দীনদয়াল বাবু তৎক্ষণাৎ আপনার পুস্তকাগার হইতে আনাইয়া দেখিলেন তাহাতে সে শ্লোক আছে। বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি দীনদয়াল বাবুর অতিশয় ভক্তি অতএব উক্ত ধর্ম্ম ঘোষকদিগের প্রতি দীনদয়াল বাবুর শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল এবং তাঁহারা বিদ্বান হইয়াও সকলের

ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছেন, বিবেচনা করাতে তাঁহার মনে অতিশয় কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল ও তজ্জন্য বিবিধ সামগ্রী আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইলেন ও তাঁহারা যখন নিজে উচ্ছিষ্ট লইবার মানস প্রকাশ করিলেন দীনদয়াল বাবু তাঁহাদিগকে ভদ্রতাপূর্ব্বক বলিলেন যে আপনাদিগকে লইতে হইবে না, চাকরে লইবে। দীনদয়াল বাবু বলিয়া থাকেন যে পারত্রিক কুশল, লৌকিক ব্যবহারের নিয়ম পালন অপেক্ষা ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিশুদ্ধ চিত্ত ও পরোপকারের প্রতি অধিক নির্ভর করে ও যার যে ধর্ম্ম সে আপনার কাছে ও যাহারা ভগবানকে আন্তরিক ভক্তি করেনা ও নিষ্পাপ নহে কেবল দলাদলির ঘোঁট ও পরদ্বেষ ও শঠতা ও প্রবঞ্চনা করে তাহাদিগের পরকালে আর নিস্তার নাই। প্রাচীন তন্ত্রের লোকের দোষ সকলের মধ্যে কোন দোষই দীনদয়াল বাবুতে নাই এমত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকের অনেক দোষ তাঁহাতে নাই ও নব্য সম্প্রদায়ের লোকের যে সকল গুণ নাই তাহা তাঁহাতে আছে। আমাদিগের আত্মীয় সভার সভ্যদিগের অনেকের ও নব্য তন্ত্রের কাহারো যে গুণ নাই তাহা তাঁহাতে আছে—সে গুণ এই যে তিনি আপনার হৃদগত প্রত্যয়ানুসারে সম্পূর্ণ রূপে চলেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র ভণ্ডতা নাই। দয়াল বাবুর গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া আমার এক নব্যতন্ত্রের সজ্জন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে কি উত্তম লোক; তাঁহার সহিত আমার শেকুহেণ্ড্ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আমাদিগের আত্মীয় সভার সদস্যদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বণিকনাথ মিত্র এক জন। ইনি সাংসারিক বিষয়ে চতুরগ্র ব্যক্তি। আমার বন্ধু হৌসের দালালী কর্ম্ম করিতেন কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক এক্ষণে স্বাধীন রূপে সিপ্‌মেণ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বণিকনাথ বাবু অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই পদ যে শ্লোকের প্রথমে আছে তাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তিনি সমুদ্রকে বণিকের জমীদারী কহিয়া থাকেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে অস্ত্রদ্বারা রাজ্য বিস্তার করা অসভ্য কর্ম্ম, প্রকৃত গৌরব কেবল শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা

লম্ভনীয়। তিনি সর্ব্বদা পরিমিত ব্যয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে "জলে জল বাঁধে," টাকায় টাকা হয়, আর যাহার টাকার প্রতি যেমন দৃষ্টি পয়সার প্রতি তেমনি দৃষ্টি, সেই বড়মানুষ হইতে পারে, আরো কহিয়া থাকেন :—

"আগে লিখো
তারপর দিও,
যদি যায় ত আমার ঠাঁই নিও।"

আমার বন্ধুর চরিত্রের দোষশূন্যতা ও প্রগাঢ় সততা হেতু তাঁহাকে সকল সাহেব লোক আদর করিয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার আয় বড় অল্প নয়। কিন্তু স্বাভাবিক মিতাচার বশতঃ তাঁহার চাল্‌চুল একজন উত্তম গৃহস্থের ন্যায় মাত্র। একটী সামান্য কিন্তু পরিচ্ছন্ন আফিস্‌-যানে হৌসে যাতায়াত করেন। একটী সামান্য কিন্তু উহার মধ্যে প্রশস্ত বায়ুসঞ্চারবৎ বাটীতে বাস করেন। গৃহোপকরণ দ্রব্যজাত এমনি বিবেচনা পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ক্রয় করেন ও এমন শৃঙ্খলা পূর্ব্বক সাজাইয়া রাখেন ও সদা সর্ব্বদা তাহাদের এতদ্রূপ যত্ন করেন ও সে সকলকে এমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখেন যে, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর ন্যায় চতুরস্র নহেন তিনি দ্বিগুণ ব্যয়ে ঐ প্রকার দ্রব্য ক্রয় ও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। বণিকনাথ বাবু বিষয় কর্ম্মোপযোগী ইংরাজী বাঙ্গালা উত্তম জানেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে পরিশুদ্ধ অথচ সহজ ভাষায় পত্রগুলি লিখেন ও কথা কহেন। বণিকনাথ বাবু শিশু পালন কর্ম্ম উত্তম বুঝেন ও তাহাতে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ। বণিকনাথ বাবু যে টাকা বাঁচাইতে সমর্থ হয়েন তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ স্ত্রীপুত্রেরজন্য রাখিয়া দেন, আর অবশিষ্ট এক ভাগ পরোপকারার্থ ব্যয় করেন। বণিকনাথ বাবু মদ্যপান করেন না; বলেন যে মদ্যপান করা সাপ খেলান সমান। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে হলাহলের বিনিময়ে কত সুন্দর, দুর্লভ ও মহোপকারী টাকা প্রদত্ত হইতেছে। তিনি বলিয়া থাকেন যে নব্যতন্ত্রের লোকেরা মদ্যপানে যে টাকা ব্যয় করেন তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে অথবা দেশের হিতার্থ ব্যয় করিলে তাঁহাদিগের নিজের অথবা দেশের অনেক

উপকার হইতে পারে। এতদ্দেশে পান দোষের বৃদ্ধি নিবারণ জন্য রাজপুরুষেরা কোন উপায় অবলম্বন করেন না ইহাতে বণিকনাথ বাবু তাঁহাদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি ইংরাজী আহার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ অনুকরণ করাকে নিন্দা করেন, বলেন শাখামৃগ মনুষ্যের ব্যবহার অনুকরণ করিলে সে যেমন হাস্যাস্পদ হয় তেমনি ইংরাজী আহার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালীতে অনুকরণ করিলে ইংরাজেরা হাসে। নব্যতন্ত্রের ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা অখাদ্য খান তাঁহাদিগকে তিনি নিন্দা করেন, বলেন যে তাঁহারা আপনাদিগের হৃদয়গত প্রত্যয়ানুসারে চলিতে না পারিয়া অনেক কর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে করেন, তাহাতে ত তাহাদিগের ভণ্ডতা প্রকাশ হইতেছে। আবার খানা খাইয়া তাহা গোপন রাখিবার জন্য মিথ্যা ব্যবহার করিয়া স্বীয় ভণ্ডব্যবহার বৃদ্ধি করেন কেন? দোষ দ্বারা দোষ বৃদ্ধি করা উচিত হয় না।

আমার বন্ধুদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু ঋজুহৃদয় একজন। ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব ও হিন্দু কলেজের * একটী উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক। কলেজের কোন কোন শিক্ষকের বিদ্যা ব্যুৎপত্তি যেমন তেমন, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে তয়ের এমনি যে একজন লোককে সাত হাটে বিক্রয় করিতে পারেন, ইনি তদ্রূপ নহেন। ইনি অতিশয় অধ্যয়নশীল, ঋজুপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব। বোধহয় ইংরাজীতে অল্প প্রসিদ্ধ হউক অথবা অধিক প্রসিদ্ধ হউক এমন কোন ভাল পুস্তক নাই যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। আর স্মরণশক্তি এমনি যে, যে পাতে যাহা আছে তাহা কোন্ পাতে আছে পুস্তক না দেখিয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন। ঐ সকল গ্রন্থ কেবল পাঠ করিয়াছেন এমত নহে, সুজীর্ণ অন্ন যেমন রক্তমাংসে পরিণত হইয়া শরীরের অংশ হয় তেমনি তিনি যাহা পড়েন তাহা পুনঃপুনঃ আলোচনা দ্বারা ও গ্রন্থকারের উক্তির ন্যায় অন্যায় বিবেচনা পূর্ব্বক অধীত বিষয় আপনার মনের উপাদান করিয়া লয়েন। আমার বন্ধু অতি সুশীল, অতি বিনয়ী ও অতি সরল-চিত্ত। ক্রূরতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। তিনি বাক্য, মন, কর্ম্মে পরের কিছুমাত্র অনিষ্ট

* এই প্রস্তাব লিখিবার সময় হিন্দুকলেজ্ বর্ত্তমান ছিল।

করেন না এবং কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকেন। অমর-কীর্ত্তি গ্রন্থকারেরা তাঁহার প্রধান সঙ্গী। আমার বন্ধু দোষস্পর্শ শূন্য হইয়াও উপরোক্ত গুণ সকলের আতিশয্যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অন্যের হাস্যাস্পদ হইতে হয়। জনরব এই যে গৃহিণীকে তো "আপনি" বলিয়া সম্ভাষণ করা হয়, আবার একদিন নাকি আপনার ভৃত্যকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিয়া কথা কহিয়াছিলেন। ঋজুহৃদয় বাবু অতিশয় হ্রীমান ও লোকের নিকট ব্যাপকতা করিতে জানেন না। কলিকাতার অনেক ভদ্র লোক তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা ও মহৎ গুণগ্রাম জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কন্যার বিবাহের অধ্যক্ষ বণিকনাথ বাবু প্রভৃতি কয়েক বন্ধুর দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ব্যতীত অনিমন্ত্রিত অনেকে সে বিবাহে আপনা হইতে আসিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার গ্রাম্যবাটীতে বিলক্ষণ সমারোহ হইয়াছিল। বিবাহের সভা হইয়াছে কিন্তু এমন সময় কন্যাকর্ত্তা কোথায়! তিনি বাটীর নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে এক টুলের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বিশেষ বন্ধুরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সভায় আনিয়া ফেলিলেন। ঋজুহৃদয় বাবুর যখন গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হয় তখন প্রায় বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াই অধ্যয়ন করা হয়। কথিত আছে যে এক দিবস কলিকাতার বাসায় বসিয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার জামাতা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বিবাহের পর সেইবার শ্বশুরালয়ে তাঁহার প্রথম আসা। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেও শ্বশুর মহাশয় কোন কথা না কহাতে তিনি অমনি অমনি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও শ্বশুরের প্রতি এমনি বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যাকে সপত্নী দেখাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে শ্বশুরের ধাত সম্পূর্ণরূপ জানিতে পারিয়া উক্ত অভিলাষ পরিপূরণে বিরত হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ঋজুহৃদয় বাবু গার্হস্থ্য কার্য্যে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। এক্ষণে সে বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতিদিবস প্রাতে দৈনিক হিসাব লিখিবার সময় পূর্ব্ব দিনের ব্যয় স্মরণ করিতে তাঁহার এমনি কষ্ট বোধ হয় যেন বীজগণিতের কূট অথবা ক্ষেত্র-

তন্ত্রের কোন সমস্যা ভাবিতেছেন, ও ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সেই সুযোগে আপনার হাত দিয়া যাহা খরচ হইয়াছে তাহা এদিক ওদিক ফেরফার করিয়া লেখায়; ও আপনার পিস্তুতো ভায়ের ব্যামোহ হইলে যখন তিনি নিজে চিনেবাজারে ও বড়বাজারে যান তখন দ্রব্য সকল দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করেন ও মুটিয়াকে রাস্তা হইতে পলায়ন না করিতে দিয়া বাটী পর্য্যন্ত ক্রীত দ্রব্য আনিয়া ফেলা রূপ গুরুতর কর্ম্মে যদ্যপি সুসিদ্ধ হয়েন তবে "এই জিনিসটা কত অল্পদামে ক্রয় করিয়াছি দেখ" এই বলিয়া আমাদিগকে তাহা দেখান হয়। তাঁহার রকম সকম দেখিয়া তাঁহার প্রতিবাসী বণিকনাথ বাবু এক্ষণে তাঁহার খরচ পত্রের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া লইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঋজুহৃদয় বাবুর ক্রোধেতেও সরলতা প্রকাশ পায়। একবার স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে তিনি পুলিশের আশ্রয় লইবার মানস প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঋজুহৃদয় বাবু কলেজে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা অনেক দিবসাবধি করিতেছেন, পদোন্নতি হয় নাই, বলেন যে কেবল গুণ থাকিলে হয় না, অতিরিক্ত চটুলতা না থাকিলে ও প্রধান দিগের নিকট ব্যাপকতা না করিতে পারিলে আজ কাল উন্নতির সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্য তিনি প্রধানদিগের কোন দোষ দেন না, বলেন, যে প্রধানদিগের সমীপে নিজ গুণ দেখাইবার চেষ্টা না করিলে তাঁহারা তোমার গুণ আছে কিনা তাহা কিরূপে জানিতে পারিবেন। ঋজুহৃদয় বাবু বলেন যে কিছুদিন পরে আমি কৃষি ও উদ্যান কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিব, কিন্তু যে অর্থ লইয়া ঐ কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন তাহার সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ নাই।

শ্রীযুক্ত সরস্বতীনাথ ন্যায়ভূষণ আমাদিগের আত্মীয় সভার আর একজন সভ্য। তাঁহার নাম শুনিবামাত্র, মস্তকে টিকী, তসরের জোড় পরিধান, চটি জুতা পায়, নস্যাধার শম্বুক হস্তে, নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন এক ভট্টাচার্য্যের মূর্ত্তি পাঠকগণের মনে উদিত হইতে পারে কিন্তু আমার বন্ধুর ঐরূপ 'উপসর্গ' কিছুই নাই। তাঁহার টিকী নাই, দিব্য ধুতি পিরাণ চাদর পরিধান, ইংরাজী জুতা পায়। তিনি বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন ও ইংরাজী ওয়ালাদের

সঙ্গে কালযাপন করিতে ভালবাসেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সরস্বতী ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকেন, আবার কেহ কেহ সরস্বতী বাবু বলিয়া ডাকেন। কিন্তু বাবু বলিয়া ডাকিলে আমার বন্ধু সন্তুষ্ট থাকেন, এই জন্য এই পুস্তকে তাঁহাকে সরস্বতী বাবু বলিয়া ডাকিব। সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতী বাবুর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। যে সংস্কৃত কলেজ হইতে দেশীয়ভাষার এরূপ উন্নতি সাধন ও দেশের কুরীতি উন্মূলন হইবার উপক্রম হইতেছে, সেই মহৎ বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজীও মধ্যবিধ জানেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির ঘর অবধি পড়িয়া জজ পণ্ডিতি প্রাপ্তির আশয়ে 'ল' ক্লাশের পরীক্ষা দিয়া উত্তম সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মুন্সেফ্ করিবার অভিপ্রায়ে ভবানীপুরে বাসা করাইয়া দিয়া আইন শিখিতে প্রবৃত্ত করাইয়া ছিলেন। কিন্তু সরস্বতী বাবু মার্সম্যানের আইন সংগ্রহ না পড়িয়া কামন্দকীয় রাজনীতি অধ্যয়ন করিতেন ও সদরদেওয়ানির কনষ্ট্রকশন্ না পাঠ করিয়া কুল্লূক ভট্ট প্রণীত মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের টীকা অধ্যয়ন করিতেন ও বর্ত্তমান রাজ বিচারালয়ের কার্য্যের প্রণালী না শিক্ষা করিয়া মৃচ্ছকটিক নাটক প্রভৃতিতে বিবৃত প্রাচীনকালের রাজবিচারালয়ের কার্য্যের পদ্ধতি আলোচনা করিতেন ও নবরসের কার্য্যোৎপাদিত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত পাঠ না করিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত অলঙ্কার শাস্ত্রান্তর্গত নবরসের বর্ণনা পাঠ করিতেন। তাঁহার পিতা, ছেলে আইনেতে বড় দক্ষ হইতেছে বিবেচনা করিয়া আপনার বৃত্তিভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য দলিল টলিল আপনার পুত্রের নিকট মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু একজন মোক্তারের সহিত পুত্রটীর চুপী চুপী চুক্তি ছিল সে ঐ সকল কাগজ পত্র লিখিয়া দিত। সরস্বতী বাবু মুন্সফীর পরীক্ষা একবার নাম মাত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তীর্ণ না হওয়াতে এক্ষণে এক বিখ্যাত সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসার সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন, এই পত্রের বিস্তর গ্রাহক ও তন্নিবন্ধন সরস্বতী বাবুর দশটাকা ভাল আয় আছে। সরস্বতী বাবু বাঙ্গালা গদ্য পদ্য অত্যন্ত উত্তম রচনা করিতে পারেন, আর গ্রন্থের দোষগুণ সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে পারেন। কোন

গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করা কঠিন। কিন্তু তিনি যাহা ভাল বলেন তাহার আর মার নাই। আমাদিগের আত্মীয় সভার সকল সভ্য তাঁহাকে অতিশয় মান্য করেন। তিনি নাটক নাটিকা ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক বলিয়া সর্ব্বদা আমাদিগের চিত্ত বিনোদ করেন। সরস্বতী বাবু রসিক ব্যক্তি কিন্তু তাঁহার রসিকতা অতি বিশুদ্ধ প্রকারের রসিকতা ও তিনি যে সুরসিক ব্যক্তি তাহা তাঁহার বিশেষ বন্ধু ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। তিনি যাত্রা, পাঁচালী, নাচ ইত্যাদি ইতর রঙ্গ-রস ভাল বাসেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে যদ্যপি কখন নাটকের অভিনয় হয় তবে তাহা দেখিতে যাইবেন। কলিকাতার নাট্যামোদী যুবকেরা সম্প্রতি যে সকল নাটকের অভিনয় করিয়াছেন সে সকল অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন ও আপনার প্রকাশিত সম্বাদ পত্রে সে সকলের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া ঐ যুবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি যখনই অভিনয় দেখিতে যান নটেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করে ও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে বিশেষ যত্নবান হয়।

পাছে পাঠকবর্গ মনে করেন যে আমাদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কেমন কেমন মানুষ ও নিষেদো পুরুষ, এই জন্য তাঁহাদিগকে জানাই-তেছি যে আমাদিগের মধ্যে একজন আমুদে লোকও আছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রসময় দে। রসময় বাবুর অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ঝুমুরের সৃষ্টি-কর্ত্তা ছিলেন। রসময় বাবু কিছু দিন পূর্ব্বে 'রসময় দে' বলিয়া আপ-নার নাম স্বাক্ষর করিতেন কিন্তু এক্ষণে 'দে' বংশীয় অনেকে 'দেব' বলিয়া নাম স্বাক্ষর করাতে তিনিও তাহা করেন। রসময় বাবুর যে বয়স তাহাতে তাহাকে বৃদ্ধ বলা যাইতে পারে কিন্তু সর্ব্বদা অর্থের স্বচ্ছলতা ও শরীরের প্রতি বিলক্ষণ যত্ন থাকাতে তাঁহাকে দেখিতে পাকা আঁবটীর ন্যায়। রসময় বাবুর যৌবনের প্রারম্ভে, সে কালের হঠাৎ বাবু যিনি এক দূরস্থ প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কেবল বাবুয়ানা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ও আর এক মহাত্মা যিনি এমত বাবু ছিলেন যে কটি দেশে দাগ হয় বলিয়া ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া পরিতেন তাঁহার সহিত ইয়ারকি দিয়াছিলেন। রসময় বাবু রসিক ব্যক্তি কিন্তু তাঁহার

রসিকতা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষ গোচের নহে! আমাদিগের দৌরাত্ম্যে তাঁহার রসিকতার কৃষ্ণপক্ষীয় মূর্ত্তি আমাদিগের আত্মীয়সভাতে প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিতে পারে না বলিয়া তাঁহার আক্ষেপ করা হয়। রসময় বাবুর চরিত্র যৌবনকালে বড় ভাল ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বলেন যে অধিক বয়সে অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া পত্নীব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি সেই ব্রত কতদূর পালন করেন তাহা আমি বলিতে অপারগ। কিন্তু বাইয়ের নাচ, যাত্রা, পাঁচালী, বৈঠকী-গাওনা, রামলীলা, নাটকের অভিনয় কুস্তি-লড়াই, সং, বিলাতী ভেল্‌কী ইহার মধ্যে কোনটার সম্বাদ পাইলে আমার বন্ধুকে রাখা ভার। রসময় বাবুর স্বভাবতঃ মিষ্ট স্বর, ও সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে বাজখাঁর এতদ্দেশীয় কোন শিষ্যের নিকট তামাক সাজা ও পদপ্রক্ষালনের জল দেওয়া প্রভৃতি অনেক উপাসনা করিয়া সঙ্গীত বিদ্যার অনেক অংশ শিখিয়া ছিলেন। তৎপরে যখন এজমালি খাঁ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বাসায় আনাইয়া মণ্ডা খাওয়াইয়া দুই চারি চিজ্‌ আদায় করেন। তৎপরে সঙ্গীতশাস্ত্রের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা হস্‌সু খাঁর নিকট শিখেন। তৎপরে লালা কেবলকিষনের নিকট পাখোয়াজ, জামিরের নিকট সেতার ও গোলাম আব্বাসের নিকট তবলা শিখেন ও এক্ষণে এত বয়স হইয়াছে তথাপি ব্রহ্মসভার সারেঙ্গওয়ালার নিকট সারেঙ্গ শিখিতেছেন। রসময় বাবুর ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য তিন ভাষাই কিছু কিছু আইসে। ইংরাজী যৎকিঞ্চিৎ যাহা শিখিয়াছেন তাহা অনেক বয়সে আমোদ করিয়া শিখেন। তাঁহার বাটীতে সোনালি কাজকরা অনেক পারসী ও বাঙ্গালা পুস্তক আছে ও ইংরাজী পুস্তক ঝক্‌মকে রকম দেখিলেই তাহা ক্রয় করেন, কিন্তু তাঁহাকে কখন কোন পুস্তক খুলিয়া পড়িতে দেখিনাই। তাঁহার পুস্তকাগারে মূর্ত্তিমন্ত রাগ রাগিনীর ছবির বই আছে তাহা বহুমূল্যের। রসময় বাবু সে কালের বিস্তর গীত ও কবিতা জানেন। প্রভাকর সম্পাদক সে কালের গীত সংগ্রহ করিয়া যে প্রভাকরে ছাপাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে অনেক গীত রসময় বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমা-

দিগের আত্মীয় সভাতে রসময় বাবু যাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন, সে বিষয়ে উত্তম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন, যেহেতু স্বাভাবিক তাঁহার একটু বেস বুদ্ধি আছে কিন্তু প্রায়ই ইহা ঘটে যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অথবা সঙ্গীতের অথবা কোন আমোদ প্রমোদের কথা ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে রসময় বাবু ব'সে ব'সে ঝিমোন। বন্য পুষ্পের অনুকরণে ঢেঁড়ি ঝুঁমকো প্রভৃতি অলঙ্কার কিরূপে প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল; কঙ্কণাদি সেকেলে অলঙ্কার কলিকাতার কোন্ কোন্ ভদ্ররমণী দ্বারা শেষ ব্যবহৃত হইয়াছিল; বেশ্যাদিগের সৃষ্টিকরা অলঙ্কার ভদ্রাঙ্গনাদিগের মধ্যে কিরূপে প্রচলিত হইতে লাগিল; ডাএমন্-কাটা অথবা জড়াও অলঙ্কার কখন্ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল; সেকালে তিনি কিরূপ বাব্‌রি কাটিতেন ও চুল পেন্‌চুট্ করিতেন; খাটো চুল রাখা রীতি কোন্ সময়াবধি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল; তানশন্, সুরদাস ও মহম্মদশা পাতশা কিরূপ গায়ক ছিলেন; যাত্রা ও কবির কিরূপ উৎপত্তি হইয়াছিল; মুন্সী সদুরুদ্দীন ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মধ্যস্থিত রাজা নবকৃষ্ণের সম্মুখে হরুঠাকুর কিরূপ কবি গাইতেন; নিত্তে বৈষ্ণব ও নীলুরাম প্রসাদ ও মাতঙ্গী দেবীর ভজন সাধন অজ্ঞতা জন্য আক্ষেপকারী আণ্টুনী ফিরিঙ্গী কিরূপ কবিওয়ালা ছিল; রাম বাবুর বিরহ জ্বালা উপস্থিত হইলে কিরূপ তিনি বিরহ লিখিতেন; যে হৌসে বুক্কীপারি করিতেন তাহার ডে বুকে নীধুবাবু একটা টপ্‌পা কিরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; বাগবাজারের পক্ষীদল কিরূপ ছিল ও তন্মধ্যে এক পক্ষী কাশীতে গিয়া কিরূপ বৃক্ষে বাসা করিয়া থাকিয়াছিল; মন্দর জান্ ও গোয়ালিয়রের জুড়ি কিরূপ গান করিত; গোপাল উড়ের যাত্রা দলের গুণী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার পর কাহার মৃত্যু হয়; হিরা বুল্‌বুলের দ্বারা গোলাম আব্বাস্ কিরূপ অপমানিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে; বিদ্যোৎসাহিনী নাট্যশালায় বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয়ের দিবস কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট তিনি নিজে কিরূপ অসাধারণ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই সকল বিষয়ের গল্প রসময় বাবু আমা-দিগের নিকট করিয়া থাকেন। রসময় বাবু অত্যন্ত আমোদ পরায়ণ এই

এক দোষ তাঁহার আছে, কিন্তু এদিকে অত্যন্ত সাদা অন্তঃকরণ ব্যক্তি ও সম্পূর্ণ রূপে নিরীহ ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল বদন। রসময় বাবুর সঙ্গে আমাদিগের মধ্যে আমারই সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। আমার ত সকল সমারোহ স্থলেই যাওয়া আছে। এই নগরের কোন বড় মানুষের বাড়ীতে গাওনা শুনিতে গিয়াছিলাম, তথায় দেখিলাম মাতায় মখমলের তাজ্ লাল শাল-জোড়া গায়, কালাপেড়ে ধুতি পরা, ধূলীপূর্ণ চটি জুতা পায়, একটী ডাঁটো রকম বৃদ্ধ মনুষ্য, তদ্গতচিত্তে গান শুনিতেছেন। কে গাইতেছে, এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সক্রোধ স্বরে উত্তর দিলেন " জান না, অমুক গাইতেছে ? "। তাঁহার উত্তরের ধরণে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ বোধ হইল। সকল প্রকার অসামান্য মনুষ্য আমার ভোগ্য সুতরাং আমি তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ আলাপ করিয়া আমাদিগের আত্মীয় সভাতে তাঁহাকে লইয়া গেলাম। সেই অবধি রসময় বাবু আমাদিগের আত্মীয় সভাতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ ভাব-গর্ভ-গীত আমাদিগকে শুনাইয়া আমাদিগের চিত্ত মোহিত করেন। যাহাতে অবিশুদ্ধ ভাব আছে এমন গান আমরা তাঁহাকে গাইতে দিই না। এক দিবস কোন গীতে 'রসবতী' শব্দ থাকাতে ঋজুহৃদয় বাবু তাহার পরিবর্ত্তে 'গুণবতী' শব্দ ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিলেন, আমরা এরূপ প্রস্তাব প্রকৃত দৌরাত্ম্য জ্ঞান করিয়াও রসময় বাবুকে বশে রাখিবার জন্য সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহার পোষকতা করিলাম। আমাদিগের সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি আদর আছে ইহাতে রসময় বাবু আমাদিগের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট, বলেন কলিকাতায় আর আমোদ নাই। সে কালে অনেক ওস্তাদ কলিকাতায় আসিত, এক্ষণে আর আসে না, এক্ষণে সমস্ত পাড়া খুঁজিলে এক জোড়া তবলা অথবা একটা তাম্বুরা পাওয়া ভার, কেবল ঢকাঢক্ এক্ষণে একমাত্র আমোদ হইয়া উঠিয়াছে। রসময় বাবু আমাকে বিশেষ ভাল বাসেন। তাঁহার বাটীতে যাইলে তৎক্ষণাৎ চাকরকে গুলকন্দ ও মৃগনাভী ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত ও মৃত্তিকায় অনেক কাল প্রোথিত তামাক্ সাজিয়া দিতে বলা হয়। বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত এ প্রকার তামাকু কাহাকেও সাজিয়া দিতে বলেন না।

আর একটী মহাশয়কে আমাদিগের আত্মীয় সভার সভ্য বলিতে পারি কিনা সন্দেহ, যেহেতু তিনি আমাদিগের সভাতে কচিৎ কখন আইসেন। তাঁহার তিনখানি ভাড়াটীয়া বাটী আছে, তাহার ভাড়ার টাকাই তাঁহার জীবনোপায়। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই এই জন্য তাঁহার সাংসারিক উদ্বেগ অল্প, তাহা নিম্নোল্লিখিত হেতু বশতঃ তাঁহার সম্বন্ধে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক। তিনি সেই একমাত্র নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, পরমেশ্বর-পরায়ণ ও তাঁহার চিন্তাতে সর্ব্বদা নিমগ্ন। ঈশ্বর বিষয়ক গ্রন্থ সর্ব্বদা নির্জনে পাঠ করিয়া থাকেন, বন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর ধ্যান, ঈশ্বরানন্দ রসপান তাঁহার একমাত্র কার্য্য। তিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করা যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন তদ্রূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন ও এই প্রত্যয়ানুসারে পরোপকারাদি সৎকার্য্যও করেন; কিন্তু স্বকীয় প্রকৃতি বশতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিতে তাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে তদ্রূপ নহে। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম জ্ঞান করেন। কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া তিনি তদ্গতপ্রাণ ও তন্মনস্ক। তিনি উপাসনা সমাজের উপকার স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করিতে স্বভাবতঃ অনিচ্ছু। ইহা তিনি দোষ বলিয়া স্বীকার করেন। শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন কার্য্যে তিনি পরম মান্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রধান সহযোগী। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহাকে সমাজে আসিতে দেখেন না। তিনি নিভৃত স্থানে অথবা পর্ব্বত, বন, উপবন এতদ্রূপ সুরম্য স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করিতে অত্যন্ত অভিলাষী। তিনি একবার হিমালয়ের কোন দরীভূমি প্রদেশে দুই বৎসর কাল নাকি ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিয়াছিলেন। তিনি এমত সত্যনিষ্ঠ যে তাঁহার যে কয়েকখানি ভাড়াটীয়া বাটী আছে তন্মধ্যে বৃহত্তর বাটী-সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় মিথ্যা ব্যবহার না করাতে সে বাটী হস্তান্তর হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিষণ্ণ হয়েন নাই। তিনি বিষয় কর্ম্ম করিলে একজন অতি বিষয়-নিপুণ-ব্যক্তি হইতে পারিতেন ও অনেক অর্থ সঞ্চয়

করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিয়া থাকেন যে, কি কারণে বলিতে পারি না, সে দিকে আমার মন যায় না। তাঁহার একান্ত বশম্বদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে গার্হস্থ্য কর্ম্মে অনেক সাহায্য করেন। অসামান্য ঈশ্বর-ভক্তি প্রযুক্ত তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি দ্বারাও পূজিত; অসামান্য সত্য পরায়ণতা জন্য বিষয়ে তাঁহার অনাদর থাকিলেও বিষয়ী লোকের অত্যন্ত বিশ্বাস ও আদর ভাজন। তিনি মর্ত্ত্যলোকে আছেন কিন্তু মর্ত্ত্য-লোক তাঁহার বাসস্থান এমন বোধ হয় না। যদ্যপি তিনি আপনার ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে পালন করিতে সক্ষম না হউন, কোন কোন কর্ম্ম আপনার বিশ্বাসের বিপরীত প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহার অসামান্য ঈশ্বর-ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য্যাদি মহৎ গুণ বিবেচনা করিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি মর্ত্ত্যলোকের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তিনি আমাদিগের আত্মীয় সভাতে ক্বচিৎ কখন আইসেন, কিন্তু যখনই আইসেন তখনই আমরা ঈশ্বরের কথা পাড়ি। তিনি যখন ঈশ্বরের কথা কহেন তখন বোধহয় যে মনুষ্য অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ জীবের সহবাসে আমরা কালযাপন করিতেছি। তাঁহার কথা শেষ হইলে পর দয়াল বাবু খেদ করিয়া বলেন যে চিরকাল আমি সোপানে রহিলাম, তত্ত্বজ্ঞান রূপ ছাদের উপর কখন উঠিতে পারিলাম না। আর রসময় বাবু রামমোহন রায়ের গীত গাইয়া আমাদিগের চিত্ত অনির্ব্বচনীয় সুখে নিমগ্ন করেন।

ইঁহারাই আমার বিশেষ মিত্র।

আর্য্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১৭৮৭ শক।)

জাতি-তত্ত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা মনুষ্যজাতি সকলের উৎপত্তি ও পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও ভাষা-তত্ত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা পৃথিবীস্থ ভাষা সকলের উৎপত্তি ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করে, অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে এই দুই বিদ্যার সমধিক চর্চ্চা ছিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যেরূপ শৃঙ্খলা ও যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা উচিত, তাহা কিছুই ছিল না। অশীতি বৎসর হইল জর্ম্মন দেশে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আরম্ভ হয়; তদবধি ইউরোপ খণ্ডে জাতি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্ব এই দুই বিদ্যার বিশিষ্ট উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের প্রধান প্রধান সভ্য জাতিদিগের ভাষা সকলের মধ্যে শব্দতঃ ও ব্যাকরণতঃ সৌসাদৃশ্য আছে এবং সেই সকল ভাষা আর্য্য ভাষা নামে এক আদিম ভাষা হইতে ও সেই সকল জাতি আর্য্য জাতি নামে এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই মহতী আবিষ্ক্রিয়া উল্লিখিত বিদ্যাদ্বয়ের উন্নতির ফলস্বরূপ।

সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিক, ইংরাজী ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষা সকল এক আদিম ভাষা হইতে ও যে সকল জাতির মধ্যে সেই সকল ভাষা প্রচলিত আছে কিম্বা ছিল, সেই সকল জাতি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বটী অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহল জনক। এই বিষয়ে অগণ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়টী অতি বিস্তীর্ণ; কিন্তু তাহা যেরূপ বাহুল্য করিয়া লেখা যাইতে পারে তাহা লিখিতে গেলে প্রস্তাবটী অত্যন্ত দীর্ঘ ও নীরস বিবরণে পূর্ণ হইয়া উঠে, অতএব জাতি-তত্ত্বজ্ঞ ও ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উল্লিখিত সকল ভাষার মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ সকল ভাষার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান সংস্কৃতভাষার সঙ্গে অন্য দুই একটী ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ অতি নিকটস্থ পারসীক ভাষার সঙ্গে, তাহার পরে অতি দূরস্থ ইংরাজী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিব।

পারস্য	সংস্কৃত।	পারস্য	সংস্কৃত
পেদর্	পিতৃ	তপিদন্	তপ
মাদর্	মাতৃ	অস্ত	অস্তি
দোখ্‌তর্	দুহিতৃ	বুবম্	ভবামি
ব্রাদর্	ভ্রাতৃ	উষ্টর্	উষ্ট্র
মেষ	মেষ	বাদ	বাত
খর	খর	চর্খ	চক্র
শাখ	শাখা	তেজ	তেজস্
অস্তোখাঁ	অস্থি	পুর্	পূর
হলাহল	হলাহল	শের্	শিরস্
মেঘ	মেঘ	জানু	জানু
দামাদ্	জামাতৃ	বার	ভার
যোয়ান্	যুবন্	গাউ	গৌঃ
নর	নর	অঙ্গুস্ত	অঙ্গুষ্ঠ
গরম্	ঘর্ম্ম	সিতারা	তারা
আব্	অপ্	বাল্	বাল
অস্প	অশ্ব	গন্দম্	গোধূম
নাম	নাম	জও	যব
খোষ্ক	শুষ্ক	মন্‌স্	মনস্
পা	পাদ	কাম	কাম
বাজু	বাহু	তন্	তনু

পারস্য	সংস্কৃত।	পারস্য	সংস্কৃত।
নও	নব	আরাম	আরাম*
এক্	এক	তাব	তাপ
দো	দ্বি	তেষ্ণা	তৃষ্ণা
চাহার্	চতুর্	বদন	বদন
পঞ্জ্	পঞ্চ	মূষ	মূষ
ষষ্	ষস্	শেগাল	শৃগাল
হপ্ত	সপ্ত	অস্তর	অশ্বতর
হস্ত	অষ্ট	বিস্তর	বিস্তর
দঃ	দশ	স্তান	স্থান
বিস্ত	বিংশতি	জঙ্গল	জঙ্গল
পোখতন্	পক্তুম্	দূর	দূর
দাদন্	দাতুম্	কার	কার্য্য
চরিদন্	চর	মস্ত	মত্ত
দাবিদন্	ধাব	রং	রঙ্গ
দরিদন্	দৃ	দর্	দ্বার
নখন্	নখ	অবর্	অভ্র
শায়া	ছায়া	চর্ম	চর্ম্মণ্
কেরম্	ক্রমি	কর্ক	কর্ক
বীম	ভীম†	——	——

* উদ্যান।

† এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত অন্য সকল ভাষার মধ্যে পারস্য ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য আছে, যে হেতু হিন্দু পুরাণাদিতে এবং পারসীকদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে পারস্য জাতি ও হিন্দু জাতি এক জাতি ছিল ও পরস্পর পৃথক্ হইলে পরেও পারস্য জাতির সঙ্গে হিন্দু জাতির বিলক্ষণ আলাপ ব্যবহার ছিল। পাঠকবর্গের নিকট প্রার্থনা যে এই প্রস্তাবের যেখানে যেখানে পারস্য জাতি ও পারস্য ভাষা এই দুই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে যেন তাঁহারা তাহাতে প্রাচীন পারস্য জাতি ও প্রাচীন পারস্য ভাষা বুঝেন। আরবেরা পারস্য দেশ অধিকার করিলে পর পারস্য জাতি ও পারস্য ভাষা বিকৃত হইয়া

এক্ষণে কতক গুলি ইংরাজী শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখান যাইতেছে। *

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লোস্যাক্সন্	সংস্কৃত
ম্যান্	(Man)	——	মানব
ফাদর	(Father)	——	পিতৃ

গিয়াছে। যদ্যপি উপরে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত পারসীক শব্দ সকল বর্ত্তমান পারস্য ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু তাহা প্রাচীন পারস্য ভাষার অবশেষ স্বরূপ। বর্ত্তমান পারসী ভাষার অধিকাংশ শব্দ আরবী।

* যে সকল ইংরাজী শব্দ এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা অর্থাৎ লাটিন্ গ্রীক প্রভৃতি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকল শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইব না; বিশুদ্ধ ইংরাজী শব্দ অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার মূল এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখাইব। এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষোৎপন্ন ইংরাজী অনেক অনেক শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সেই সকল ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য দেখাইবার সময় ঐ সকল শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য, ইংরাজী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য দেখাইতে গেলে প্রকৃত ইংরাজী শব্দ অর্থাৎ এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষোৎপন্ন ইংরাজী শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখান উচিত। এই সাদৃশ্য বিবেচনার সময় ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ক বর্গের প্রথম চারি বর্ণ পরস্পরেতে, ট বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, ত বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, ট বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ ত বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণেতে, প বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, দ কার জ কারে, ম কার ন কারে, র কার ল কারে এবং শ কার ও ষ কার স কার ও হ কারে পরিণত হয়, ইহা ভাষা-পরিণামের এক নিয়ম। এই সকল ভাষা-পরিণামের নিয়ম ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-দিগের গ্রন্থে বিলক্ষণ বিবৃত আছে। যেমন সকল নিয়মেরই ব্যভিচার স্থল আছে, তেমনি সেই সকল নিয়মেরও ব্যভিচার স্থল আছে। উল্লিখিত সাদৃশ্য পর্য্যালোচনার সময় আমাদিগের ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে এক শব্দে যে অর্থ প্রথম বুঝাইত, সেই শব্দ ভাষার অবস্থা-ন্তরে ঠিক সেই অর্থটি না বুঝাইয়া আর এক অর্থ বুঝাইতে পারে, যাহা প্রথম অর্থের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য নহে। বঙ্গ ভাষায় হিংসা শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত। উপরিস্থ তালিকার সকল ইংরাজী শব্দের এঙ্গ্লোস্যাক্সন প্রতিশব্দ দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা দেওয়া যায় নাই। যে সকল ইংরাজী শব্দের এঙ্গ্লোস্যাক্সন প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে সেই প্রতি-শব্দগুলি দেখিলেই বোধ হইবে যে তাহা ইংরাজী শব্দ অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের নিকটতর।

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লাস্যাক্সন্	সংস্কৃত
মদর	(Mother)	——	মাতৃ
ব্রদর	(Brother)	——	ভ্রাতৃ
সিষ্টর	(Sister)	——	স্বসৃ
ডটর্	(Daughter)	ডোহটর	দুহিতৃ
সন	(Son)	সুনু	সূনু
কাউ	(Cow)	——	গোঃ
অক্স্	(Ox)	——	উক্ষা
মাউস্	(Mouse)	মূষ	মূষ
সাউ	(Sow)	শূগ	শূকর
রেণ	(Rein) }	হ্রণ	হরিণ
রেণ্ডিয়র	(Reindeer) }		
স্নেক	(Snake)	স্নাক	নাগ
বোর	(Boar)	বর	বরাহ
কক্	(Cock)	——	কুক্কুট
নোজ	(Nose)	——	নস
আই	(Eye)	ইয়গ	অক্ষি
হার্ট	(Heart)	হিয়র্ট	হৃৎ
ব্রাউ	(Brow)	ব্রু	ভ্রূ
মাউথ্	(Mouth)	মুথ	মুখ
হোম	(Home)	হম্	হর্ম্ম
ডোর	(Door)	——	দ্বার
কট	(Cot)	——	কুট্
ল	(Hall)	——	শালা
টুল	(Stool)	ষ্টোল	স্থূল
ওক্	(Yoke)	জিয়ক্	যুগ
াথ	(Path)	পথ	পথ
সায়েট	(Sweat)	——	স্বেদ

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লাস্যাক্সন্	সংস্কৃত
সং	(Song)	——	সঙ্গীত
উইট	(Wit)	——	বিৎ
মীড্	(Mead)	——	মাধ্বী
গ্রিষ্ট্	(Grist)	——	ঘৃষ্ট
ষ্ট্রু	(Strew)	——	স্তৃ
সো	(Sew)	সিউইঅন্	সীবন
ডে	(Day)	দিগ্	দিন
গো	(Go)	——	গম
অণ্ডর	(Under)	——	অন্তর
অপ্	(Up)	——	উপ
ওবর	(Over)	——	উপরি
অপর	(Upper)	——	উপরি
ষ্টো	(Stow)	——	স্থা
বণ্ড	(Bond)	——	বন্ধ
ড্রপ্	(Drop)	——	দ্রব
টু	(Two)	টূ	দ্বি
থ্রি	(Three)	——	ত্রি
সিক্স	(Six)	——	ষষ্
সেবেন্	(Seven)	——	সপ্তন্
এইট্	(Eight)	ইয়ট্	অষ্টন্
নাইন	(Nine)	——	নবন্
নিউ	(New)	——	নব
নাইট	(Night)	——	নক্তং
থর্ষ্ট	(Thirst)	——	তৃষ্ণা
ষ্টার	(Star)	——	তারা
নেম	(Name)	নাম	নাম
মষ্ট্	(Must)	——	মস্ত

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লাস্যাক্সন	সংস্কৃত
লুক্	(Look)	——	লুক
লীপ	(Leap)	হ্লিপন	লম্ফন
শ্লথ	(Sloth)	——	শ্লথ
হণ্টর	(Hunter)	হণ্টা	হন্তা / হন্তৃ
গ্লাড্	(Glad)	——	হ্লাদ
টিয়র	(Tear)	টিয়রান্	দীরণ
হোয়াইট্	(White)	——	শ্বেত
উল	(Wool)	——	ঊর্ণা
বোট	(Boat)	——	পোত
ফ্লোট	(Float)	——	প্লুত
চিউ	(Chew)	——	চর্ব্বণ
অদর	(Other)	——	ইতর
উইডো	(Widow)	উইডিউ	বিধবা
ইট	(Eat)	ইটন্	অদন
মিক্স	(Mix)	মিস্কন্	মিশ্রণ
ফিষ্ট	(Fist)	——	মুষ্ট
মিট	(Mete)	——	মিত
মিল	(Mill)	মিলন	মলন
ওআর	(War)	উইর	বীর
নেকেড্	(Naked)	নকড	নগ্ন
নেল	(Nail)	নিগেল	নখ
রীপ	(Reap)	——	রোপণ
সণ্ডর	(Sunder)	সণ্ড্রিয়ন্	সন্দীরণ
মুট / মিট	(Moot) / (Meet)	——	মত

হিন্দি উণ।

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লোস্যাক্সন্	সংস্কৃত
মাইণ্ড	(Mind)	——	মন
কোয়েক্	(Quake)	কোয়েকিয়ন্	কম্পন
নেবেল	(Navel)	——	নাভি
সাউণ্ড	(Sound)	সন	স্বন
ফ্লী	(Flee)	ফ্লীয়ন্	পলায়ন
এনীল	(Anneal)	——	অনল
এণ্ড	(End)	——	অন্ত
রোড	(Rode)	——	রূঢ়
নেক্স্ট	(Next)	——	নিকট
হীল	(Heel)	হাইলডন	হেলন
সেম	(Same)	——	সম
ট্রী	(Tree)	——	তরু *

* উপরে লিখিত অনেক ইংরাজী শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইতে ভিন্ন আকার দেখিয়া মনে সন্দেহ হইতে পারে যে এরূপ বিভিন্নাকার শব্দগুলি এক মূল হইতে উৎপন্ন কি না। কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দের আকার সেই সংস্কৃত শব্দ হইতে কত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে এ সংশয় দূরীকৃত হইবে। এরূপ বাঙ্গালা শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

সংস্কৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	বাঙ্গালা
ভগিনী	বোন্	তিন্তিড়ী	তেঁতুল	কফোণি	কনুই
মাতৃস্বসা	মাসী	রঞ্জিত	রাঙ্গা	ব্যাম	বাঁউ
অবগুণ্ঠন	ঘোমটা	অদ্য	আজ	পতঙ্গ	ফড়িঙ্গ
গৃহ	ঘর	মৃত্তিকা	মাটী	মক্ষিকা	মাছি
ঘিটঙ্ক	টোঙ্গ্	নক্রক	নেকড়া	জলৌকা	জোঁক
অর্গল	আগড়	পুস্তক	পুথি	পলাণ্ডু	পেঁয়াজ
ক্রোড়	কোল	পিতৃস্বসা	পিসী	কুট্মল	কুঁড়ি
বিতস্তি	বিঘৎ	বন্ধ্যা	বাঁজা	দামন্	দড়ি
বৎস	বাছুর	নগ্ন	ন্যাংটা	নর্ত্তন	নাচ
মৎস্য	মাছ	অঙ্গন	উঠান	নিম্ন	নামো
বরটা	বোলতা	অরিষ্ট গৃহ	আঁতুড় ঘর	কক্ষ	খইল
ত্রোটি	ঠোঁট	অন্ত্র	আঁত	উপবীত	পৈতা

এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য আছে; কেবল শব্দ-সাদৃশ্য নহে ব্যাকরণের নিয়মেরও সাদৃশ্য আছে। এবিষয়ের পূর্ব্বে ডাগের ও পোলাণ্ডের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার এত সাদৃশ্য আছে যে যিনি বেদের সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তিনি অনেক পরিমাণে ঐ দুই দেশের শকট-চালকের সঙ্গীত বুঝিতে সক্ষম হয়েন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত জাতিদিগের ব্যক্তি-গত নামেরও সাদৃশ্য দুই একটী স্থলে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের অলমরা দেবদত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টান্তে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়েন, তাঁহার নামের সঙ্গে ইটালী দেশীয় বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা ডাণ্ডাটি * নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। দুই একটী ব্যবহার সম্বন্ধেও উল্লিখিত জাতিদিগের মধ্যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিবাহকালে বর দ্বারা কন্যাকে অঙ্গুরীয় অথবা মালা প্রদান, বিবাহ বন্ধনের চিহ্ন-স্বরূপ গ্রন্থি-বন্ধন প্রভৃতি দুই একটী বৈবাহিক রীতি উল্লিখিত সকল জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে; সেই সকল ব্যবহার সেম বংশোদ্ভব আরব জাতি কিম্বা আরবদিগের দৃষ্টান্তে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অন্য কোন জাতির মধ্যে অথবা চীন, হুন, মঙ্গল প্রভৃতি কোন তুরানীয় জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না†। ইউরোপীয় সমুদায় রাজবংশে পিতা কিম্বা অন্য কোন গুরুজন কর্তৃক কন্যা সম্প্রদানের প্রথা আছে। ঐ রূপ প্রথা সেম কিম্বা তুর জাতীয়দিগের মধ্যে নাই।

উপরে উল্লিখিত কোন কোন বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ও সংস্কৃত মূল শব্দের অর্থ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যথা—আলড়ু, ঠোঁট, রঞ্জিত, বাছুর। সংস্কৃত ভাষায় অলিক শব্দে কপাল বুঝায় কিন্তু আলড়ু শব্দে তাহা বুঝায় না। সংস্কৃত ভাষায় ত্রোটি শব্দে পক্ষীর ঠোঁট বুঝায় কিন্তু বাঙ্গালা ঠোঁট শব্দে সকল জন্তুর ঠোঁট বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় রঞ্জিত শব্দে রঙ দেওয়া বুঝায় কিন্তু রাঙা শব্দে লালবর্ণ বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় বৎস শব্দে সকল প্রকার জন্তুর সন্তান বুঝায় কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বাছুর শব্দে কেবল গাভীর সন্তান বুঝায়।

ইটালিক ভাষাতে "ডাও" শব্দে দেব অর্থাৎ ঈশ্বর এবং "ডাটি" শব্দে দত্ত বুঝায়।

† ভারতবর্ষের মুসলমানেরা অনেকেই হিন্দু-কুলোদ্ভব। তাঁহারা বিবাহ বিষয়ে কোন কোন হিন্দু রীতির অনুসরণ করেন কিন্তু তাহা তাঁহাদিগের শাস্ত্রোক্ত নহে।

এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত জাতিদিগের পরস্পর নৈকট্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত উপন্যাসাদি দ্বারাও প্রমাণীকৃত হয়। ডেসেণ্ট সাহেবের দ্বারা প্রকাশিত নর্সটেলস্ অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক বাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত উপন্যাস-সংগ্রহ পুস্তকে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত উপন্যাস সদৃশ অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়।

উল্লিখিত জাতি সকলের মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সকলে বিশেষতঃ ভাষা সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকাতে বোধ হইতেছে যে সেই সকল জাতি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদিম জাতি কোন্ জাতি? ইউরোপীয় সকল জাতির মধ্যে এমত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্ব দিক্ হইতে অর্থাৎ আসিয়া খণ্ড হইতে গমন করিয়া ইউরোপে বসতি করে। যখন এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে তখন এমত বোধ হইতে পারে যে পারস্য কিম্বা হিন্দু জাতি হইতে ঐ সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে, যে হেতু তাহা হইলে সেই সকল জাতির ভাষার সঙ্গে পারসীক অথবা সংস্কৃত ভাষার এবং ঐ সকল জাতির রীতি নীতির সঙ্গে পারস্য অথবা হিন্দু জাতির রীতি নীতির একণে যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিকটতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইত; কিন্তু সে রূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। অতএব পুনরায় সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে ঐ সকল জাতি কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? একণে অনুসন্ধান করা যাইতেছে যে উল্লিখিত জাতি সকলের মধ্যে কোন জাতির প্রাচীন গ্রন্থে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে কি না। হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদ রচয়িতারা আপনাদিগকে আর্য্য * বলিয়া ডাকিতেন। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্ম-গ্রন্থ জেন্দাবেস্তাতে প্রাচীন পারসীক জাতি "ঐর্য্য" জাতি নামে উল্লিখিত আছে; সেই ঐর্য্য জাতির নাম হইতে পারস্য দেশের প্রকৃত নাম "ইরান" উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস-বেত্তা হেরোদিতস্ ও প্রাচীন গ্রীক কবি স্কাইলস্ পারসীকদিগকে "এরিয়ন্" নামে

* আর্য্য শব্দে অতি প্রাচীন কালে ক্ষেত্র-কর্ষণকারী বুঝাইত কিন্তু তাহার পরে আবহমান কাল সম্রান্ত বুঝাইতেছে।

উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন পারসীক জাতি এবং হিন্দু জাতি যে এক জাতি ছিল, তাহা প্রাচীন পারস্য ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য এবং উভয় জাতি দ্বারা অগ্নি পূজা, সোমলতার রস যজ্ঞে ব্যবহার ও উপবীত ধারণ এবং ঋগ্বেদ ও জেন্দাবেস্তা উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত যম, মিত্র প্রভৃতি কয়েকটী দেবতার সমানতা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু প্রাচীন পারসীক জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা হিন্দুস্থান হইতে গিয়া পারস্য দেশে কিম্বা প্রাচীন হিন্দুজাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা পারস্য দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বসতি করিয়াছে এমত বোধ হয় না; যেহেতু উভয় জাতি পারস্য দেশ অথবা ভারতবর্ষ অপেক্ষা হিমতর দেশ হইতে আসিয়া ঐ ঐ দেশে বসতি করিয়াছে এমত নিদর্শন তাহাদিগের অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে হিমালয়ের উত্তর দিকস্থ দেশ সকল পুণ্য-ভূমি ও দেবতাদিগের আবাস-স্থান। ঐ সকল দেশের মধ্যে উত্তর কুরু নামক দেশ গ্রীক ভূগোল-বেত্তা টলেমির গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ঐ উত্তর কুরুকে তাঁহাদিগের সময়ে আদিম হিন্দু রীতির আশ্রয় ভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "তোকম্ পুষ্যেম তনয়ম্ শতম্ হিমাঃ"* "শত হিমঋতু জীবিতবান্ পুত্র ও পৌত্র আমরা যেন পোষণ করি" এই রূপ আশীর্ব্বাদ বাক্য ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। এ প্রকার আশীর্ব্বাদ বাক্য কেবল হিম-প্রধান দেশের লোকদের মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। যখন এ প্রকার আশীর্ব্বাদ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের বায়ু-মণ্ডলের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গত হয় না, তখন বোধ হইতেছে যে ঋগ্বেদ-রচয়িতাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে এই আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রচলিত ছিল এবং সেই পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষ অপেক্ষা হিমতর প্রদেশে বাস করিতেন। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সন্তানেরা বসতি করিলে পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ আশীর্ব্বাদ বাক্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তৎপরে বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদের পর রচিত অন্য গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। বেদান্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, হিন্দুদিগের

* ঋগ্বেদ ১ অষ্টক। ৬৪ সূক্ত। ১৪ ঋক।

আদি পুরুষ মনু স্বদেশ জলদ্বারা প্লাবিত হওয়াতে দৈব-বল সহকারে এক নৌকায় রক্ষিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া তাহার অপর পার্শ্বের এক শৃঙ্গের উপরিস্থ বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন। প্লাবনের জল যেমন কমিয়া আসিতে লাগিল, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা নিম্নে নামিতে লাগিল; তৎপরে তিনি ভারত-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তথায় বসতি করিলেন। যখন শতপথ ব্রাহ্মণে এমত উল্লেখ আছে যে মনু হিমালয় পার হইয়া ছিলেন, * তখন অবশ্য তিনি সেই পর্ব্বতের উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়া ছিলেন ইহা বলা সেই 'ব্রাহ্মণ' রচয়িতার অভিপ্রায়, তাহার সন্দেহ নাই। উল্লিখিত উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-দিগের উত্তর দিকস্থ গৃহের স্মরণ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় †। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্ম-গ্রন্থেও উত্তরাঞ্চল অতি পবিত্র ভূমি ও মনুষ্যের আদিম নিবাস বলিয়া উল্লেখ আছে।

একক্ষণে অনুসন্ধান করা যাইতেছে যে পারস্য দেশ ও ভারতবর্ষের উত্তর দিক্‌স্থ কোন্ দেশ হইতে আর্য্য জাতি আসিয়া ঐ ঐ দেশে বসতি করে। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র সকল কোন সম্বাদ প্রদান করে না, প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে তাহার সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেন্দিদাদ নামক প্রাচীন পারসীক ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে "ঐর্য্যানেম্-বীজো" ‡ অর্থাৎ আর্য্যদিগের আদিম নিবাস নামক দেশের উল্লেখ আছে, তথায় দশ মাস ঘোর শীত ও দুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব। "ঐর্য্যানেম্‌বীজো" ব্যতীত বেন্দিদাদ গ্রন্থের উল্লিখিত অধ্যায়ে উক্ত, অন্য ॥ দেশ স্বাধীন তাতার, আফগানিস্থান, ইরান ও পঞ্জাবে স্থিত। ঐ দেশও ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন না কোন স্থানে স্থিত

* "তেনৈভ মুত্তরম্ গিরি মতি দুদ্রাব"। শতপথ ব্রাহ্মণ।

† বোধ হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা জলপ্লাবন কিম্বা অন্য কোন আধিদৈবিক উৎপাত দ্বারা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করে।

‡ পারসীক আর্য্য ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অন্য দেশ হইতে আসিয়া ঐ ঐ দেশে বসতি করিবার অন্যান্য প্রমাণ যদি না থাকিত তথাপি কেবল এই "ঐর্য্যানেম্‌বীজো" নামক দেশের উল্লেখই তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ হইত না।

ছিল এমত নিশ্চয় হইতেছে। উল্লিখিত দেশ সকলের সন্নিহিত অথচ সেখানে দশ মাস শীত ও দুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম এমন দেশ কেবল বেলুর্‌ট্যাগ্ ও মুস্‌ট্যাগ্ পর্ব্বতের পশ্চিম দিকস্থ উচ্চ উপত্যকা সকল হইতে পারে। অতএব সেই সকল উপত্যকা ঐর্য্যানেম্বীজো নামক দেশ বলিয়া অবধারিত হইতেছে। ঐ স্থান হইতে আর্য্যজাতি নিকটস্থ এরিয়ানা দেশে, * ইরানে, ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে বিস্তারিত হইয়াছে।

বোধ হইতেছে যে পারসীক আর্য্যেরা ও হিন্দু আর্য্যেরা কিয়ৎকাল ঐর্য্যানেস্বীজো নামক দেশে অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত এরিয়ানা দেশে একত্র বসতি করিয়াছিল, তৎপরে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিবাদ নিবন্ধন তাহারা পৃথক্ হয় ও তাহাদের এক ভাগ ভারতবর্ষে আসিয়া ও আর এক ভাগ পারস্য দেশে গিয়া বসতি করে। উল্লিখিত বিবাদের একটী প্রমাণ স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে, প্রাচীন পারস্য ভাষায় দেও শব্দে দৈত্য বুঝায় ও সংস্কৃত ভাষায় দেব শব্দে দেবতা বুঝায় এবং প্রথমোক্ত ভাষায় অহুর অর্থাৎ অসুর শব্দে দেবতা বুঝায় এবং শেষোক্ত ভাষায় অসুর শব্দে দৈত্য বুঝায়।

ঋগ্বেদে এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে প্রথমতঃ আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদীতীরে বসতি করেন। ঋগ্বেদে গঙ্গা, যমুনা, অপেক্ষা পঞ্জাবের সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত নদী † ও সরস্বতী নদীর অধিকতর উল্লেখ দেখা যায়। সেই সময়ে ভারতবর্ষের ঐ দেশ ও অন্যান্য দেশ অনেক অসভ্য জাতির নিবাস ভূমি ছিল। ঋগ্বেদে আর্য্যদিগের সঙ্গে দস্যু জাতি নামে এক জাতির সর্ব্বদা বিবাদ ঘটিবার কথা উল্লেখ আছে; সেই দস্যুরা কদর্য্যাকার, কদর্য্যভাষী ও কদর্য্য ব্যবহার বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, ঘোর

---

* গ্রীকেরা স্বাধীন তাতারের দক্ষিণ ভাগকে এবং আফগানিস্থানের উত্তর ভাগকে এরিয়ানা অর্থাৎ আর্য্য দেশ বলিয়া ডাকিত। তাহারা ব্যাক্ট্রিয়া দেশকে এরিয়ানার শিরোভূষণ বলিত।

† এই সপ্ত সিন্ধু প্রাচীন পারসীক ধর্ম্ম গ্রন্থে হপ্তহিন্দু বলিয়া উল্লিখিত আছে। সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

চক্ষু ও আম-মাংস-ভোজী ছিল। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে "মনবে শাসদ-ব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ" * "ইন্দ্রদেব যজ্ঞ-বিহীন ও কৃষ্ণচর্ম্ম লোকদিগকে শাসন করিয়া মনুর (অর্থাৎ মনুর সন্তান আর্য্যদিগের) অধীন করিলেন।" "সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ" † "ইন্দ্র তাহার শ্বেতবর্ণ বন্ধুদিগকে ক্ষেত্র দিলেন, সূর্য্য দিলেন ও জল দিলেন।" এই সকল শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে আর্য্য সন্তানেরা গৌরবর্ণ ছিলেন ও দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ ছিল ‡ এবং আর্য্যেরা দস্যুদিগের দেশ অধিকার করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দস্যুরা কে? বোধ হইতেছে যে এক্ষণকার কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতবর্ষের অসভ্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা দস্যু নামে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সঙ্গে এক দেশে থাকিয়াও এই কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্ম, ব্যবহার, ভাষা সকলই হিন্দুদিগের হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বোধ হইতেছে আর্য্য সন্তানেরা ঐ অসভ্য জাতি সকলের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে কতক লোককে ক্রমে নিবাস ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পর্ব্বত ও বনে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন আর অবশিষ্ট গুলিকে দাসত্ব অবস্থায় আনয়ন করিয়াছিলেন। উহারা ক্রমে শূদ্র নাম প্রাপ্ত হয় ¶।

আর্য্যেরা ক্রমে পঞ্জাব ও সরস্বতীর উপকূল হইতে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বিস্তারিত হইতে লাগিলেন। মনু সংহিতাতে হিমালয় ও বিন্ধ্য গিরির মধ্যস্থিত দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ আছে, অতএব বোধ হইতেছে যে মনুর সময়ের পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানেরা পঞ্জাব ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ

---

* ঋগ্বেদ ১ অষ্টক। ১৩০ সূক্ত। ৮ ঋক্। রন্ধয়ৎ এই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে বোধ হইতেছে যে জেতৃ আর্য্যেরা জিত দস্যুদিগকে এক প্রকার "নিগর" স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

† ঋগ্বেদ ১ অষ্টক। ১০০ সূক্ত। ১৮ ঋক্।

‡ দাক্ষিণাত্যে গৌর বর্ণের এত গৌরব যে কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশের উপাধি পাণ্ডুরং এবং এক প্রকার হীন জাতিকে লোকে কালী প্রজা বলিয়া ডাকে।

¶ ঋগ্বেদে দস্যু ও দাস দুই শব্দ একই অর্থে অর্থাৎ অসভ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দস্যুরা দাসত্ব অবস্থায় পরিণত হইলে পর দাস শব্দ ক্রমে ভৃত্য বুঝাইতে লাগিল।

দেশ হইতে মধ্য হিন্দুস্থানে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদান্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে সরস্বতী নদীর উপকূল হইতে সদানীরা অর্থাৎ গণ্ডকী নদীর উপকূল পর্য্যন্ত অগ্নি পূজা ক্রমশঃ প্রচারিত হয়। আর্য্য সন্তানেরা আর্য্যাবর্ত্তে বসতি করার পর ক্রমে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করেন। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের সময় ঐ প্রবেশ কার্য্য সম্পাদিত হয়। পরশুরামের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরিকেল্ দেশে ব্রাহ্মণ-দিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের কথা পুরাণে উল্লিখিত আছে। দাক্ষিণাত্যের সামান্য লোকদিগের ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাতে পিতামাতা প্রভৃতি কতকগুলি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কতকগুলি সামান্য পশু ও দ্রব্য সামগ্রীর নামের ঐক্য আছে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সামান্য লোকদিগের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সেরূপ সাদৃশ্য নাই। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে সেই সকল সামান্য লোক আর্য্য-বংশোদ্ভব নহে। তাহাদিগেরই পূর্ব্বতন পুরুষ দ্বারা সমস্ত দাক্ষিণাত্য অধিবাসিত ছিল, পরে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দু জাতি তথায় গিয়া বসতি করেন।

ভারতবর্ষ হইতে আর্য্য সন্তানেরা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারিত হয়। বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ কোন কারণ বশতঃ তাঁহার পিতা সিংহবাহু কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আর ৭০০ অনুচর সহিত পোতারোহণ পূর্ব্বক সিংহল দেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার যক্ষ অর্থাৎ আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, মহাবংশ নামক সিংহল দেশীয় ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। বিজয়ের বংশোপাধি সিংহ হইতে সিংহল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বাবেল্ মেণ্ডব প্রণালীর নিকট সকোত্রা অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে হিন্দুরা গিয়া বসতি করিয়াছিল। মলয় নামক উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা যবা ও বলী নামক দ্বীপ সকলে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল স্থানের ভাষা সকলের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। এ সকল স্থানের অন্তর্গত অনেক নগর ও গ্রামের নাম সংস্কৃত। পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দ্বীপবাসীরা একবাক্য

হইয়া কহে যে ক্লিং অর্থাৎ কলিঙ্গ দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা আনীত হইয়াছে। প্রথমে যব দ্বীপেই সে সকল আনীত হয়, পরে তথা হইতে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা শস্যাঢ্যতা প্রযুক্ত যব দ্বীপকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রথম শকাব্দে অজিতুষ্টি নামক একজন ব্রাহ্মণ বহুলোক সমভিব্যাহারে যব দ্বীপে গমন করেন। তাঁহারা দ্বীপের দক্ষিণ তটে উত্তীর্ণ হইয়া মেরু নামক পর্ব্বতমূলে প্রথমতঃ বসতি করিয়াছিলেন। ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে অনেক স্ত্রী ও শিশু ছিল। উল্লিখিত কএকটী দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে সকল অপেক্ষা অধিক দূর বলী দ্বীপেই হিন্দু উপনিবেশের প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি আছে এবং হিন্দু দেবদেবীর বিস্তর মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে কোন কোন মন্দিরে কোন প্রকার দেবমূর্ত্তি নাই *। ব্রাহ্মণদিগের অসামান্য সম্মান ও শিখা ধারণের বিশেষ প্রথা †, সমান বর্ণের সহিত বিবাহ, গোবধ প্রতিষেধ, মৃত পতির অনুগমন, মৃত শরীর দাহ, নানাবিধ ছন্দের নাম, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাদি গ্রন্থ, সময় বিভাগ এই সকল বিষয়ে বলী দ্বীপস্থ হিন্দু ও ভারতবর্ষীয় হিন্দু উভয় জাতির বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভাষাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া যাইলে পর দেখা যায় যে আর্য্য সন্তানেরা অনেক দূরে বিস্তৃত হইয়াছিল; যেহেতু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অবশিষ্ট দ্বীপ সকলের ও পলিনীশিয়া দ্বীপপুঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ সকলের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য অল্প বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এমন কি, আমেরিকার আদিম নিবাসী কোন কোন অসভ্য জাতিদিগের ভাষা-তেও সংস্কৃত শব্দসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষারূপ প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রকার প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে আমেরিকার দুই একটী আদিম জাতি আর্য্য কুলোদ্ভব। পিরু দেশের ইঙ্কা নামক জাতিরা আপনাদিগকে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ সংগ্রহে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত যাবা বলী উপদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

† আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বলীদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণেরা উপবীত ধারণ অথবা প্রতিমূর্ত্তি পূজা করেন না।

সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত ও রাবসিতোয়ারাকে এক উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিত। তাহাদিগের পুরোহিত দিগের নাম "অমৌত" ছিল। এই "অমৌত" শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত "অমাত্য" শব্দের ঐক্য থাকিতে পারে। এই সকল নিদর্শন দ্বারা ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে যে আর্য্য সন্তানেরা পূর্ব্বদিক্ হইতে যাইয়া অতি প্রাচীনকালে আমেরিকায় বসতি করিয়াছিল *।

উপরে প্রাচ্য আর্য্যদিগের বিস্তার বিষয়ে বলা হইল, একণে প্রতীচ্য আর্য্যদিগের বিস্তার বিষয়ে বলা হইতেছে। ঐর্য্যানেম্‌বীজো নামক স্থান হইতে অথবা তৎসন্নিহিত প্রাচীন এরিয়ানা দেশ হইতে গ্রীক ও রোমান-দিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা গ্রীস্ ও ইটালীতে গিয়া বসতি করে। গ্রীক ও রোমান জাতি ব্যতীত ইউরোপীয় অন্যান্য প্রধান জাতি ঐ স্থান হইতে কাহার পর কে গিয়া ইউরোপ খণ্ডে বসতি করে, তাহা ভাষা-সাদৃশ্যের পরিমাণানুসারে নির্ণয় করা যায়। কেল্‌টিক শ্রেণীস্থ ভাষা অর্থাৎ প্রাচীন ফ্রান্স, প্রাচীন স্পেন প্রভৃতি দেশের এবং বর্ত্তমান ওয়েল্‌স ও আয়র্লাণ্ড দেশের এবং স্কট্‌লাণ্ডের হাইলাণ্ড- প্রদেশ ও ফ্রান্সের বৃটেনী প্রদেশের ভাষা অপেক্ষা টিউটনিক্ শ্রেণীস্থ ভাষা অর্থাৎ জর্মণ, ডেনিশ, স্বইডিস্, নর্‌উইজিয়ান্, ডচ্ ও এংলোস্যাক্‌সন্ ভাষা সকলের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আবার টিউটনিক্ শ্রেণীস্থ ভাষা অপেক্ষা স্লেবণিক্ শ্রেণীস্থ ভাষা অর্থাৎ রুসিয়া, পোলাণ্ড ও পূর্ব্ব প্রুসিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে আর্য্য জাতির যে শাখা হইতে কেল্‌টিক জাতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বাগ্রে ইউরোপে বসতি করিয়াছিল, তৎ-পরে টিউটন্‌দিগের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষেরা তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে ও

---

* আমেরিকা খণ্ডে আর্য্যজাতির উপনিবেশের কথা যাহা উপরে বলা হইল তাহা অনেকের আনুমানিক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যখন কাপিটান্ বিলস্ নামক রোমান চরিত্রাখ্যায়ক জর্ম্মন সমুদ্রে জলময় হিন্দু পোত হইতে উদ্ধারিত ও রোমান শ্রোতাদের নিকট প্রেরিত নাবিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন হিন্দুদিগের আমেরিকা যাত্রার কথা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না।

পরিশেষে লেবদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর সেই খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এইরূপে আর্য্য জাতি ইউরোপে বসতি করিয়া তথা হইতে আমেরিকায় বিস্তৃত হয়। কলম্বস্ দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে আর্য্যবংশোদ্ভব নরওয়ে ও আইসলাণ্ড দ্বীপের লোকেরা আমেরিকার অন্তর্গত বিভাগে (যাহাকে এক্ষণে মেসেচুসেট্স্ কহে তথায়) গিয়া বসতি করে; তৎপরে কলম্বস্ দ্বারা আমেরিকা প্রকৃত প্রস্তাবে আবিষ্কৃত হইলে তথায় স্পেনিয়ার্ড, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ ও ইউরোপের অন্যান্য আর্য্য জাতিরা গিয়া বসতি করে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাচ্য আর্য্যেরা আমেরিকায় গিয়া বসতি করিয়াছিলেন এমত সম্ভব বোধ হয়; এক্ষণে তথায় প্রতীচ্য আর্য্যদিগের উপনিবেশের কথা উল্লেখ করিলাম এইরূপে আর্য্য জাতির বিস্তারের পূর্ব্ব দিকস্থ প্রবাহের সহিত তাহার পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহের সম্মিলন করাইয়া উক্ত বিস্তার সম্বন্ধে লেখনীকে বিরাম প্রদান করিলাম।

৩। যেখানে যেখানে, আর্য্য জাতি গিয়া বসতি করিয়াছে সেই সকল স্থানের মধ্যে অনেক স্থানে আর্য্য নাম কোন না কোন আকারে বিদ্যমান ছিল অথবা আছে। আরমেনিয়া দেশের ভাষায় "অরি" শব্দে সাহসিক অর্থ বুঝায়। ককেশস্ পর্ব্বতে অসেটিক্ জাতি বলিয়া এক জাতি বসতি করে, তাহাদিগের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সৌসাদৃশ্য আছে। তাহারা আপনাদিগকে "আয়রন্" জাতি বলিয়া ডাকে। পূর্ব্বকালে গ্রীসের উত্তর দিকস্থ থ্রেস্ দেশের নাম এরিয়া ছিল। জর্ম্মনি দেশে অতি প্রাচীনকালে "এরাই" নামে এক জাতি বসতি করিত। কেহ কেহ এমত অনুমান করেন যে আয়র্লাণ্ড দেশের নামে উল্লিখিত আর্য্য শব্দ লক্ষিত হয়। ইউরোপ খণ্ড হইতে আসিয়া খণ্ডে পুনরাগমন করিয়া দেখি, যে, আর্য্য উপাধি, পারস্য দেশের প্রাচীন রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ধারণ করিতেন। যে সকল শরাকৃতি অক্ষর যুক্ত চিত্রফলক সম্প্রতি পারস্য দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রাজা দরায়ুষ (ডেরায়স্) আপনাকে ঐর্য্য বলিয়া আখ্যাত করিতে দৃষ্ট হয়েন। এরিওরমা, এরিওবার্জোনিস্, এরিওমেনিস্, এরিওমর্দ্দস্ এই সকল প্রাচীন

পারস্য নামে ঐ আর্য্য নাম পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ঋগ্বেদ রচনার সময়ের হিন্দুরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া ডাকিত এবং হিন্দু আর্য্যদিগের নিবাস ভূমির নাম আর্য্যাবর্ত্ত ছিল। প্রাচীনকালে হিন্দুরা গুরু জনকে আর্য্য ও মান্য স্ত্রীলোককে আর্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেন; ঐ কালের স্ত্রীরা স্বামী ও দেবরকে আর্য্যপুত্র বলিয়া ডাকিতেন। মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে এই আর্য্য নাম বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যের কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশ "আয়ার্" উপাধি ধারণ করেন। এই আয়ার্ শব্দ যে আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ তাহার সন্দেহ নাই*। বাঙ্গালা আয়ী শব্দও সংস্কৃত আর্য্যা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কি প্রাচীনকালে কি অধুনাতন কালে সকল কালেই পৃথিবীর পুরোভাগে আর্য্য জাতিরা প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। পুরাকালের অক্ষয় কীর্ত্তি, অধুনাতন কালের উন্নতি, অধিক পরিমাণে আর্য্য-বীর্য্য-সমুদ্ভূত। পুরাকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা নানা বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা মানসিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই নিকট হইতে সেই কালের এবং অধুনাতন কালের অনেক সভ্যজাতি দর্শন, জ্যোতিষ, অঙ্ক, চিকিৎসা প্রভৃতি অনেক বিদ্যার বীজ এমন কি নীতিগর্ভ উপাখ্যান ও চতুরঙ্গ ক্রীড়া পর্য্যন্ত † শিক্ষা করিয়াছেন। পুরাকালে গ্রীকদেশীয়

---

* এই প্রস্তাব লেখকের মান্দ্রাজ দেশীয় একটী বন্ধুর নাম, স্বামী আয়ার্ এইরূপ আয়ার উপাধি-ধারী অনেক ব্যক্তি মান্দ্রাজে আছেন।

† প্রাচীন কালে গ্রীস দেশীয় কোন কোন দার্শনিক ভারতবর্ষে আসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ, অঙ্ক ও চিকিৎসা বিদ্যা সকলের অনেক সন্ধান আরবেরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা তাহাদিগের গ্রন্থে তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। আরবদিগের নিকট হইতে ইউরোপীয়েরা ঐ সকল বিদ্যা প্রথমে শিক্ষা করেন। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ "পিল্পের গল্প" নামে ইউরোপে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নওসেরবাঁ রাজার সময়ে তাহার আদেশে পারস্য দেশীয় লোকে ভারতবর্ষে আসিয়া চতুরঙ্গ ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া ও উল্লিখিত গল্প পুস্তক লইয়া যায়। পারস্য দেশ হইতে উভয় একই কালে ইউরোপে প্রচারিত হয়।

আর্য্যেরা চিত্র বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যায় নৈপুণ্যের এবং কবিত্ব শক্তি ও বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐকালে রোমদেশীয় আর্য্যেরা পৃথিবীর তৃতীয়াংশের একাংশ স্বীয় বাহুবলে অধিকার করিয়া তাঁহাদিগের সপ্ত পর্ব্বতস্থিত মহানগর হইতে অসংখ্য অধীন জাতিকে রাজনিয়মের বিধান করিয়াছিলেন। অধুনাতন কালেও ফ্রান্সদেশীয় আর্য্যেরা সভ্যতা ও যুদ্ধ নৈপুণ্যের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। যতদূর কাষ্ঠ প্রবমান হইতে পারে, ইংলণ্ডীয় আর্য্যেরা ততদূর সমুদ্রের উপর একাধিপত্য করিতেছেন এবং শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, দৃঢ়তা, অবিচলিত উৎসাহ, স্থির নিষ্ঠা ও নিয়মপরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। জর্ম্মন দেশীয় আর্য্যেরা নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চায় বুদ্ধির অসাধারণ ও আশ্চর্য্য প্রগাঢ়তা প্রকাশ করিয়া দিগন্তব্যাপী খ্যাতি লাভ করিতেছেন, বিশেষতঃ অধ্যাত্ম-বিদ্যা সংক্রান্ত সুগভীর অনুসন্ধান দ্বারা আপনাদিগের কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত স্বীয় জাতীয় নামের ব্যুৎপত্তি * সার্থক করিতেছেন। স্থায়ী কীর্ত্তি কেবল আর্য্য জাতিদিগের অধিকার। সেম্ ও তুরবংশীয় লোকেরা উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি কিম্বা তুষারাবৃত পর্ব্বত হইতে অকস্মাৎ বিনিঃসৃত হইয়া ঘূর্ণবাতের ন্যায় পৃথিবীস্থ দেশের উপর পতিত হইয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করতঃ সাম্রাজ্য ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের সংস্থাপিত সাম্রাজ্য ও রাজ্য সকল বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু আর্য্য জাতির প্রভা ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্যের ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; আর্য্য জাতির খ্যাতিরবে সমস্ত মেদিনী নিনাদিত হইতেছে। আর্য্য জাতিদিগের আবার একটি বিশেষ গুণ আছে, যাহা অন্য জাতির নাই। আর্য্য জাতিরা মৃত হইয়াও কল্পিত ফিনিক্স্ পক্ষীর ন্যায় পুনরায় নব জীবন ও নব যৌবন প্রাপ্ত হয়। স্যাক্সনেরা নর্ম্মেনদিগের এবং গ্রীকেরা তুরকদিগের অত্যাচারে অবসাদ-দশা প্রাপ্ত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। ইহাতে ভরসা হইতেছে যে আমাদের জাতিও পুনরায় ঐরূপ উন্নতি লাভ করিবে।

---

* জর্ম্মনের পণ্ডিতেরা বলেন, জর্ম্মন নাম শর্ম্মন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এখনই তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। এখনই হিন্দুজাতি, অন্যান্য সভ্যজাতিদিগের সহিত সমকক্ষতারূপ ক্ষেত্রে অবতরণ করিবার জন্য [illegible] স্পন্দন করিতেছে।

ইহা অবশ্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতিতে নব জীবন সঞ্চারের কারণ এই দেশে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষদিগের আগমন। সেই দিনকে অবশ্য শুভ জ্ঞান করিতে হইবে যেদিন তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করিলেন। এক্ষণে অন্য সকল আর্য্যজাতি অপেক্ষা ইংরাজ জাতির সহিত আমাদিগের নিকটতর সম্বন্ধ। তাঁহাদিগেরই হস্তে এই বৃহৎ রাজ্যের শাসনের ভার ঈশ্বর সমর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুজাতির প্রতি তাঁহাদিগের স্নেহ প্রদর্শন করিবার অন্যান্য কারণ মধ্যে এই একটি কারণ যে তাঁহারা উভয়েই এক বংশোদ্ভব। হিন্দুজাতি ইংরাজ জাতি অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব হিন্দুদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ইংরাজদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। এক্ষণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্দশাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন এবং তাঁহার উন্নতিসাধন করিতেছেন। ইংরাজ জাতীয় কোন কোন প্রধান ব্যক্তি এই কথা বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষীয়দিগকে সভ্য ও ক্ষমতাশালী করা তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরার্পিত ভার; যে পর্য্যন্ত না সেই কার্য্য সাধিত হয়, তাঁহারা এখানে অবস্থিতি করিবেন, সেই কার্য্য সম্পাদিত হইলেই তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তিনি এই বাক্য সার্থক করিবার জন্য তাঁহাদিগের সকলকে প্রবৃত্তি প্রদান করেন।

হিন্দুদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ইংরাজদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া একজন ইংরাজ লেখক নিম্ন লিখিত অপূর্ব্ব একটী সুন্দর আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অতি শান্ত, ধীর-প্রকৃতি ও ধ্যান-পরায়ণ ছিলেন এবং অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। দ্বিতীয় পুত্রটি কার্য্য-প্রিয় ও কার্য্য-কুশল কিন্তু চপলস্বভাব ছিলেন। তিনি কখন ক্ষেত্র কর্ষণ করি-

তেন *, কখন ভগিনীদিগের সঙ্গে দুগ্ধ দোহন করিতেন †, কখন বা মৃগয়া করিতেন, কখন বা সামান্য ক্রীড়াতে নিযুক্ত থাকিতেন। কার্য্য-কুশল হইলেও পিতা তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন না; শান্ত-স্বভাব জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার প্রিয় পুত্র ছিল। একদা কনিষ্ঠ পুত্র মৃগয়া করিতে করিতে অধিকদূর গমন করিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে তাঁহার স্বদেশের প্রান্তে যে পর্ব্বত দূর হইতে মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইত, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া একবার দেখেন যে তাহার ওপার্শ্বে কি আছে। এই ইচ্ছা যেমনই তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তাহা পূরণে যত্নবান্ হইলেন। অনেক কষ্টে সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন যে সে দিকের ভূমি মনোহর শ্যামবর্ণ নবীন-তৃণাচ্ছাদিত এবং তাঁহার জন্ম-ভূমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উর্ব্বরা ও সুদৃশ্য। তিনি স্থানের উৎকর্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় বসতি করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পিতার অনাদর ঐ ইচ্ছার পোষকতা করিয়াছিল। সেই স্থানে অনেকদিন বসতি করিলে পর নিজ-স্বভাব-সুলভ চাপল্য ও কৌতুহল বশতঃ তিনি মনে করিলেন যে যেখানে তিনি বসতি করিতেছেন, তাহা হইতে দূরে গমন করিলে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেশ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে ক্রমে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তনের পর তিনি গ্রীস দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহা অতি সুন্দর বন, উপবন ও নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন পর্ব্বত দ্বারা সুশোভিত। সেখানকার আকাশ, নির্ম্মল ও পরিষ্কার ও তথায় রমণীয় প্রসন্নাম্বু স্রোতস্বতী সকল সুমধুর কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে এবং পক্ষিগণ নিকুঞ্জোপরি আসীন হইয়া সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করিতেছে। তিনি দেখিলেন, গ্রীস অপেক্ষা গ্রীসের নিকটস্থ ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সকল আরো সুশোভন। তিনি তাহাদের মনোহর কান্তি, দর্পণবৎ স্বচ্ছ ইজীয় সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। এমন উত্তম স্থান পাইয়া তিনি আপনাকে

---

* পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আর্য্য শব্দে আদিম কালে ক্ষেত্রকর্ষণ-কারী বুঝাইত।

† আদিম আর্য্যদিগের কন্যারা বাটীর গাভীর দুগ্ধ দোহন কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইহাতে দুহিতৃ শব্দের উৎপত্তি হয়।

ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া তথায় বসতি করিলেন। স্থানের সৌন্দর্য্য তাঁহার আত্মাতে প্রতিফলিত হইল। তিনি সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের এরূপ উপাসক হইয়া উঠিলেন যে, সৌন্দর্য্যে তিনি জীবিত ছিলেন এবং সৌন্দর্য্য-রস তাঁহার আত্মার একমাত্র আহার ছিল বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই সৌন্দর্য্যাসক্তি তাঁহার সকল কার্য্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু এরূপ সৌন্দর্য্যাসক্তির সঙ্গে তিনি অসাধারণ ধীশক্তি, সাহস, দৃঢ়তা ও পুরুষত্ব সংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি কবিতা, পুরাবৃত্ত, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যায় অদ্বিতীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, বজ্র-বলের ন্যায় কার্য্যকর অদ্ভুত বাগ্মিতা-শক্তি সহকারে সমুদ্রতরঙ্গবৎ অস্থির ও উগ্র প্রজা-তন্ত্র সকল যদৃচ্ছা ক্রমে পরিচালিত ও দূরস্থ রাজমুকুট সকল কম্পিত করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতির নিগূঢ়তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বাহুবলে আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ড জয় করিয়া সভ্যতার স্রোত তথায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন। উক্ত কনিষ্ঠ পুত্র গ্রীস দেশ হইতে ইটালিদেশে গমন করিয়া সপ্ত পর্ব্বতস্থিত রোম নামক নগর পত্তন করিলেন, ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইটালি দেশ জয় করিলেন, শৌর্য্য বীর্য্য সত্যনিষ্ঠতা ও দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং পৃথিবীর তৃতীয় অংশের এক অংশ জয় করিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান রাজ্য সকলের নিয়মের পত্তন-ভূমি-স্বরূপ রাজ-নিয়ম প্রচার করিলেন। তিনি এইরূপে ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইংলণ্ডে গমন করিয়া সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের আদর্শ স্বরূপ হইলেন, অসাধারণ স্বাধীনতাস্পৃহা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিলেন, এক রাজ্য-শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, সে রাজ্য-শাসন-প্রণালী প্রজাতন্ত্র, সম্ভ্রান্ত তন্ত্র ও একনায়ক তন্ত্র প্রভৃতি সকল প্রকার শাসন প্রণালীর দোষ শূন্য হইয়া তাহাদের কেবল গুণ গুলি ধারণ করে। তিনি সমুদ্ররাজ বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং মেদিনীব্যাপী এক বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন, সে রাজ্যের সম্বন্ধে সূর্য্য অস্তমিত হয় না।

ওদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃ-ভূমির অনুর্ব্বরতা নিবন্ধন স্বদেশ পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হইয়া স্বদেশ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ঐ অল্পদূর আসিয়াই তিনি মনে করিলেন যে অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম করি। ভারতবর্ষের ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা তাঁহার বিশ্রামাসক্তির পোষকতা করিল,* তিনি আরো ধ্যানপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র আর গমন করিলেন না; সেই স্থানেই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার আলস্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি লোকেরা আসিয়া তাঁহার আবাসস্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিল এবং তাঁহার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল, এমত সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে এক আর্ত্তনাদ সমুদ্রের এ পার হইতে গমন করিল। সে আর্ত্তনাদ এই "ভাই! রক্ষা কর।" কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঝিতে পারিলেন না যে কে আর্ত্তনাদ করিল কিন্তু কেবল সেই আর্ত্তনাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেখান হইতে তাহা আসিয়াছিল সেখানে আগমন করিলেন এবং প্রপীড়িত ব্যক্তির শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি প্রথমে সেই ব্যক্তির জীর্ণ শীর্ণ কলেবর দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না কিন্তু যখন তাঁহারা পিতৃ-নিকেতনে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহারা যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন সেই সকল শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ ঐ ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

---

* আখ্যায়িকা রচয়িতা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আলস্য ও ধ্যান-পরায়ণতা বিষয়ে শ্লেষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে, আখ্যায়িকাটি সুন্দর বটে কিন্তু রচয়িতা ঐরূপে লিখিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমা বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন

শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব।*

(১৭৮৮ শকে ইংরাজী ভাষায় ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।)

অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চির নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্ত্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নব্য-সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ সংস্করণার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন। ইতিমধ্যেই একদল যুবক হিন্দু সমাজ হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন হইতে এবং হিন্দু নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বপুরুষ দিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজ সংস্কার সকল জাতীয়আকার ধারণ করে, তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটী সভা সংস্থাপন করুন। জাতীয় গৌরবেচ্ছার উদ্গেষণ ব্যতীত কোন জাতি মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

জাতীয় ব্যায়াম চর্চ্চার পুনরুদ্দীপনার্থ সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইবে। অর্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্বে প্রায় প্রতিগ্রামে এক একটী ব্যায়ামশালা ছিল। এই প্রাচীন প্রথাটী

* এই প্রস্তাব হইতে হিন্দুমেলার উৎপত্তি হয়।

পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। কিয়দ্দিন গত হইল, আমাদিগের ভূত পূর্ব্ব মহিমান্বিত গবর্ণর জেনারেল সার্ জন্ লরেন্স্ বাহাদুর উত্তর পাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "নবীন বঙ্গসন্তানেরা প্রাচীন দিগের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় নহে" বস্তুতঃ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আজি কালি ব্যায়ামের প্রতি বিরাগ এবং পুস্তকাধ্যয়নের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগই ইহার কারণ। নির্ব্বীর্য্যতা, চিররুগ্নতা, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ইহার ফল। অনেক যুবক বিদ্যালয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া অচিরাৎ ভগ্নশরীর হইয়াছেন এবং চিরজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, প্রাচীন কালে ব্যায়ামচর্চ্চার কতদূর প্রাদুর্ভাব ছিল বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া ও তৎপ্রমানার্থ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া ব্যায়াম চর্চ্চার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া বঙ্গভাষায় প্রচার করিবেন এবং হিন্দুব্যায়াম শিক্ষার্থ বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান স্থানে যে সকল ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইবে তাহাতে অর্থসাহায্য প্রদান করিবেন। এই সভা প্রাচীন বাঙ্গালি দিগের শারীরিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত সকল ও দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে সংকলন করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন এবং বর্ত্তমান কালীন বঙ্গবাসী দিগের মধ্যে যে এরূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই তৎপ্রমাণার্থ গত সিপাহীবিদ্রোহের সময়ের প্রসিদ্ধ সমরোৎসাহী মুনসেফের দৃষ্টান্তের ন্যায় অন্যান্য ভিন্ন২ দৃষ্টান্ত সকল প্রদর্শন করিবেন। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালি দিগের বর্ত্তমান খাদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকার বাঙ্গালি দিগের আহার অপেক্ষা কত অসার এবং অপুষ্টিকর ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপায় কি, তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা হিন্দু তৌর্য্যত্রিক বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন। প্রত্যেক জাতিরই তৌর্য্যত্রিক আছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষিত দিগের অধিকাংশ দেশীয়, বা ইউরোপীয় সঙ্গীতের আলোচনা করেন না, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। তাঁহাদিগের যে কিছু সঙ্গীতানুরাগ, অসভ্য যাত্রাদিতে প্রদর্শিত হয়। এতদ্দেশে সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমরা

বাল্যকালে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণ অত্যন্ত অমনোযোগী। এই সভা একটী হিন্দু তৌর্য্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ছাত্রগণকে এরূপ সঙ্গীত শিক্ষা দিবেন যদ্দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং অন্তঃকরণে দেশহিতৈষিতা ও সমরানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা একটী হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেখানে ভারতবর্ষ-জাত ভৈষজ্য দ্রব্যের গুণ, ও ভেষজ প্রস্তুত করণ বিদ্যা অধীত হইবে। এমত অনেক হিন্দু ঔষধ আছে যদ্দ্বারা দুরারোগ্য রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে রত্নগর্ভা হইয়া ইহার সন্তানদিগের রোগনিবারণোপযোগী ঔষধ উৎপাদন করিতে পারেন না, এরূপ হইলে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের প্রতি অদূরদর্শিতা দোষারোপ হয়। মেডিকেল কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া হিন্দুঔষধদ্বারায় ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন বলিয়া আমাদিগের যে আশাছিল তাহা বিফল হইয়াছে। এই আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সভা সচেষ্ট হইবেন। যে ব্যক্তি ইংরাজি ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী, তিনি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইবেন।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধান-লব্ধ সত্যসকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিবেন এবং ঐ সকল পণ্ডিত দিগের গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ যত্নের সহিত স্বীয় প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকটন করিবেন। সভা এতদ্দেশীয় দিগের সদ্গুণের প্রমাণ সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে প্রচার করিবেন; প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয় দিগের সুখ্যাতি প্রমাণ যাহা কিছু ইউরোপীয় গ্রন্থকার দিগের লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে তাহা পুস্তক-বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই সভা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গ দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের জীবন চরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইবে।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনার্থ জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা যতদূর সাধ্য উৎসাহদান করিবেন। ইহার সভ্যেরা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক সকলের প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিবেন। এবিষয়ে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারিতা করিবেন এবং এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-বিৎ পণ্ডিত দিগকে অর্থ পারিতোষিক এবং প্রশংসাসূচক পত্রাদি প্রদান করিবেন।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে যে তাঁহাদিগের সন্তানগণকে ইংরাজী শিখাইবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী যুগপৎ শিক্ষাদিলে ইংরাজীর প্রতি সমধিক মনোযোগ আবশ্যক হয় সুতরাং বাঙ্গালা পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। ইংরাজী পাঠের সৌকর্য্যার্থেও বাঙ্গালা ভাষার প্রথম শিক্ষা আবশ্যক। যদি কোন বালক ছয় সাত বৎসর বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে সে অতি সত্বর ইংরাজী ভাষায় উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যাহা কিছু অধ্যয়ন করে তাহার সুস্পষ্ট ভাবগ্রহ করিতে পারে—অন্য উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত বালকেরা যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, ইহা পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাঁহার মনে কিছুমাত্র স্বদেশানুরাগের ভাব আছে, তিনি স্বীয়সন্তানগণকে ইংরাজী শিখাইবার পূর্ব্বে মাতৃভাষা একটুকু ভালকরিয়া শিক্ষা নাদিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ কথোপকথন কালে বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী শব্দ সকল মিশ্রিত করিয়া বাক্যালাপ হইয়া থাকেন, দিন দিন এইরূপ ভাষা-বিকৃতি বৃদ্ধি হইতেছে। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ইহার নিরাকরণার্থ যথোচিত চেষ্টা করিবেন। যে ভাব বাঙ্গালা ভাষায় সহজে ব্যক্ত হয় তাহা তাঁহারা ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। সদি নামক ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা রচনা প্রণালী বিষয়ে একটী প্রস্তাব লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন "আমাদের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট—অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজীর সহিত জর্ম্মন ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ অনুরোধে দুই একটী জর্ম্মন শব্দ ব্যবহার সহকরিতে পারি,

কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধ সহজ ইংরাজী শব্দের দ্বারায় মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, সেখানে যিনি লাটীন বা ফরাসীস কথা ব্যবহার করেন, মাতৃভাষার বিষম বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে প্রথমে ফাঁসি দিয়া তাহার পর তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত।" এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে যদি এপ্রকার স্বদেশ ভাষানুরাগের অনুমাত্র ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা এক্ষণে কথোপকথন সময় যে প্রকার ভয়ানক অসঙ্গত ও সভ্যরুচি বিরুদ্ধ আচরণ করেন তাহা কখনই করিতেন না। "বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের অনাটন" কোন কাজের কথা নহে, সে অনাটন বাস্তবিক নহে—তাহা কাল্পনিক। কিছু দিন হইল কতকগুলি দেশীয় কৃতবিদ্য মহাত্মাদিগের যত্নে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ঠ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে; ভাবী বংশীয় দিগের নিকট ইঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যদি বাঙ্গালা ভাষা সত্য সত্যই হীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সর্ব্বদা বিশুদ্ধ প্রয়োগ সহকারে কথোপকথন দ্বারায় তাহার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভাব, বিশেষ বিশেষ পদ ও কার্য্যালয়ের নাম ও কোন কোন গৃহোপকরণ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে হইলে ইংরাজী শব্দ অপরিহার্য্য, কারণ তাহাদের বাঙ্গালা নাম কিছুই নাই। এরূপস্থলে স্বকপোল কল্পিত নূতন বাঙ্গালা শব্দ অথবা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে কেহ আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবে না।* কিন্তু যেখানে বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব সহজে ব্যক্ত হয়, সেখানে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জ্জনীয় দোষ। হয় তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজী নয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ব্যবহার করুন, কিন্তু এই উভয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া যেন গোলযোগ না করেন। শিক্ষিত দিগের বর্ত্তমান কথোপকথনের ভাষা অতি বিকলাঙ্গ-ভাষা—অতি বিরুদ্ধ সংগভাষা এবং আমরা অনুধাবন করি আর না করি, ইহা জ্ঞানী ও সুরুচিসম্পন্ন সভ্যদেশের লোক দিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণার্হ ও আমাদিগের জাতি সাধারণ লজ্জাস্কর। আমাদি-

---

* যে সকল পারস্য শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ও যাহার অর্থ অন্য শব্দ ভাষা শব্দ ব্যতীত সহজ শব্দে প্রকাশ করা যায় না, সে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে ক্ষতি নাই।

গের কথাবার্ত্তা শুনিলে ইউরোপীয় কোন ভদ্রলোক হাস্য নাকরিয়া থাকিতে পারেন না; আমাদিগের লিখিত ভাষা দৈনন্দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু কথোপকথনের ভাষার প্রতি আমাদিগের নিতান্ত অনাদর ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। যতদিন কোন জাতি কথোপকথন ও রচনার সম্পূর্ণরূপে উপযোগী উন্নত ভাষার অধিকারী না হন, তত দিন সেজাতি উন্নতিরপথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারেন না। রেবরেণ্ড রিচার্ড সাহেব মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন "মহোদয়গণ! যেপর্যন্ত জাতীয় গৌরবেচ্ছার সঞ্চার নাহয়, সেপর্য্যন্ত কোন জাতির জাতি-প্রতিষ্ঠালাভ করিবার আশা নাই; জাতীয় ভাষা জাতীয় মনোবৃত্তির স্বাভাবিক নিদর্শন, তাহার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় গৌরব সাধন মনের ভ্রান্তি মাত্র। কোন জাতির উন্নতি পরীক্ষা করিতে হইলে তদীয় ভাষা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু কার্য্য কারণের পরস্পর সহকারিতা আছে; কোন জাতির স্বাভাবিক নিয়মে ভাষোন্নতির উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাহার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইবে এবং ক্রমে জাতীয় চরিত্র নির্ম্মাণোপযোগী অন্যান্য গুণও সমুৎপন্ন হইবে। হে কৃতবিদ্যগণ! অতএব স্বদেশ হিতৈষিতা প্রদর্শন করুন। আপনাদিগের মাতৃ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবিষয়ে সমুচিত মনোযোগ প্রদানকরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য।" *

---

* Gentlemen! let me say there is but little hope of a nation until it has some sense of nationality, and nationality without a national language, which is the free spontaneous out-come of the national mind, is a delusion. Probably the best index to the growth of a people is the growth and development of its Language. Moreover there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism; I appeal to you on behalf of your mother tongue; it is well worthy your regard.

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে আর একটী নিয়ম প্রচলিত থাকিবে। সে নিয়ম এই যে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পরকে পত্রাদি লেখেন। কোন জাতির লোকে পরস্পরকে বিজাতীয় ভাষায় পত্র লেখে না। ইংরাজেরা পরস্পর পরস্পরকে ফরাসী বা জর্ম্মণ ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। তবে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতগণ পরস্পর পরস্পরকে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিয়া কেন মাতৃভাষার অবমাননা করেন? আমাদিগের ভাষা কি এত দীন যে তাহাতে কোন ব্যক্তি একখানি সামান্য পত্র ও লিখিতে পারেন না? যে সকল যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন অথবা সম্প্রতি বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন ইংরাজী লিখনে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত ইংরাজীতে পত্রাদি লেখা তাঁহাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় নহে বরং তাহা আবশ্যকও বলা যায়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপ করা উচিত নহে। বিষয়কর্ম্ম ঘটিত যে সকল লিপি ইংরাজীতে লেখা আবশ্যক, তাহাই কেবল ইংরাজীতে লেখা কর্ত্তব্য।

যে সকল সভায় ইংরাজদিগের সহকারিতার আবশ্যকতা নাই এবং যাহার সকল সভ্য বাঙ্গালী, অথবা যুবকদিগের ইংরাজী লিখন ও কথনে নৈপুণ্যলাভ যাহার উদ্দেশ্য নয়, তাহার কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন করিবার জন্য এই সভার সভ্যেরা দেশীয় লোকদিগকে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবেন। যদি তাহার কার্য্য বিবরণ গবর্ণমেণ্ট বা ইউরোপীয় সমাজকে অবগত করা আবশ্যক হয়, প্রয়োজনমত ইংরাজীতে তাহা অনুবাদিত হইতে পারে।

কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে স্বদেশীয় লোকদিগের সমক্ষে ইংরাজীতে বক্তৃতা করা অথবা তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করা যে অসঙ্গত, এই সভার সভ্যেরা তাহা স্বদেশীয় লোকদিগকে [illegible] দিতে চেষ্টা করিবেন। এক জন ইংরাজ কই ফরাসী কি জর্ম্মণ [illegible] অথবা ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তক দ্বারা স্বদেশীয় লোকদিগকে [illegible] করেন না। যে

* রাজকার্য্য আলোচনা জন্য সম্বাদপত্র অথবা যে সকল পুস্তক উত্তম ইংরাজীতে [illegible]

দেশীয় শিক্ষিত গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির ইংরাজী ভাষার প্রতি এরূপ অনুরাগ এবং বাঙ্গালার প্রতি এরূপ বিরাগ যে, সমাজ সংস্কারক এবং সাধারণ হিতকর বিষয়ের আন্দোলনকারিগণ ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে বাধিত হন, নতুবা অধিক সংখ্যক শ্রোতা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ সবিবেচনালাভ করিয়া ক্রমশঃ এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন আশা হইতেছে। এই প্রস্তাব লেখক তাঁহার সময়ে ইংরেজানুকরণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন এবং মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও শিক্ষিত দিগকে ইংরাজীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

কোন সমাজ সংস্কার জাতীয় আকারে পরিণত না হইলে কোন জাতি তাহা অবলম্বন করেন না। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা কোন সমাজ সংস্কারের প্রবর্ত্তক বা বিশেষ সহযোগী হইবেন না—তাহা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু তাহার অনুকূলে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া সাহায্যদানে বিরত হইবেন না। মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগের কার্য্যে পোষকতা পাইবার জন্য ভূতকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সুতরাং গতকালের উদাহরণ দ্বারা সমাজ সংস্কারের যেরূপ সাহায্য হয়, এরূপ অন্য কিছুতেই নহে। গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন যাহাতে ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, স্বয়ম্বর বিবাহ, পূর্ণবয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি উদার ও সভ্যপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

যে সকল বিজাতীয় প্রথাদ্বারা সভ্যগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা উদ্দীপিত হয়, তৎপ্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা যেমন [illegible] অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্মরণার্থ উৎসব করেন, [illegible]দিগকে সেইরূপ করিতে সভা প্রবৃত্তি দিবেন, এ সভা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদেশীয় উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখিলে তাহাতে বাধা দিয়া [illegible] ব্যাঘাত করিবেন না, কিন্তু সেই প্রবর্ত্তিত প্রথা স্বজাতীয়

[illegible] অথবা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ইংরাজীতে লেখা কর্ত্তব্য।

আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে পরস্পরে আনন্দ প্রকাশ করা ও নববর্ষে যাহাতে পরস্পরের কুশল হয় এমত বাসনা প্রকাশ করা শিক্ষিত দিগের মধ্যে একটী প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্বজাতীয় নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখে সেই আনন্দ সম্ভাষণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সুরাপানের ন্যায় বিষময় বিজাতীয় প্রথা সকল নিবারণার্থ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে; এবং স্বজাতীয় প্রাচীন সুপ্রথা সকল অনাদৃত না হয় তাহারও উপায় করিতে হইবে। আমাদিগের একটী দেশাচার আছে, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগকে স্নেহসূচক উপঢৌকন দিয়া থাকেন। পরিবর্ত্তন-স্রোতে এরূপ মনোহর প্রথাসকল যদি ভাসিয়া যায়, যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-রীতি যদি তাহার আনুসঙ্গিক কুসংস্কারসূচক ক্রিয়া সকল বর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কেহ তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন না। এতদ্রূপ প্রথা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। স্থূল কথা এই, সভা প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজাতীয় কুপ্রথা যাহাতে প্রবর্ত্তিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন; দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিজাতীয় প্রথাদ্বারা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে পারে তাহার প্রবর্ত্তন চেষ্টা করিবেন; তৃতীয়তঃ প্রবর্ত্তিত বিজাতীয় প্রথাসকল জাতীয় আকারে পরিণত করিতে যত্নশীল হইবেন; চতুর্থতঃ পুরাকালে প্রচলিত প্রথার উদাহরণ দিয়া সমাজ সংস্কারের সাহায্য করিবেন; পঞ্চমতঃ কল্যাণকর প্রাচীন আচার ব্যবহার যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন। *

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, শিষ্টাচার অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া তাহা জাতীয় আকারে পরিণত করিতে উপেক্ষা করিবেন না। শিক্ষিত সমাজে যে সকল বিদেশীয় শিষ্টাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রণয়সূচক কর-স্পর্শ

* কোন সমাজ সংস্কারিণী সভার সভ্য হইতে হইলে যদি জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করিতে না হয়; জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কোন সভ্য সেরূপ সভার সভ্য হইতে পারেন।

প্রথা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, ইহা সংস্কৃত নাটকদ্বারা সপ্রমাণ হয়। এপ্রকার প্রথা পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু সভা যতদূর পারেন জাতীয় প্রচলিত নমস্কার ও প্রণাম প্রথা রক্ষা করিবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে প্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঠিক্ ইউরোপীয় নহে, অতএব তদ্বিষয়ে গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। ইহা জাতীয় অভাব পূরণোপযোগী হইয়াছে। যদি আমাদিগকে অন্যজাতির অনুকরণ করিতে হয়, আমরা দাসবৎ করিব না। আমরা নিজে আপনাদিগের পথ নিরূপণ করিব। পরিচ্ছদ বিষয়ে আমরা এইরূপ করিয়াছি। আমাদিগের স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদের উন্নতি সাধনেও আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিব। তাহা ঠিক্ বিলাতী রকম করিলে হইবে না।

খাদ্যের বিষয়ে উচ্চশ্রেণীস্থ বাঙ্গালীরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নহে। এবিষয়ে যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। ইউরোপীয় খাদ্য এদেশীয় দিগের পক্ষে সহ্য হইবার নহে। যে সকল ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ইউরোপীয় খাদ্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অনতিকালমধ্যে পীড়াবশতঃ দেশীয় খাদ্য পুনঃসেবন করিতে অথবা অবলম্বিত খাদ্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা কতক পরিমাণে ইউরোপীয় আহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য কর্ত্তব্য যে তাহা আরও জাতীয় আকারে পরিণত করা উপকারজনক। সভা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের বর্ত্তমান আহার অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আহার অপেক্ষা কেন নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ইহার কারণ নির্দ্দেশ ও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটকাভিনয় বিষয়ে জাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অতএব বর্ত্তমান সভার তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনাবশ্যক। বোম্বাইয়ের পারসিক দিগের ন্যায় ইহাঁরা কেবল ইংরাজী নাটকের অভিনয় করেন না, কিন্তু ইহাঁরা ইংরাজী প্রণালী অনুসারে

বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ হওয়াই বিধেয়। জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার জন্য এবিষয়ে যেমন আমরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছি অন্যান্য বিষয়েও সেরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মে অনেক সারবান্ বিষয় আছে ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অত্যাচার জ্ঞাপন জন্য সকলে একমত হইলে জাতীয় গৌরবেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু যখন এই বিশেষ অভিপ্রায়দ্বয় সংসাধন জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র চেষ্টা অনাবশ্যক। ধর্ম্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরিবর্ত্তিত হইবেনা এমত নহে; বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কার্য্যপ্রণালী সাধারণের বিবেচনা মতে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

এ প্রকার সভাদ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। যে প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে জাতীয় সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইতে পারে তাহাই সংবর্দ্ধন ও পোষণ করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য।

প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপনের আন্দোলন প্রথমতঃ রাজধানীতে হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বদেশীয় মফঃস্বলস্থ লোকেরা সকলবিষয়ে রাজধানীবাসীদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি।

ব্রহ্মাবর্ত্তে গঙ্গাতীরে সীতা পরিহার নামক স্থানের নিকটে বন্ধুগণের প্রতি উক্ত।

১১ ই ফাল্গুণ ১৭৮৯ শক।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।)

বন্ধুগণ! আমরা কি মনোহর স্থানে এক্ষণে উপবিষ্ট আছি! সম্মুখে সজ্জনগণের মনের ন্যায় নির্ম্মল রমণীয় প্রসন্নাম্বু গঙ্গানদী মন্দ মন্দ লহরী-লীলা বিস্তার করতঃ প্রবাহিত হইতেছে। পার্শ্বে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন শোভা পাইতেছে। ও দিকে যে স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান, তৎস্থান-স্থিত মন্দির নয়নগোচর হইতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ স্থান ভূতকাল সম্বন্ধীয় কত রমণীয় ভাবের সঙ্গে সংজড়িত রহিয়াছে। নিকটস্থ তপোবনে তপঃস্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষি বাল্মীকি ঋষিগণ-সেব্য অনির্ব্বচনীয় অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের উপাসনা ও তপস্যা করিতেন। তিনি এই তপোবনে বীর ও করুণ-রসের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক অবিনশ্বর মহাকাব্য রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একদা বাল্মীকি এই স্থানের অবিদূরে তমসা নদী-তীরে ভরদ্বাজ শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অকর্দ্দম তীর্থ দেখিয়া স্রোতস্বতীর নির্ম্মল জলে অবগাহনের আয়োজন করিয়া স্নানের পূর্ব্বে যখন নদীতীরস্থ বিপুল বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন চারু-দর্শন ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন করিলেন; এক বৈর-নিলয় ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে ক্রৌঞ্চকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল; ক্রৌঞ্চী পতির শোণিত-পরিলিপ্ত অঙ্গ মহীতলে চেষ্টমান দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; শোকসন্তপ্তা ক্রৌঞ্চীর বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠানরত দয়ার সাগর ধর্ম্মাত্মা মহর্ষির মনে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হইল, তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি তাঁহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইল "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥" "রে ব্যাধ! তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইবি

না, যে হেতু কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে তুই বিনাশ করিলি। এই অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম শ্লোক; এই শ্লোকটী অন্য শ্লোক শিখাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের সন্তান দিগকে শিক্ষা করাই। এই ছন্দে মহর্ষি বাল্মীকি রাজা রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবার অভিলাষ করিলেন, তাহাতেই লোক-প্রসিদ্ধ মহা-কাব্য রামায়ণের সৃষ্টি হইল। তিনি এই মহাকাব্য রচনা করিয়া মহাত্মা মহাভাগ নিয়তেন্দ্রিয় ঋষিদিগকে রূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট-বিনীত সুন্দর সম্পন্ন রাম-প্রতিবিম্ব কুশী লব দ্বারা ইহার গান শ্রবণ করাইলেন। যখন ঋষিগণ সুকুমার কুমারদ্বয়ের মধুর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত তন্ত্রীলয়-সমন্বিত রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, কেহ বা পানীয় কলস, কেহ বা কৃষ্ণাজিন, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা জটাবন্ধন, কেহ বা কাষ্ঠ-রজ্জু, কেহ বা যজ্ঞসূত্র গায়কদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। কেহ বা কেবল বর প্রদান অথবা স্বস্তিবাচন করিলেন। লোকে গায়ক-দিগকে কত বহুমূল্য উপহার প্রদান করে, কিন্তু সরল মনে প্রদত্ত ঋষি-দিগের এই সকল সামান্য উপহার তাহা হইতে কত শ্রেষ্ঠ! প্রাঞ্জল মধুর ভাষায় বিরচিত এই মহাকাব্য যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা কি বিস্ময়-রসে মগ্ন হই! রামের জন্ম—তাঁহার শিক্ষা—দশরথ সমীপে বিশ্বা-মিত্রের আগমন—যজ্ঞ-বিঘাতক রাক্ষসদিগের দমনার্থ রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথ সমীপে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা—সুকুমার রাজীবলোচন রামকে ছাড়িয়া দিতে দশরথের প্রথমে অনিচ্ছা পরে সম্মতি—তাড়কাবধ—মিথি-লায় রামের প্রবেশ—তাঁহার ধনুর্ভঙ্গের ইচ্ছা—যাহাতে তিনি ধনুর্ভঙ্গে সুসিদ্ধ হয়েন তজ্জন্য অন্তঃপুরস্থ সীতার ব্যাকুলতা—ধনুর্ভঙ্গ—সীতার সহিত রামের পরিণয়—অযোধ্যায় স্ত্রীর সহিত তাঁহার পুনরাগমন—রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য দশরথের সংকল্প—বৃক্ষ হইতে পরিচ্যুত লতার ন্যায় ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীর অভিমান—তরুণী-ভার্য্যানুরক্ত দুর্ব্বল-চিত্ত বৃদ্ধ দশরথের দ্বারা কৈকেয়ীর অন্যায় প্রার্থনা-পূরণ—সীতাকে বন-বাসে লইবার জন্য রামচন্দ্রের অনিচ্ছা—পতির কষ্টভাগী হইবার জন্য পতিপরায়ণা সীতার একান্ত প্রতিজ্ঞা—বনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার আড়ম্বর-

শূন্য মনোহর জীবন নির্ব্বাহ—সূর্পনখার নাসিকা চ্ছেদ—খর ও দূষণ বধ—সীতাহরণ—সীতাহরণ সময়ে প্রকৃতির নিস্পন্দতা—হৃদয়-গতা সীতার জন্য রামের বিলাপ—সুগ্রীবের সঙ্গে রামের সন্ধি সংস্থাপন—বালি বধ—রামের প্রতি বালির ভৎর্সনা ও উপদেশ—অশোক বনে সীতার বিলাপ—সেতু বন্ধন—লঙ্কায় রামের শিবির স্থাপন—বিভীষণের সঙ্গে রামের অভেদ্য মৈত্রী সংস্থাপন—রাম রাবণের যুদ্ধ—কুম্ভকর্ণ বধ—অতিকায় বধ—মকরাক্ষ বধ—বীরবাহু বধ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল—ইন্দ্রজিৎ বধ—মহীরাবণ বধ—রাবণ বধ—মন্দোদরীর সহিত রামের সাক্ষাৎ—বিভীষণের রাজ্যাভিষেক—সীতার উদ্ধার ও অগ্নি-পরীক্ষা—রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন—ভরতের প্রত্যুদ্গমন—রামাভিষেক—সীতার বনবাস—লব কুশের জন্ম—রামের সম্মুখে লবকুশের দ্বারা রামায়ণ গান—রামের দ্বারা লবকুশের অভিজ্ঞান—রামের বিলাপ—সীতার পুনঃপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ—লক্ষ্মণ বর্জ্জন—লবকুশের রাজ্যাভিষেক—রামের স্বর্গারোহণ—এই সকল ঘটনার বিবরণ আমরা যৌবন-সময়ে কি উৎসাহ-প্রজ্জ্বলিত-চিত্তে পাঠ করিয়াছিলাম, এখনও আমাদিগের মনে তাহা কি উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। বাল্মীকির যুদ্ধ-বর্ণন শক্তি কি অদ্ভুত! আমরা যখন তাঁহার যুদ্ধ বর্ণনা পাঠ করি, তখন বোধ হয় যেন আমরা রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, বাণের সন্ সন্ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত, যোদ্ধাদিগের হুঙ্কার শ্রবণ করিতেছি। বিশেষতঃ করুণ-রস বর্ণনে বাল্মীকি অদ্বিতীয়; তিনি এবিষয়ে নিশ্চয়রূপে কবিকুল-রাজা; অন্য কোন কবির সহিত এবিষয়ে তাঁহার উপমা হয় না। আমাদিগের সম্মুখস্থিত সীতা-পরিহার স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা চিত্তে কি করুণ-রসের উদ্রেক করে! সে বর্ণনা পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। সেই বর্ণনার স্মরণ একে তো আমাদিগের মনে জাগরূক আছে, তাহাতে আবার এই স্থান আরও জাগরূক করিয়া দিতেছে। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি তরণী, সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ক্রমে ক্রমে এ পারে আসিয়া লাগিল; তাঁহারা উভয়ে অবতরণ করিলেন; দীন লক্ষ্মণ তাঁহার লোকানুরাগ-প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিষ্ঠুর আদেশ গর্ভবতী সীতাকে কিরূপে জ্ঞাপন করিবেন, এই

ভাবনায় আকুল হইয়া ভূতলে অধীর হইয়া পড়িলেন, পরে সীতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ বশতঃ সেই নিষ্ঠুর আদেশ তাঁহাকে একান্ত ভগ্ন-চিত্তে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন। আহা! অকস্মাৎ শিরে বজ্রাঘাতের ন্যায় দুঃসহ যখন সেই আদেশ সীতা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া তিনি যে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন না, এই আশ্চর্য্য। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা বলিতেছেন "আমি দুঃখেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলাম, সকলই আমার অদৃষ্টবশতঃ হইতেছে। বোধহয় পূর্ব্ব জন্মে কোন পতি-প্রাণা স্ত্রীকে তাহার স্বামী হইতে বিয়োজিত করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমার পতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কি করিয়াছি যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি তো তাঁহারই, আর কাহাকেও জানিতাম না। আমি যদি রাজ-বংশ উদরে ধারণ না করিতাম, তাহা হইলে আমি এখনই জাহ্নবীনীরে ঝাঁপ দিয়া আমার সকল কষ্ট শেষ করিতাম।" আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা কিঞ্চিৎ মনের সুস্থিরতা লাভ করিয়া বলিতেছেন, "লক্ষ্মণ! শ্বশ্রূগণকে আমার প্রণাম দিয়া সকলের সম্মুখে আর্য্যপুত্রকে বলিবে পতির হিত-সাধন স্ত্রীর কর্ত্তব্য; আমি এইস্থানে বাস করিয়া তাঁহার লোকাপবাদ অবশ্যই দূর করিব।" আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি লক্ষ্মণ সীতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তরণী পুনরারোহণ করিলেন; যে পর্য্যন্ত না উহা পরপারে সংযোগ হইল সে পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়কে অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! রাজার কন্যা ও রাজার বধূ হইয়া সীতা চিরদুঃখিনী ছিলেন; চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখ স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। বাল্মীকি এই সকল করুণ-রসের ব্যাপার অদ্ভুত কবিত্ব সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা; পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে বাল্মীকি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি বোধ হইতেছে যে তিনি অদ্যাপি স্বীয় হস্তদ্বারা আমাদিগের মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার উপর সার্ব্বাধিপত্য করিতেছেন—কখন আমাদিগকে বীর-রসে স্ফীত করিতেছেন, কখন বা চক্ষে অশ্রুজল আনয়ন করিতেছেন। তাঁহার মানব-স্বভাব-জ্ঞান কি সুগভীর ছিল। দশরথের

দুর্ব্বলচিত্ততা, কৌশল্যার পুত্রবৎসলতা, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি; কৈকেয়ীর যৌবন ও সৌন্দর্য্যমদ, মন্থরার কৌটিল্য, সীতার পতি-পরায়ণতা, বালির অক্ষুব্ধ মহত্ব, সুগ্রীব ও বিভীষণের মিত্র-পরায়ণতা, সীতার পতি-ভক্তি, হনুমানের প্রভু-ভক্তি, রাবণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা, এই সকল গুণ বাল্মীকি কি আশ্চর্য্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত রামচন্দ্রের স্বভাব কি হৃদয়-গ্রাহী ও মনোহর! রামচন্দ্রের কেবল একটীমাত্র দোষ ছিল; দোষ-শূন্য মনুষ্য কোথায়? তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগ-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু আর সকলই তাঁহার গুণ ছিল। রামচন্দ্রের ঈশ্বর-ভক্তি, শৌর্য, বীর্য্য, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও বাগ্মিতা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি ধীমান, ধৃতিমান, নীতিমান, প্রতিভা-সম্পন্ন, অদীনাত্মা ছিলেন। তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশীল ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের হিতসাধনে অবিশ্রান্ত রত থাকিতেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কার্য্য এ প্রকার সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন, যে এখনও কোন রাজার প্রশংসা করিতে হইলে লোকে বলে যে আমরা "রাম-রাজ্যে" বাস করিতেছি। ধার্ম্মিকেরা যশের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন না কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যের খ্যাতি পৃথিবীতে চিরকাল বিদ্যমান থাকে। কত সহস্র বৎসর হইল রামচন্দ্র পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার খ্যাতি অবনিমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কবির কীর্ত্তিও অবিনশ্বর! উপধর্ম্ম-পরায়ণ লোকে বাল্মীকিকে কয় জন অমর মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করে। বস্তুতঃ উপধর্ম্ম দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি নহেন কিন্তু আর এক দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি;—তিনি যশঃসুধাপানে চিরজীবি। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তিনি এইরূপ অমরত্বে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে যাবৎ গিরি ও সরিৎ মহীতলে স্থিতি করিবে তাবৎ রামায়ণ-কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহার এই প্রত্যাশা কখন বিফল হইবে না; যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী অবনিমণ্ডলে স্থিতি করিবে তাবৎ বাল্মীকি-গিরি-সম্ভূতা রাম-সাগর-গামিনী রামায়ণ-রূপ মহা নদী মর্ত্ত্যলোকে বিদ্যমান থাকিয়া কাব্যভুবন পবিত্র ও উর্ব্বর করতঃ প্রবাহিত হইবে। ইংরাজী সভ্যতা সহস্র পরিমাণে ভারতবর্ষে প্রচারিত

হউক না কেন তথাপি বাল্মীকির খ্যাতি কখনই বিলোপ-দশা প্রাপ্ত হইবে না। বরং ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ খণ্ডে তিনি আদৃত হইতেছেন ও উত্তরোত্তর আর অধিক আদৃত হইতে থাকিবেন।

জাতিভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৯৬ শক।)

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে জাতিবিভেদ বংশগত ছিল না, ব্যবসায় ও চরিত্রগত ছিল এবং পরে বংশগত হইলেও চরিত্রানুসারে ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতি হইত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।* যখন জাতিবিভেদ সম্পূর্ণরূপে বংশগত হইল, তখন তাহা হইতে নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সকল অনিষ্টের প্রতি লোকে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইল। জাতিবিভেদ প্রথা অসাধারণ ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও বৈরাগ্য সম্পন্ন সাহসিক, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক বুদ্ধদেবের নিকট হইতে প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয়। রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকেরা জাতিভেদ প্রথা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ বুদ্ধ হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম্ম সংস্কারকের মত অবলম্বন করিল না। তাঁহাদিগের মতাবলম্বী ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে ও সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে জাতিবিভেদের বিরুদ্ধে প্রবল শত্রু আবির্ভূত হইয়াছে। সেই শত্রু ইংরাজী শিক্ষা। পূর্ব্বে এমন প্রবল শত্রুর সঙ্গে

* প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

ইহার কখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এক্ষণে এই অত্যন্ত বলবান শত্রুর সঙ্গে উহার বিলক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ফল কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা এক্ষণে স্পষ্টরূপে স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। এইরূপ বোধ হইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষা জাতিভেদ প্রথাকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে না পারুক, তাহার বর্ত্তমান আকার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিবে, সন্দেহ নাই।

জাতিভেদ প্রথা লইয়া এক্ষণে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উহাকে একেবারে উঠাইয়া দিতে চান; কেহ কেহ উহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না; আবার কেহ কেহ উহা রাখিতে চান, কিন্তু উহার বর্ত্তমান আকার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। এই ত্রিবিধ মতের প্রত্যেক মতাবলম্বী ব্যক্তিরা তর্কের সময় যে যে যুক্তি ব্যবহার করেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন চান না, তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত হয় না। সামাজিক রীতি যদি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে লোকসমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য। পরিবর্ত্তনের স্রোত আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; অতএব পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে।

যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, ঈশ্বর যখন সমস্ত মনুষ্যের পিতা স্বরূপ, তখন তাহারা সকলে পরস্পর ভ্রাতা; অতএব একজনের পক্ষে আর একজনকে নিকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া ঘৃণা করা অত্যন্ত অন্যায়। এক প্রকার শোণিত সকলেরই শিরাতে প্রবাহিত হইতেছে; এক প্রকার মানসিক বৃত্তি সকলেরই অন্তরে কার্য্য করিতেছে। একজন মনুষ্য আর একজনকে হীন বলিয়া বিবেচনা করা কখনই তাহার পক্ষে উচিত হয় না। নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি উপযুক্ত

হইলে জাতিভেদ প্রথা তাহার উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করে। জাতিভেদ প্রথা অন্যজাতীয় ব্যক্তির সহিত ভোজ্যান্নতা নিবারণ ও তন্নিবন্ধন সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করিয়া দেশের উন্নতির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত দেয়। মনের মিল হইলেও জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন লোকে পরস্পর আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয় না, ইহা অল্প অসুখের কারণ নহে। যে পর্য্যন্ত না জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে উন্মুলিত হয়, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন প্রকার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা রাখিতে চাহেন কিন্তু পরিবর্ত্তিত আকারে রাখিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে জাতিভেদ প্রথা থাকিলেই যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও সমুদ্র যাত্রা থাকেনা এমত নহে; পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল অথচ সমুদ্র যাত্রা ও ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরস্পর ভোজ্যান্নতাও ছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যেরূপ জাতিবিভেদ ছিল, সেইরূপ জাতিবিভেদ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য; জাতিবিভেদ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, বস্তুতঃ উহা একেবারে উঠাইয়া দিবার উপায়ও নাই। জাতিবিভেদ মনুষ্যের প্রকৃতিগত; সকল মনুষ্য সমান নহে। কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী, কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ। এইরূপ প্রভেদ চিরকালই থাকিবে। জাতিবিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে লোকসমাজে অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বর্ত্তমান জাতিবিভেদ প্রথা উঠাইয়া দাও, আর এক প্রকার জাতিবিভেদ প্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। ভারতবর্ষে যেরূপ জাতিবিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ প্রথা ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু তথায় আর এক প্রকার জাতিবিভেদ প্রথা বিদ্যমান আছে। তথায় ধনী এক জাতি, দরিদ্র আর এক জাতি। এই দুই জাতির মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান নাই। যখন জাতিভেদ প্রথা চিরকাল লোকসমাজে বিদ্যমান থাকিবে, তখন ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালের জাতিবিভেদ প্রথা অর্থাৎ ধর্ম ও বিদ্যা মূলক জাতিবিভেদ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, বস্তুতঃ সকল প্রকার জাতিবিভেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধনমূলক জাতিবিভেদ প্রথা ভারতবর্ষ অধিকার

করিবে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জাতি বংশগত ছিল, কিন্তু যিনি শূদ্র বংশোদ্ভব হইয়া ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হইতেন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন; যিনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইয়া অধার্ম্মিক, অসচ্চরিত্র ও মূর্খ হইতেন, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এই সুপ্রথা দ্বারা ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইত। এই সুপ্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছিল কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। এমন কি, আমাদিগের এক পুরুষ কি দুই পুরুষ পূর্ব্বে পান দোষ অথবা পরদারাভিগমন জন্য লোকে জাত্যন্তরিত ও অপাঙক্তেয় হইত। পূর্ব্বোক্ত অতি প্রাচীনকালের সুপ্রথা পূর্ণ আকারে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে লোকসমাজে প্রভূত উপকার সাধন হইবার সম্ভাবনা। স্বদেশীয় রাজা থাকিলে এ প্রকার সৎপ্রথা পুনঃ প্রচলনে বিশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু যখন স্বদেশীয় রাজা নাই, তখন ধনী, মানী ও বিদ্বান সকলেরই একত্রিত হইয়া এই বিষয় সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। জাতিভেদ প্রথা উক্ত প্রকারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া লোকসমাজের বিশেষ উপকারী হয়। জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোকসমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে; দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোকসমাজের উপকার সাধন করে। দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষিত না হইলে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভাব জন্য লোকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। গ্যাল্টন সাহেব প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ অভাব মোচন জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের সহিত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাদিগের সন্তানও বুদ্ধিমান হইবে। এই প্রকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ দেশে চিরকাল রক্ষিত হইবে। উল্লিখিত পণ্ডিতেরা ইউরোপ খণ্ডে এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু আমাদিগের দেশে এই প্রথা অনেকদিন অবধি আছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা যে বুদ্ধিমান, তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে অন্য জাতীয় ছাত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও

বৈদ্য কুলোদ্ভব ছাত্রই অধিক। জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের প্রবাহ দেশে রক্ষা করিয়া লোকসমাজের মঙ্গলসাধন করে ; এবং ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোকসমাজের চরিত্র সম্বন্ধীয় দোষ নিবারণ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনের বিশেষ সহকারী হয়। জাতি বংশগত হইবে অথচ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইলে উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও মূর্খ হইলে স্বজাতি হইতে অধঃপাতিত হইবে, এইরূপ রীতি প্রচলিত থাকিলে জাতিবিভেদ প্রথার দোষ নিবারিত হইয়া তাহা হইতে কেবল শুভফল উৎপন্ন হইবে। জাতিবিভেদ প্রথা রাখা উচিত কিন্তু বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার কিছুমাত্র সংস্কার আবশ্যক নাই এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। পিতৃ পিতামহের প্রতি ভক্তিজড়িত রক্ষণশীলতা লোকসমাজের মঙ্গলকর, কিন্তু যদি তাহা উন্নতি এবং সংস্কারের একান্ত প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলকর নহে। বস্তুতঃ আমরা যে সংস্কারের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাকে সংস্কার বলা যায় না ; তাহা পিতৃ পিতামহের অতি শ্রদ্ধেয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা মাত্র।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

(বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।)

সে দিবস রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে আমাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তারা উত্তম রূপে দেশ শাসন করিতেছেন, বহুল পরিমাণে আমাদিগের উপকার সাধন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের অতি কৃতজ্ঞতার পাত্র; কিন্তু তজ্জন্য চির পরাধীনতা কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বঙ্গের পূর্ব্ব মহিমা মনে স্মরণ হইল। বিশেষতঃ বঙ্গের সেই কালের ছবি মনে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল, যখন দেবপালদেব প্রভৃতি পাল বংশীয় সম্রাটেরা তিব্বত হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর কোমল শৃঙ্খলে আমার শরীর ক্রমে বন্দীভূত হইল। নিদ্রাযোগে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম; যাহা দেখিলাম তাহা পাঠকবর্গকে নিম্নে জ্ঞাপন করিতেছি।

বোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হারাইবার সময় যে প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে। বঙ্গদেশ এইরূপ সভ্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে পর বাঙ্গালীরা অর্ণবপোত আরোহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ড গমন করিয়া ইংলণ্ড জয় করিলেন। ইংলণ্ড জয়ের পর বঙ্গরাজ ইংলণ্ডকে একজন বাঙ্গালী বাইসূরয়ের (Viceroy) অধীনে স্থাপন করিলেন।

কিছুদিন পরে আমি বিলাত গমন করিলাম এবং দেখিলাম যে ইংলণ্ড বাঙ্গালীদের অধীনে থাকিয়া আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কলেজ,

স্কুলে ইংরাজীভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের আলোচনা হইতেছে। অক্স্‌ফোর্ডের অধ্যাপকেরা বিজেতাদিগকে রীতি নীতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মনে করিয়া তসরের জোড় পরিধান পূর্ব্বক টিকি রাখিয়া শম্বুকের নস্যাধার হইতে নস্য লইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। ইংরাজী দর্শন অপেক্ষা সংস্কৃত দর্শন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া লোকে তাহা অধ্যয়ন করিতেছে এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল প্রকার তত্ত্বই সঙ্কলন করিয়া লইতেছে। সিবালিয়র্ বুন্‌সেন বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করা যাইতে পারে, সে সকল তত্ত্বরূপকাকারে সেই সকল গ্রন্থে অবস্থিতি করিতেছে এক্ষণে সকলে বুন্‌সেন মহোদয়ের কথার যথার্থ ভাব উপলব্ধি করিতেছেন। তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, লোকে পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থকে কেবল কল্পনাসম্ভূত উপন্যাস কেন মনে করিত। লোকে ইংরাজীভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া ঐ ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছে। বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থ কলেজে ও স্কুলে অধীত হইতেছে এবং বাঙ্গালাভাষায় কোন কোন ইংরাজ শিক্ষক সেই সকল গ্রন্থের কি (Key) প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডের আচার ব্যবহারের ও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সংস্কৃত শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জভোজন ও মদ্যপান হইতে বিরতির গুণ কীর্ত্তিত আছে। সেই গুণ বর্ণন পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত লোকে মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকে বাঙ্গালী বিজেতারা মাছ ও পাঁটা খাইয়া থাকেন ইহা দেখিয়া মাংসের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁটা ও মাছ খাইতেছেন। পল্লীগ্রামের কোন কোন চষা ইংলণ্ডের সনাতন রীতি গোমাংস ভক্ষণ হইতে কোনমতে বিরত হইতে না পারিয়া গোপনে গোহত্যা করিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে। গোপনে গোহত্যার কারণ এই যে, বাঙ্গালী বাইসুরয় এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে গোহত্যা করিবে তাহাকে শক্ত সাজা দেওয়া যাইবে। দেখিলাম ইংরাজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা গোমাংস ভক্ষণের অনিষ্ট ও

অপেক্ষাকৃত মাছ ও পাঁটা ভক্ষণের ইষ্ট প্রতিপাদন করিতেছেন লোকে ইংরাজী পিকেল্ (Piklo) ও সাস্ (Sauce) পরিত্যাগ করিয়া আঁবের আচার ও কাসুন্দি বিলক্ষণ প্রিয় জ্ঞান করিয়া খাইতেছে ও প্রতিবৎসরে আঁবের আচার ও কাসুন্দি বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইতেছে। এখানকার রাশি রাশি মাগুর মাছ ও পঙ্গজারে কই প্রতি বৎসর তৈল ও লবণে সংরক্ষিত হইয়া বিলাত যাইতেছে ও সভ্যদেশের মাছ বলিয়া আদরে রক্ষিত হইতেছে।

অন্যান্য বাঙ্গালা ব্যঞ্জনের মধ্যে সুক্তনী, চড়চড়ি ও ফুলবড়ি ভাজার অধিকতর আদর দেখিলাম। তৈলমর্দ্দন গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই ইষ্টকর, কিন্তু দেখিলাম অনেক সাহেব তৈলমর্দ্দন আরম্ভ করিয়াছেন, ও এই রীতি অবলম্বন জন্য লর্ড মনবড্ডো (Lord Monboddo) * কে প্রশংসা করিতেছেন ও তাঁহাকে তাঁহার কালের অগ্রবর্ত্তী পুরুষ ছিলেন বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। আরও দেখিলাম, তাঁহারা চুরট্ পরিত্যাগ করিয়া হুঁকায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকের পরিচ্ছদেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দেখিলাম ইংলণ্ড শীত দেশ হইলেও অধিকাংশ লোক ধুতি চাদর ও পিরান পরিধান করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে, শীতে হিহি করিতেছেন; কিন্তু তথাপি এইরূপ পরিচ্ছদ সুসভ্য পরিচ্ছদ জ্ঞান করিয়া তৎপরিধানে বিরত হইতেছেন না। যখন আমি স্মরণ করিলাম যে, বঙ্গদেশে পরাধীনতার কালে সাহেবি পরিচ্ছদ পরিধান গ্রীষ্ম-প্রধান বঙ্গদেশে কষ্টকর জানিয়াও কোন কোন বাঙ্গালী তাহা পরিধান করিতেন তখন আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইলাম না। দেখিলাম বিবিদিগকে আর বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না, তাঁহারা সাটী পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা গাউন অপেক্ষা সাটীকে সৌন্দর্য্য সাধক জ্ঞান করিতেছেন। ইংলণ্ড যখন স্বাধীন দেশ ছিল, তখনও

* লর্ড মনবড্ডো অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তৈল মর্দ্দন করিয়া এলোগায়ে বেড়াইতেন; বলিতেন, ইহাতে শরীর ভাল থাকে। মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন এইমত তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করেন।

সকল লোকে স্ত্রীদিগের অতিরিক্ত স্বাধীনতায় বিরক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাহাদিগের অন্তঃপুরবাসের সম্পূর্ণ উপকারিত্ব উপলব্ধি করিতেছেন।

দেখিলাম অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং পল্লী-গ্রামের যে সকল চষা তাহা অবলম্বন করে নাই তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা গ্রাম্য (Pagan) এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা কালে ধনমূলক জাতিবিভেদ ছিল, এক্ষণে দেখিলাম জ্ঞান ও ধর্ম্ম মূলক জাতিভেদ হইয়াছে। কতকগুলি লোক কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গরাজ উপবীত প্রদান করিয়া শ্বেতদ্বীপী-ব্রাহ্মণ * এই আখ্যায় এক নূতন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও দেখিলাম, লোকে মৃতদেহ সমাধি দেওয়া প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তাহা দাহ করিতেছে; শুনিলাম যে, ইংলণ্ডের স্বাধীনতার কালেই এই হিন্দু-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এইরূপে ইংলণ্ডে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। এমত সময়ে সংবাদ আসিল যে, বঙ্গরাজ তাঁহার দূরস্থ রাজ্য ইংলণ্ড দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। কিছুদিন পরে তিনি বাষ্পীয় পোতে আসিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য লণ্ডনে মহা আয়োজন হইতে লাগিল। যে দিন তিনি লণ্ডন প্রবেশ করেন, সে দিন লণ্ডনের শোভন রাজমার্গে অশেষ জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই জনস্রোতের কলরবে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলাম কলিকাতার প্রাতঃকালের কলরব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে!

---

* কাপ্তেন উইলফোর্ড এসিয়াটিক রিসর্চ্চে লিখিয়াছেন পুরাণোক্ত শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ড হইতে পারে; ইংলণ্ডের Albion নাম তাঁহার মতের পোষকতা করিতেছে।

জেঠামো।

(বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।)

নৈয়ায়িকেরা অনেক পদার্থের লক্ষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের যদি জেঠামো শব্দের লক্ষণা করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহারা মুস্কিলে পড়িতেন। যেহেতু জেঠামো নানাবিধ, ও এক এক বিধ জেঠামি নানারূপ ধারণ করে। সামান্যতঃ জেঠামোর লক্ষণা করিতে গেলে ইহা বলা যাইতে পারে যে যাহা নিজের ক্ষমতার অতীত সে বিষয়ে কথা কওয়া জেঠামো। জেঠা নানা প্রকার। জেঠাকবি, জেঠা সমালোচক, জেঠা দার্শনিক, জেঠা বৈজ্ঞানিক, জেঠা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, জেঠা বক্তা, জেঠা রিফরমর। জেঠাকবির বস্তুতঃ কবিত্ব শক্তি নাই, কিন্তু কতকগুলি শব্দাড়ম্বর দ্বারা লোককে জানাইতে চান, যে তিনি একজন প্রকৃত কবি। তাঁহাদের কবিতাতে "ঘনঘটা" "সৌদামিনী" "নলিনীনায়ক" "চাতকিনী" "মৃদুল মৃদুল সমীর" সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। আজ কাল জেঠা কবিদিগের জ্বালায় তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল গুটিকতক শব্দ সংগ্রহ করিলে সমালোচনায় বিলক্ষণ জেঠামি করা যায়— সে সকল শব্দ "ওজোগুণ" "প্রসাদ গুণ" "প্রাঞ্জলতা" প্রভৃতি। জেঠা সমালোচকেরা আশু প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য বড় বড় লেখককে গালি দিয়া থাকেন;—যথা ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ইত্যাদি। সকল প্রকার জেঠা অপেক্ষা দার্শনিক জেঠা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য যাহা কখন নিরূপণ করিতে পারেনা যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দার্শনিকেরা সেই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বিলক্ষণ জেঠামি করেন। যেন কতই বিজ্ঞ, যেন পৃথিবীর সকল তত্ত্বই বুঝিয়াছেন। দার্শনিক দিগের গ্রন্থ হইতে যদি জেঠামি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে অল্পই অবশিষ্ট থাকে! তাঁহারা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কান ঝালাপালা করেন। বৈজ্ঞানিক জেঠা পূর্ব্বকার কোন বৈজ্ঞানিক মত প্রমাণ-সিদ্ধ হইলেও

তাহা খণ্ডন করিয়া নাম লইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের মত জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক-জগতে এক একবার উত্থিত হয়; আবার কিছুদিন পরে বিলীন হইয়া যায়। সকল বৈজ্ঞানিক জেঠা অপেক্ষা বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক জেঠা আরও ভয়ানক। তাঁহারা ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে উপাদান অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট বিলক্ষণ জ্যোষ্ঠতাতি ফলান। নিজে একটি কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতে পারেননা, কেবল ইউরোপীয় মহাজন দিগের নিকট ক্রয় করিয়া "রিটেল" বিক্রয় করেন! পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা, হাওয়ার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। সামান্য নিদর্শন ধরিয়া তুলকালাম করিয়া তুলেন। এই শ্রেণীয় জেঠারা বলেন যে বাল্মীকি হোমরের চুরি করিয়া রামায়ণ লিখিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতা প্রণেতা বাইবেল হইতে ভাব লইয়া গীতারচনা করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা প্রস্তর খণ্ডের উপর নৈসর্গিক কারণে যে সকল আঁজি বিজি পড়িয়াছে, তাহা পুরাকালের কোন রাজার খোদিত আদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে যখন তাঁহার জেঠামো ধরা পড়ে তখন অপ্রতিভ হয়েন। তখন জেঠার পদ হইতে ছোট খুড়োর পদে তাঁহাকে নামিতে হয়! বক্তৃতাতে যেমন জেঠামি চলে এমন অন্য অল্প বিষয় আছে যাহাতে তদ্রূপ জেঠামি চলিতে পারে। নিমিষ বলিয়া এক পদার্থ আছে; অতি অল্প দুগ্ধ ফেনাইয়া ফেনাইয়া তাহা প্রস্তুত হয়। জেঠা বক্তার বক্তৃতা এই নিমিষের ন্যায়। সার অতি অল্পই থাকে, কিন্তু তিনি তাহা ফেনাইয়া ফেনাইয়া মস্ত করিয়া তুলেন। তিনি গুটিকতক পুরাতন পচা কথা লইয়া তিন ঘণ্টা কাটাইতে পারেন। জেঠা বক্তার বক্তৃতাতে এই কয়টি কথা থাকিবেই থাকিবে:—"পূর্ব্ব পশ্চিম এক করা" "হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত" "জয় পতাকা উড্ডীন" ইত্যাদি। তাঁহার বক্তৃতার শেষে "উত্থান কর, জাগ্রত হও, আর কতকাল আলস্য শয্যায় শয়ান থাকিবে" এই কথাগুলি চাই ই চাই। কোন কোন জেঠাবক্তা নম্রতার ভাণ করিয়া বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে "যদ্যপিও এই বিষয় বলা আমার ক্ষমতার অতীত তথাপি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ইহা খুড়ামির আকারে জেঠামো! কোন

কোন জেঠাবক্তা বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন যে "আমি এবিষয়ে বলিতে প্রস্তুত হইবার সময় পাই নাই।" কিন্তু হয়ত বাড়ী হইতে সমস্ত বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন! আরও বলেন যে "বন্ধুগণের অনুরোধে আমি এ বিষয় বলিতে আসিয়াছি" কিন্তু হয়ত বক্তৃতা করিবার লালসায় তাঁহার প্রাণ ছট ফট করিতেছিল! ইহার পর জেঠা রিফর্‌মর। জেঠা রিফর্‌মরেরা সহরের বড় বড় সভায় রিফরমেষণ ফলান। কথা শুনিয়া বোধ হয় তাঁহারা রাতারাতি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবেন কিন্তু কাজে সব ফাঁকি। তাঁহাদিগের ছোট ছোট অনেক সভা আছে। সে সকল সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হয় তাহাতে রাঙ্গা মুখের বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হইয়া থাকে; কিন্তু মাসিক অধিবেশন হয় না কেন ইহা নরলোকের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, স্ত্রীলোকের দুঃখে তাঁহাদিগের চক্ষে জল ধরেনা, কিন্তু তাঁহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকের বর্ণপরিচয় হইয়াছে কি না সন্দেহ! তাঁহারা সামান্য লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করেন না। বিলাতের বড় বড় লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ইহাঁরা কোন একটি সামান্য কীর্ত্তি করিলে যাহাতে তাঁহাদিগের নাম সংবাদ পত্রে উঠে এইজন্য সম্পাদকদিগের বিলক্ষণ খোসামোদ করিয়া থাকেন। জেঠা রিফর্‌মরদের রিফর্‌মেষণ প্রধানতঃ বোতলেই পর্য্যাপ্ত হয়। পূর্ব্বে লোকের কোন উপজীবিকা না থাকিলে গুরু মহাশয় অথবা কবিরাজের ব্যবসা অবলম্বন করিত, এক্ষণে লোকের অন্য কোন জীবনোপায় না থাকিলে সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হয়েন। বিদ্যা যত না থাকুক তাহার অভাব জেঠামি দ্বারা পূরণ করেন। ইহাঁরা সবজান্তা! এমন তত্ত্ব নাই যাহা উঁহারা অবগত নহেন। ইস্তক "কানাইয়ে ঠেলা" হইতে নাগাৎ "দণ্ডগ্রহণ" পর্য্যন্ত এমন বিষয় নাই যাহাতে ব্যাপকতা না করিতে পারেন। আমরা এই শ্রেণীভুক্ত জেঠা।

কিন্তু সকল জেঠা অপেক্ষা বিরক্তিকর বালক জেঠা ও মেয়ে জেঠা অথবা জেঠাই মা! বালক জেঠার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি। গলা টিপিলে দুদ বেরোয় অথচ ভারি ভারি বিষয়ে বিজ্ঞতা ফলাইতে

চেষ্টা করে। ইহারা অল্প বয়সে চসমা ব্যবহার করে ও মস্ত লয় বালক দিগের সম্বন্ধে জেঠামি অত্যন্ত অনিষ্টকর। যে বালক জেঠিয়ে যায় তাহাদের আর ভদ্রস্থ নাই। তাহাদের লেখা পড়ার বিষয়ে জলাঞ্জলি। বাঙ্গালী বালকেরা অন্য দেশের বালক অপেক্ষা শীঘ্র এঁচোড়ে পাকিয়া যায়। অন্যদেশীয় বালকেরা ষোড়শ বৎসর বয়ক্রমের সময়ে বালকবৎ ব্যবহার করে; কিন্তু বাঙ্গালী বালক ঐ বয়সে পরম বিজ্ঞ হইয়া উঠে ও বিলক্ষণ জেঠামি আরম্ভ করে। নিতান্ত ক্ষুদ্র আম্র বৃক্ষে বড় বড় বিস্বাদ আম্র ফলিলে যেমন খারাপ বালক জেঠারা তদ্রূপ। বালক জেঠাদিগের প্রায় এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে যে তাহারা প্রকৃত জেঠার বয়স প্রাপ্ত হইলে খুড়ার ন্যায় লোকের নিকট প্রতীয়মান হয়; প্রকৃত বিজ্ঞতা কখন লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এক্ষণে আমাদের দেশে মেয়ে জেঠার সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যত বিস্তৃত হইবে ততই ঐ শ্রেণীর জেঠা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণেই বসন্ত প্রারম্ভের কুসুমের ন্যায় দুই একটি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের কোন বন্ধু সেদিন আমাদিগের নিকট গল্প করিতেছিলেন যে, তিনি রেলের গাড়ীতে একটি জেঠাই মার হস্তে পড়িয়াছিলেন! জেঠাইমা ধর্ম্ম-সংস্কারের বিষয় কিছুই বুঝেন না, কিন্তু সে বিষয়ে বিলক্ষণ জেঠাইমো করিতেছিলেন। আমাদিগের বন্ধুকে তিনি বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন, বন্ধু 'ত্রাহি মধুসূদন' করিতে লাগিলেন। কি ভাগ্য যে গাড়ী শীঘ্র আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিল, তা না হইলে তাঁর দশা কি হইত বলা যায় না। আমাদিগের আর একটি বন্ধু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি আমাদের নিকট একদিন গল্প করিতেছিলেন যে তাঁহার কোন গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার কোন সুহৃদ তাঁহার নিকট করযোড়ে বলিলেন যে, দোহাই তুমি এগ্রন্থ খানি রচনা করিও না। আমার বাড়ীতে আমার শালী থাকেন তিনি একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোক, তাঁহার জেঠাইমোতে আমার বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার হইয়াছে। তোমার এগ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইলে তাঁহার জেঠাইমো আরও বৃদ্ধি পাইবে।

চিকিৎসা।

(ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা সম্পাদিত "অনুবীক্ষণ" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।)

উত্তম উত্তম চিকিৎসকেরা স্বীকার করেন যে এখনও চিকিৎসা বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। অনেক স্থলে চিকিৎসা কার্য্য অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। এ বিষয়ে আমরা একটি সুন্দর আখ্যায়িকা পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু কোথায় পাঠ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। এক অন্ধকার গৃহে জীবন ও পীড়া এই দুইজনে যুদ্ধ হইতেছে, জীবনের চেষ্টা যে পীড়াকে বিনাশ করে; পীড়ায় চেষ্টা যে জীবনকে সংহার করে। চিকিৎসক জীবনকে সাহায্য করিব মনে করিয়া একটি লাঠী হাতে করিয়া সেই অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং পীড়াকে বিনাশ করিব মনে করিয়া অন্ধকারে এক লাঠী কষাইলেন। যদি লাঠীর আঘাত সৌভাগ্য ক্রমে পীড়ার উপর পড়িল তাহা হইলে জীবন রক্ষা পাইল, আর যদি জীবনের উপর পড়িল তাহা হইলে জীবনের বিনাশ হইল। চিকিৎসককে অনেক স্থলে সন্দিহানচিত্তে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। সেই ঔষধ দ্বারা অবশ্যই রোগ আরোগ্য হইবে এমত নিশ্চয় করিয়া কোন চিকিৎসক বলিতে পারেন না। এমত স্থলে দৈবক্রমে যদি ঔষধ আরোগ্য সাধনের প্রতি সাহায্য করিল তাহা হইলে ভালই, নতুবা সেই ঔষধ আবার শরীরের অনিষ্ট সাধন করিয়া রোগীকে ক্লেশ প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি ধাতুও ভিন্ন ভিন্ন। দশজনের সম্বন্ধে যে ঔষধ কার্য্যকর হয় একাদশ ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহা যে ঠিক সেইরূপ কার্য্যকর হইবেই হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু যতই চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি হইবে ততই এই অনিশ্চয়তা ক্রমে তিরোহিত হইবে। চিকিৎসা বিদ্যার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থার প্রধান কারণ চিকিৎসক দিগের মধ্যে দলাদলি ও সেই দলাদলি জনিত গোঁড়ামি।

এলোপেথিক ডাক্তারেরা হোমিওপেথিক ডাক্তারদিগের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করেন, হোমিওপেথিক ডাক্তারেরা এলোপেথিক ডাক্তারদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কিন্তু এলোপেথিক ডাক্তারদিগের পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে হোমিওপেথিক ঔষধ দ্বারা যথার্থ রোগ আরাম হয় কি না। আর হোমিওপেথিক ডাক্তারদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষা-মূলক সিদ্ধান্ত কখন সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা চিকিৎসকদিগের মধ্যে দলাদলির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যে পর্য্যন্ত না চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার মতের সামঞ্জস্য হইবে সে পর্য্যন্ত চিকিৎসা বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সামঞ্জস্যের দিকে বর্ত্তমান কালের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গতি হইতেছে। কুঁজে (Cousin) প্রভৃতি মহাজ্ঞানীরা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মতের সমন্বয় করিয়া দর্শনশাস্ত্রের যেমন বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন ও বিবি সমরবিল (Mrs. Somerville) যেমন সকল প্রকার বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ আমরা ভরসা করি কোন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মতের সমন্বয় সাধিত হইয়া উহার বিশেষ উন্নতি হইবে।

আমরা এই প্রস্তাবে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মতের সংক্ষেপ বিবরণ দিয়া তাহাদিগের সমন্বয় সাধনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার মানস করি।

চিকিৎসা বিষয়ে যে কয়েকটি মত প্রধানতঃ প্রচলিত আছে অথবা হইতেছে তাহা এই (১) এলোপেথি (Allopathy) অর্থাৎ অসমভাবিক চিকিৎসা (২) হোমিওপেথি (Homœopathy) অর্থাৎ সমভাবিক চিকিৎসা (৩) হাইড্রোপেথি (Hydropathy) অর্থাৎ জল চিকিৎসা (৪) হাইজীনিজম্ (Hygienism) অর্থাৎ কেবল পথ্য ও স্নানের নিয়ম দ্বারা চিকিৎসা, (৫) সাইকোপেথি (Psychopathy) অর্থাৎ মনের বল প্রয়োগ দ্বারা রোগের প্রতিকার সাধন।

(১) চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে সকল মতের উল্লেখ উপরে করা গেল

তন্মধ্যে এলোপেথিক মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবল। প্রত্যেক দেশে সেই দেশীয় এলোপেথিক চিকিৎসা প্রচলিত আছে। সকল প্রকার চিকিৎসার মধ্যে ডাক্তারি চিকিৎসা ও ইউনানি চিকিৎসা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত আছে। ইউরোপ খণ্ডে, আমেরিকা খণ্ডে, ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে, যেখানে যেখানে ইউরোপীয় জাতির লোকেরা গিয়া বসতি করিয়াছে, সেখানে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত আছে। আর এসিয়া ও আফ্রিকায় যে যে স্থানে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে সেই সেই স্থানে ইউনানি চিকিৎসা প্রচলিত আছে। ইউনানি শব্দের অর্থ গ্রীস দেশীয়। ইউনানি চিকিৎসা এদেশে সচরাচর হাকিমি চিকিৎসা নামে খ্যাত। খলিফা উপাধিধারী আরব সম্রাট দিগের সময়ে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা ইউনানি মত প্রথম সংস্থাপন করেন। যাঁহারা ঐ মত সংস্থাপন করেন তাঁহারা গ্রীক এবং হিন্দু চিকিৎসক দিগের গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসার মূল উল্লিখিত আরব চিকিৎসক দিগের গ্রন্থ। প্রায় আটশত বৎসর হইল ইটালী দেশীয় সেলারনো (Salerno) নামক নগরে একটি আরবীয় চিকিৎসা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। সেই বিদ্যালয় হইতেই বর্ত্তমান ডাক্তারি চিকিৎসার প্রথম সূত্রপাত হয়। ইউরোপীয়েরা স্বকীয় বুদ্ধিবলে আরবী চিকিৎসা প্রণালী এত উন্নত করিয়াছেন যে তাহা এক্ষণে অনেক পরিমাণে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদিগের সময়ে কেবল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। পরে মুসলমানদিগের রাজত্ব হওয়াতে হাকিমি চিকিৎসা এদেশে প্রথম প্রবেশ করে। তৎপরে ইংরাজ দিগের রাজত্ব হওয়াতে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্দেশে প্রথম যখন ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হয়, তখন লোকে এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল যে বৈদ্যের চিকিৎসা বা একেবারেই উঠিয়া যায়। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহা উঠিয়া যায় নাই বরং বৈদ্যেরা উত্তরোত্তর প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। কলিকাতার অনেক বৈদ্য এক্ষণে গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া চিকিৎসা করিতে এবং অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে দৃষ্ট হয়েন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল রোগ ডাক্তারের চিকিৎ-

সায় আরাম হয় নাই বৈদ্যেরা অনায়াসে তাহা আরাম করিয়াছেন। এলোপেথি বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য যে, এ প্রণালী সম্বন্ধীয় একটি অভিনব মত বিলাতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম হার্ব্বেলিজম্ (Herbalism) অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌বাদ। এই মতাবলম্বী ব্যক্তিরা বলেন গাছ গাছড়ায় যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, ধাতুঘটিত ঔষধ আদৌ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। সে সকল ঔষধ অতি উগ্র ও শরীরের অনিষ্টকর।

(২) হোমিওপেথি অর্থাৎ সমভাবিক চিকিৎসা। হানিমান (Hahnemann) নামক জারমেনি দেশীয় একজন অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন চিকিৎসক এই মত প্রথম প্রচার করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার মত এই;—সুস্থ অবস্থায় যে দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, অন্য কারণে সেই রোগ উৎপন্ন হইলে সেই দ্রব্যের দ্বারা আরোগ্য হয়, "Similia Similibus Curantur." প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকেরা এই মত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। "বিষস্য বিষমৌষধং" এই বাক্য আমাদের দেশে প্রসিদ্ধই আছে। এলোপেথিক মতের গোঁড়া ব্যতীত যাঁহারা হোমিওপেথিক চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা হোমিওপেথিক ঔষধের কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই মতে রোগের উপযুক্ত ঠিক ঔষধটী নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। তাহাতে অনেক বিজ্ঞতা চাই। ঔষধ বাছিতে পারিলে হোমিওপেথিক ঔষধ অনেক স্থলে কার্য্যকর হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

(৩) হাইড্রোপেথি অর্থাৎ জল চিকিৎসা। এই মত প্রথমতঃ প্রেসনিজ্ (Priessnitz) নামক জর্ম্মেনী বাসী কৃষকের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। তিনি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক রোগী আরাম করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডদেশের হারফোর্ড (Hereford) নামক জেলার পূর্ব্বদিকে মেলবারণ্ (Malvern) নামক স্থানে একটী বিখ্যাত জলচিকিৎসালয় আছে। সেখানে এই মতে নানা রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। এই চিকিৎসালয়ের ভিতর প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একটী টেবিলের উপর আর্দ্র শাদা কম্বল দ্বারা

আবৃত হইয়া এক একটী রোগী শয়ান রহিয়াছে। আপাততঃ তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে এক একটী শ্বেতবর্ণ ভল্লুক টেবিলের উপর শয়ান রহিয়াছে। কোন্ কোন্ রোগে উষ্ণজলে স্নান করিতে হইবে কোন্ কোন্ রোগে স্নিগ্ধজলে স্নান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে মস্তকের উপর জল ধারা পাতিত করিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে শরীর কতদূর পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে ও কতকক্ষণ বা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে আর্দ্র কম্বল দ্বারা শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, ও কতক্ষণ বা রাখিতে হইবে, এই সকলের বিধান হাইড্রোপেথি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের আরোগ্য সাধন গুণ প্রাচীন ঋষিরা অবগত ছিলেন এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদে উক্ত আছে "অপ্স্বান্তরমমৃতমপ্সু ভেষজং আপমামো প্রশস্তয়ে" অর্থাৎ "জলেতেই আন্তরিক অমৃত, জলেতেই ঔষধ, জল আমাদিগের অমঙ্গলের নিমিত্ত নহে"। বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

"কাশশ্বাসাতিসারজ্বরবমথুকটীকোঠকুষ্ঠপ্রকারান্।
মূত্রাঘাতোদরার্শঃশ্বয়থুগলশিরঃশ্রোত্রনাসাক্ষিরোগান্।
যে চান্যে বাতপিত্তক্ষয়জকফ কৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো-
স্তাংস্তানভ্যাস যোগাদপনয়তি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥"

অর্থ

"যে ব্যক্তি অভ্যাস যোগ দ্বারায় নিশাজল পান করেন তাঁহার সামান্য কাশ, শ্বাসকাশ, অতিসার, জ্বর, গা বমিবমিকরা, কটী দেশের রোগ, চক্রাকৃতিকুষ্ঠ, সাধারণ কুষ্ঠ, মূত্রাঘাত, উদরের পীড়া, অর্শরোগ, শোথরোগ, গলার, মাথার, কর্ণের ও নাসিকার রোগ এবং এতদ্ভিন্ন বাত, পিত্ত ও কফদ্বারায় যে সকল রোগ জন্মে এবং ধাতুক্ষয় জনিত রোগ সকল ও কফজ ব্যাধি সমূহ অচিরে নষ্ট হইয়া যায়।

"বিগতঘননিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং
পিবতি খলুনরো যো নাসারন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতিপূর্ণ শ্চক্ষুষা তার্ক্ষ্য তুল্যো
বলিপলিতবিহীনঃ সর্ব্বরোগৈর্বিমুক্তঃ॥"

অর্থ

" মেঘশূন্য অর্দ্ধরাত্রে কিম্বা প্রত্যুষে প্রত্যহ যে ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা জল পান করে সে ব্যক্তির চক্ষু গড়ুরের ন্যায় অত্যন্ত তেজস্বী আর শরীর বলি পলিত বিহীন হয় ও সে সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্তহয়। "

(৪) হাইজীনিসম্ অর্থাৎ পথ্য, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতির নিয়ম দ্বারা চিকিৎসা। কেবল পথ্য ও স্নানের নিয়ম দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। মার্টিন সাহেব নামক লণ্ডনের এক জন বিখ্যাত ডাক্তার "Allopathy, Homœopathy, and Hydropathy all failures, Nature's cure exemplified" অর্থাৎ "এলোপেথি, হোমিওপেথি, হাইড্রোপেথি নামক চিকিৎসা প্রণালী সকল নিষ্ফল, স্বাভাবিকী চিকিৎসা প্রণালী ব্যাখ্যাত হইতেছে" এই নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন যে কেবল পথ্য ও স্নানের নিয়ম দ্বারা বিস্তর রোগ আরাম করিয়াছেন। তিনি এমন বলেন, যক্ষ্মারোগে ডাক্তারেরা মাংসের যুষ ও নানা প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে কেবল রোগ বৃদ্ধি হয়। তিনি প্রত্যহ একতোলা কি দুই তোলা মাত্র চাউলের ভাত খাইবার ব্যবস্থা করিয়া এবং স্নানের নিয়ম করিয়া দিয়া ঐ রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল চানকের নিকট নবকুমার রায় নামে একজন বৈদ্য ছিলেন, তিনি কেবল পথ্যের নিয়ম দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য করিতেন। বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখকের গ্রামের একটী ব্রাহ্মণের উদরাময় পীড়া হওয়াতে উক্ত কবিরাজ এক মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট অতি অল্প পরিমাণ অন্ন ও ঠোটে কলায় তরকারী প্রত্যহ খাইতে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একমাস এই নিয়মানুসারে চলেন তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণ কুড়ি দিবস সেই নিয়মানুসারে চলাতে তাঁহার রোগ ভাল হইয়া এমনি ক্ষুধার বৃদ্ধি হইল যে, তিনি অন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তাহাতে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "আপনি অবশিষ্ট দশ দিন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ম পালন করিলে একেবারে

রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেন ; আপনি তাহা করিলেন না, আপনি সাধারণতঃ ভাল থাকিবেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আপনার পীড়া দেখা দিবে। ” কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল, ব্রাহ্মণটী সাধারণতঃ ভাল থাকিতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ পীড়া দেখা দিত। পথ্যের নিয়ম দ্বারা অনেক রোগের প্রতীকার হয় তাহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, যে সকল স্ত্রীলোক সধবা অবস্থায় অত্যন্ত রুগ্ন থাকে বৈধব্য অবস্থায় এক সন্ধ্যা নিরামিষ আহার করিয়া সকল প্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হয়। ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস নগরবাসী ব্যক্তিরা বিশেষ বিশেষ রোগাক্রান্ত হইলে যখন ডাক্তারেরা তাঁহাদিগের চিকিৎসায় কিছু হইল না দেখেন, তখন রোগীকে ঐ দেশের দক্ষিণ ভাগস্থিত দ্রাক্ষাফলের উদ্যানে অনাবৃত বায়ুতে দিন রাত্রি অবস্থিতি করিয়া কেবল দ্রাক্ষাফল আহার করিতে ব্যবস্থা দেন। এই ব্যবস্থানুসারে চলিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দৃষ্ট হয়।

(৫) সাইকোপেথি অর্থাৎ কেবল মনের বল দ্বারা রোগের প্রতীকার সাধন। কেবলমাত্র মনের বলের প্রয়োগদ্বারা অনেক রোগ আরাম হইতে দৃষ্ট হয়। ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ান বলিতেন যে শরীরকে আরোগী করিবার প্রধান উপায় মনকে প্রশান্ত করা ;—“ The best way to cure the body is to quiet the mind.” এরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে অস্থির হইলে রোগের বৃদ্ধি হয় ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকিলে তাহার প্রশমন হয়। শরীরের সঙ্গে মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তির অধিক দিনের পুরাতন পালা জ্বর আছে সে ব্যক্তি যদি জ্বর আসিবার সময় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিয়া জ্বর আসিবার বিষয় বিস্মৃত হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার আর জ্বর আইসে না। বেদনার সময় কোন ব্যক্তি যদি জোরে নিশ্বাস টানিয়া তাহা আস্তে আস্তে পুনরায় পরিত্যাগ করেন, এবং নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় দৃঢ়রূপে একান্ত মনে ইচ্ছা করেন যে বেদনা আরাম হউক, তখন তাহার বেদনা ক্রমে কমিয়া আইসে। আমেরিকার আত্মবাদীরা বলেন যে

ইচ্ছার বলের দ্বারা রোগকে পরাজয় করা যায়, উল্লিখিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও ইচ্ছার বল নিয়োগের প্রণালী কেবল বেদনা সম্বন্ধে কার্য্যকর হয় এমত নহে, সকল রোগ সম্বন্ধেই কার্য্যকর হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য না হউক অনেক পরিমাণে সত্য। দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) মহোদয় বিশ্বাস করিতেন যে মনের বল নিয়োগ দ্বারা কায়িক আরোগ্য সাধন হয়। তিনি নিজে বাতরোগগ্রস্থ ছিলেন; তিনি ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখক অনেক দিন শিরঃ-পীড়া ও দুর্ব্বলতা হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া তাঁহার এক জ্ঞানী বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার আর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বন্ধু এই উত্তর লিখিয়াছিলেন " You must become healthy and strong. The power of will is great and in men like you who have given their minds the necessary discipline, it ought to be supreme." " তোমাকে সুস্থ ও বলবান্ হইতেই হইবে। ইচ্ছার বল প্রভূত এবং তোমার ন্যায় লোক যাঁহারা আপনাদিগের মনকে উপযুক্ত মতে অনুশিষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদিগের মনের পরাক্রম সর্ব্বোপরি প্রবল হওয়া উচিত।" বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখক এই উপদেশানুসারে চলিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কয়েকটী মত উপরে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। উল্লিখিত প্রত্যেক মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে অন্যতম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিতে অথবা তাহাদিগকে উপহাস করিতে দেখা যায়। এলোপেথিক ডাক্তারেরা হোমিওপেথিক ডাক্তারদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না এবং তাঁহাদিগকে অপদস্থ এবং অপ্রতিভ করিবার জন্য নিয়তই চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা হোমিওপেথি মতে কিছুমাত্র সত্য আছে এমন স্বীকার করেন না। কিন্তু দেখা যায় কোন কোন রোগে (যেমন উলাউঠা রোগে) এলোপেথি অনেক স্থলে প্রায় কিছুই করিতে পারে না; হোমিওপেথিতে বিলক্ষণ উপকার হয়। হোমিওপেথিক ডাক্তারেরাও এলোপেথিক মতে কোন সত্যই দেখেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে একটি বহুকাল প্রচলিত মতে কিছুমাত্র সত্য নাই এমন কখনই হইতে

পারে না। হোমিওপেথিক সূক্ষ্ম বটিকা সম্বন্ধে দেখা যায় যে পালাজ্বরে বটিকার পর বটিকা প্রয়োগ করিলেও কিছুই উপকার হয় না। অবশেষে এলোপেথি মতে কুইনাইন প্রয়োগ করিতে হয়। এলোপেথিক ডাক্তারেরা হাইড্রোপেথির অর্থাৎ জলচিকিৎসার কার্য্যকারিত্ব কিছুমাত্র স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেবল পথ্যের নিয়মদ্বারা যাঁহারা রোগের প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা উল্লিখিত সকল মতাবলম্বীদিগেরই উপহসনীয় হয়েন। অনেক ডাক্তার এবং তাঁহাদিগের দেখা দেখি কলিকাতার কোন কোন বৈদ্য অনেক রোগে পথ্যের কথা কিছুমাত্র বলিয়া দেন না। বিলাতের একজন ডাক্তার পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে চটিয়া উঠিতেন। তাঁহাকে একটী বালিকা তাহার পীড়িত মাতা কি খাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন "হাতা চিমটা ব্যতীত আর যাহা সম্মুখে পাইবেন তাহা খাইতে পারেন।" যাঁহারা মনের বল দ্বারা রোগের প্রতীকার সাধন করিতে উপদেশ দেন তাঁহাদিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা অন্য সকল মতাবলম্বীদিগের যে কত উপহাসাস্পদ তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যেক মতেই সত্য আছে। পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া যে যে রোগে যে যে প্রণালী খাটে সেই সেই রোগে সেই সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে মানববর্গের যে কত উপকার সাধিত হয় তাহা বলা যায় না। এক্ষণে অজটিলতার দিকে সকল বিজ্ঞানেরই গতি হইতেছে। চিকিৎসা বিদ্যারও অজটিলতার দিকে গতি হইতেছে। স্বভাবের প্রণালী অজটিল। স্বাভাবিক ঔষধ সকল অতি স্বল্পায়াস ও অনায়াসলভ্য হওয়া সুসঙ্গত ও সম্ভব। এ বিবেচনায় জল-চিকিৎসা, কেবল পথ্যের নিয়ম দ্বারা চিকিৎসা, এবং মনের বলদ্বারা প্রতীকার সাধনের চেষ্টা, বটিকা ও আরক অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে উল্লিখিত তিন প্রকার চিকিৎসা বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে তাহা এখন ও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইলে ঔষধের আর বড় প্রয়োজন থাকিবে না। এক্ষণে যে সকল চিকিৎসক সুবিজ্ঞ তাঁহারা পারৎপক্ষে রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে অনিচ্ছু। অতএব উপরে যে স্বাভাবিকী চিকিৎসা

প্রণালী উল্লিখিত হইল সেইদিকে এক্ষণে চিকিৎসা বিস্তার গতি হইতেছে ইহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। তাহা বলিয়া কোনস্থলে ঔষধের আদৌ আবশ্যক হইবে না এমত নহে। উল্লিখিত সকল প্রকার মতের চিকিৎসার আবশ্যকতা চিরকাল পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব উল্লিখিত সকল মতের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া একটি অভিনব ব্যাপক-চিকিৎসা-প্রণালী সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। *

* উল্লিখিত সকল মতের মধ্যে কোন কোন মত অন্যতর মতের প্রতি স্বকীয় প্রভাব নিয়োগ করিতেছে, কিন্তু সেই অন্যতর মতের অনুবর্ত্তীদিগের অজ্ঞাতসারে তাহা নিয়োগ করিতেছে। এলোপেথিক ডাক্তারেরা পূর্ব্বে যেমন রক্তমোক্ষণ, বিরেচন ও অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিতেন এখন সেরূপ করেন না, এবং কোন কোন রোগে জলচিকিৎসাও অবলম্বন করিয়া থাকেন; অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে হোমিওপেথি ও হাইড্রোপেথি কিয়ৎ পরিমাণে এলোপেথির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এলোপেথিক ডাক্তারেরা মরিয়া গেলেও তাহা স্বীকার করিবেন না। এক্ষণে যাহা অজ্ঞাতসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পক্ষপাতশূন্যচিত্তে প্রগাঢ় ও সামঞ্জস্য ভাবে আলোচনার পর অবলম্বিত হইলে মানববর্গের কত উপকার সাধিত হয় তাহা বলা যায় না।

সমাজ-সংস্কার।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৯৭ শক।)

জগতে কিছুরই স্থায়িত্ব নাই। সকল পদার্থ পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন। লোকসমাজও এই পরিবর্ত্তনের নিয়মের অতীত নহে। সকল দেশের লোকসমাজেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই সকল পরিবর্ত্তন প্রভাবে সেই সকল দেশের লোকসমাজ আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েতেই এক্ষণে অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসাধারণ-সৌন্দর্য্যানুরাগ ও নিত্য-উৎসব-প্রিয়তা-সমন্বিত প্রাচীন গ্রীকসমাজ নানা প্রকার ঘটনাবশতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিড়াল প্রভৃতি পশূপাসনা ও পিরামিড নামক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি-স্থাপনের প্রতি অনুরাগ-সমন্বিত মিসর সমাজও কাল প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপ খণ্ড রোমকদিগের সময়ে যেরূপ ছিল তাহা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ও শিবাল্‌রি অর্থাৎ বীরত্বানুরাগ ও স্ত্রীলোকের প্রতি অসাধারণ সম্মান পোষক প্রথা ও অন্যান্য কারণ নিবন্ধন বর্ত্তমান কালে আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু সে সংস্কার অমূলক। ভারতবর্ষের লোকসমাজও পরিবর্ত্তনের নিয়মের অতীত নহে। যদি মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা পুনর্জ্জীবিত হয়েন তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান লোকসমাজের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন সন্দেহ নাই। তিনি দেখিবেন তাঁহার সময়ের গুরুকুলে দীর্ঘকাল বাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এক্ষণে নাই; তাঁহার সময়ের অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ-যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণদিগের নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই; তাঁহার সময়ের বাণপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মণগণ শূদ্ররাজ্যে বাস করা দূরে থাকুক, ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিয়া ম্লেচ্ছের অনুবৃত্তি করিতেছেন। যে শক দিগকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সেই শকবংশোদ্ভব জাতি *

* স্যাক্‌সন্ শব্দ শকসূনু অর্থাৎ শকপুত্র শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আদিম পুরাবৃত্ত লেখক হিরোডোটসের গ্রন্থে শকসূনুদিগের উল্লেখ আছে। পারস্ত রাজের সৈন্যদিগের মধ্যে

এক্ষণে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া স্বীয় বাহুবলে আর্য্যরাজদিগকে করপ্রদ করিয়া তাহাদিগের ভাগ্য যদৃচ্ছারূপে নিয়ন্তৃত করিতেছেন, এবং আর্য্য-দিগের আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে রীতি নীতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন আকারে পরিণত করিতেছেন।

লোক সমাজে রীতি নীতি বিষয়ে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দুই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ, কাল প্রভাব; দ্বিতীয়, লোকের স্বাধীন চেষ্টা। কালপ্রভাবে লোকের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটে। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে লোকের পরিচ্ছদ ও শিষ্টা-চার বিষয়ে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজদিগের রাজত্ব সময়েও ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কালপ্রভাবে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদিগের স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা কুরীতি উন্মূলন ও সন্নীতি সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি সকল মধ্যে মধ্যে উদিত হয়েন যাঁহারা লোকসমাজের দুর্দ্দশা দর্শনে কাতর হয়েন এবং কালের মৃদু গতির কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে যত্নবান্ হয়েন। এ প্রকার ব্যক্তি ভারতবর্ষেও অনেক উদিত হইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ শাক্যমুনি নিষ্ঠুর পশুঘাত ও জাতি-বিভেদ প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিমালয় হইতে কণ্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ভয়ানক রূপে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তৎপরে এক যুবক অদ্বৈত-বাদ প্রচার ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের দ্বার সকল জাতির সম্বন্ধে মুক্ত করিয়া আর্য্য-সমাজকে অসাধারণ রূপে বিলোড়িত করেন। সেই যুবকের নাম শঙ্করা-চার্য্য। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর মাত্র ছিল। তৎপরে রামানন্দ, কবির, নানক, দাদূ, চৈতন্য, পরে পরে উদিত হইয়া হিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

একদল শকহূন্ ছিল। ইউরোপ খণ্ডে আমাদিগের পুরাণে উল্লেখিত প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে দুইটি অনার্য্য জাতি অদ্যাপি পাওয়া যায়; স্যাক্সনি ও ইংলণ্ডে শকেরা এবং হঙ্গে-রিতে হূনেরা।

যে সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ না থাকে তাহা তত সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্ম যেমন আমাদিগের জীবন পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এমন আর অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যেখানে সমাজ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা ধর্ম্ম প্রভাবেই হইয়াছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক প্রাচীন প্রথা একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন তিনি কোনরূপে কৃতকার্য্য হয়েন না। যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক সংহার অপেক্ষা রক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী তিনিই সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক প্রাচীন প্রথা একেবারে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন, ধূমকেতুর ন্যায় সেই করাল ব্যক্তি কখন সংস্কার-কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত রাজবিপ্লবআনয়নকারীদিগের ন্যায় তাহার যত্ন বিফল হয়। গ্রহগণ যেমন কেন্দ্রবর্ত্তিনী ও কেন্দ্রবর্জ্জিনী শক্তির সামঞ্জসীভূত প্রভাবে স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করে সেইরূপ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য মনুষ্যের রক্ষণশীলতা ও উচ্ছেদশীলতা প্রকৃতিদ্বয়ের সামঞ্জসীভূত কার্য্য প্রভাবে সম্পাদিত হয়। সংরক্ষণ-প্রিয় ব্যক্তিগণের বিদ্যমানতা সমাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের সংরক্ষণ প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে সমাজে সর্ব্বদাই মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিত। লোকসমাজের অধিকাংশ লোকই সংরক্ষণ-প্রিয়, অতএব প্রাচীন মত ও প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিলে সংস্কার কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতে পারা যায়, নতুবা সেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

উপরের কথাগুলি পৃথিবীর সকল দেশ সম্বন্ধে খাটে। খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথর প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা প্রাচীন মত ও প্রথা অনেক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহা বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কথা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যতোধিক খাটে এমন অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে খাটে না। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ উদিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে

শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত আর সকলে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চীন, শ্যাম ও জাপান প্রভৃতি দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কবির, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা সাধারণ হিন্দুসমাজের প্রতি স্বকীয় প্রভাব বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তীরা এক্ষণে এক এক সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দুজাতি অন্য সকল জাতি অপেক্ষা সংরক্ষণ-প্রিয়। তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে প্রাচীন প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা যতদূর প্রাচীন মত ও প্রথা রক্ষা করা উচিত মনে করেন তাহা অপেক্ষা অধিক রক্ষা করা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্যেরা নির্ব্বোধ ব্যক্তি ছিলেন না; তাঁহারা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলই ভ্রমাত্মক ও অযৌক্তিক নহে।

সমাজ-সংস্কার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক।)

আমরা পূর্ব্বকার প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রাচীন প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদিগের হিন্দুসমাজের প্রতি ঐ নিয়ম নিয়োগ করিয়া কতদূর সংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

আমাদিগের হিন্দু-সমাজের ভিত্তিভূমি জাতি-বিভেদ-প্রথা ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী। বর্ত্তমান প্রস্তাবে জাতি-বিভেদ প্রথা আলোচনা করা যাইতেছে। এই প্রস্তাবে সাধারণতঃ জাতি-বিভেদ প্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতি-বিভেদ প্রথার গুণ ও দোষ এবং সেই দোষ নিবারণের উপায় বিবেচনা করা যাইবে।

প্রকৃত ধর্ম্মের নিকট জাতি-বিভেদ নাই। জল, বায়ু, জ্যোতি প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের প্রতি যেমন সকল জাতির অধিকার আছে, তেমনি সর্ব্বজাতির-পিতা মাতা ঈশ্বরের উপাসনাতে সকলেরই অধিকার আছে। ঈশ্বরোপাসনাতে জাতি-বিভেদ নাই। কিন্তু যেমন পৃথিবীর উপর উচ্চ নিম্ন স্থান চিরকালই থাকিবে, তেমনি লোকসমাজে উচ্চ নিম্ন-শ্রেণীর লোক চিরকালই থাকিবে। এক্ষণে আমাদিগের দেশে যে জাতি-বিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে তাহা উঠাইয়া দেও, আর এক প্রকার জাতি-বিভেদ প্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এক্ষণে আমাদিগের দেশের লোকেরা যাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম মনে করে, কোন ব্যক্তি তদ্‌সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধূলিপূর্ণ পদে ধনী প্রতাপশালী শূদ্রের ভবনে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাকে

অত্যন্ত সম্মান করিবেন। এ প্রকার জাতি-বিভেদ উঠাইয়া দিলে হয়ত ইউ-রোপীয় দিগের মধ্যে যে প্রকার জাতি-বিভেদ প্রথা আছে, (অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকে অত্যন্ত সম্মান করিবার প্রথা) তাহা প্রচলিত হইতে পারে; তাহাতে আমাদিগের সমাজের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐশ্বর্য্যের প্রতি অত্যন্ত সম্মাননা মনকে অতিশয় হীন করে। ধনী ব্যক্তির প্রতি কেবল ধন নিবন্ধন অত্যন্ত সম্মান করা অপেক্ষা উল্লিখিত দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত সম্মানে মহত্ব আছে, তাহা অপক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিলাতে ধনী স্বর্ণকার অথবা ধনী কর্ম্মকার, দরিদ্র স্বর্ণকার অথবা দরিদ্র কর্ম্মকারের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে না, কিন্তু আমাদিগের দেশে ধনী স্বর্ণকার অথবা ধনী কর্ম্মকার স্বজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে। অতএব প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতি-বিভেদ প্রথা উঠাইয়া ইউরোপীয় জাতি-বিভেদ প্রথা আমাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা শ্রেয়স্কর নহে।

অনেকে বিবেচনা করেন, আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতি-বিভেদ প্রথা কেবলই অনিষ্টজনক, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই; কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অপক্ষপাতী চিত্তে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে তাহা একেবারে উপকার-শূন্য নহে। এক্ষণে ইংলণ্ডে পূর্ব্বকার ন্যায় বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না জন্মানতে তথাকার কোন কোন বিজ্ঞলোকের এইরূপ মত দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাদিগের দেশের বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের প্রবাহ রক্ষার জন্য বুদ্ধিমান পুরুষ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে এই প্রথা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের লোক সমাজের প্রকৃতি এবং ব্যবস্থা ও প্রণালী এইরূপ যে, আমাদিগের এরূপ কোন প্রথা নূতন অব-লম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদিগের দেশের উচ্চ জাতির লোকেরা প্রায় বুদ্ধিমান হয়েন; উচ্চ জাতীয় পুরুষেরা স্বজাতীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহাতে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয়, ইহাতে প্রায় বুদ্ধিমান সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যে সকল ছাত্রেরা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশ উচ্চজাতীয় যুবক। আমাদিগের

দেশের প্রসিদ্ধ কবি এবং কাব্য ব্যতীত অন্যান্য প্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা, এমন কি, প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা পর্য্যন্ত উচ্চজাতীয়। অতএব দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের প্রবাহ রক্ষার জন্য আমাদিগের যে বর্ত্তমান প্রণালী আছে তাহাই যথেষ্ট। এবিষয়ে কোন বিদেশীয় লোকের প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে না।

আমাদিগের দেশে যে জাতি-বিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে তাহা কোন কোন বিষয়ে উপকারী হইলেও তাহা দোষশূন্য নহে। তাহার প্রধান দোষ এই যে, উচ্চজাতীয় ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন, অধার্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ জাতির উচিত সম্মান প্রদান করিতে হয়, এই প্রথা অজ্ঞান ও অধার্ম্মিকতার প্রশ্রয় দিয়া লোকসমাজের অনিষ্ট সাধন করে। এক্ষণে উল্লিখিত দোষের সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে।

আমাদিগের এপ্রকার সামাজিক নিয়ম হওয়া উচিত যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞ, সদ্বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকেই আমরা ব্রাহ্মণোচিত সম্মান করিব, অন্য প্রকার ব্রাহ্মণকে কেবল ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বলিয়া আমরা সেরূপ সম্মান করিব না। আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি এ প্রকার নিয়মের প্রতি কোন আপত্তিই করিতে পারেন না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এবিষয়ের ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, সদ্বিদ্বান ও ধার্ম্মিক তিনি ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য *। পুরাকালে যে উদ্দেশে ব্রাহ্মণশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য যাঁহারা রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই কথাটি বোঝা এত সহজ এবং যিনি ব্রাহ্মণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হইবেন এই প্রত্যাশা এইরূপ ন্যায্য যে তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ নিমিত্ত উল্লিখিত নিয়মের অনুষঙ্গাধীন আর একটী নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; সে নিয়ম উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম। বস্তুতঃ এই দুই নিয়মের পরস্পর এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটি আর একটিকে স্বভাবতঃ আনয়ন করিতেছে। যদি কোন নিম্ন জাতীয় ব্যক্তি বিশেষরূপে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হয়েন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে উন্নত

* দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ।

করা অত্যন্ত উচিত এবং যে মূর্খ ও দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম তাহাকে নিম্ন জাতিতে অবনয়ন করা অতীব কর্ত্তব্য। এপ্রকার প্রথা ভারতবর্ষে পুরাকালে প্রচলিত ছিল *। আমাদিগের যদি স্বদেশীয় রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য প্রথাতে এক্ষণে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধনে তিনি যত্নবান হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমাদিগের রাজা স্বদেশীয় নহেন, তখন দেশের সকল সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তির উচিত যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করেন। আর্য্য ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঐ ধর্ম্ম অতি প্রাচীনকালে যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে এমত নহে। ঋগ্বেদ প্রোক্ত ধর্ম্মের সহিত এক্ষণকার প্রচলিত ধর্ম্মের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য নাই। আর্য্য ধর্ম্মে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আর্য্যেরা নিজ যত্নেই সংসাধন করিয়াছেন। অতএব এ প্রত্যাশা অমূলক নহে যে বর্ত্তমান আর্য্যধর্ম্মের দোষ সকল, আর্য্যেরা নিজ চেষ্টাদ্বারা সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন। উল্লিখিত দুইটী নিয়ম প্রচলিত হইলে বর্ত্তমান জাতি-বিভেদ প্রথাতে যে সমস্ত দোষ আছে কেবল তাহাই নিরাকৃত হইবে এমত নহে, জাতি-বিভেদ প্রথা জ্ঞান ও ধর্ম্মের পালয়িতা এবং অজ্ঞান ও অধর্ম্মের দময়িতা হইয়া লোকসমাজের প্রভূত কল্যাণকর হইবে। উল্লিখিত পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন নূতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে এমত নহে, প্রাচীন প্রথা পুনর্জ্জীবিত করিলেই তাহা সংসাধিত হইবে। উন্নয়নের প্রথা অনেক দিন হইল রহিত হইয়াছে, কিন্তু পাপ জন্য অবনয়নের প্রথা সেদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এক কি দুই বংশ পুর্ব্বে পরদারাভিগমন ও সুরাপান জন্য লোকে জাত্যন্তরিত হইত। উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলে হিন্দু সমাজের যে কত কল্যাণ সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

* তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ।

সমাজ-সংস্কার।

——০:*০*:০——

তৃতীয় প্রস্তাব।

——:*:——

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৯৭ শক।)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে জাতি-বিভেদ প্রথা এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আমাদিগের হিন্দুসমাজের ভিত্তি-ভূমি। ঐ প্রস্তাবে জাতি-বিভেদ প্রথার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমাদিগের সমাজ দ্বারা ব্যবহৃত স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আলোচনা করা যাইতেছে। উদ্বাহের পবিত্র নিয়ম মনুষ্য-সমাজের পত্তন-ভূমি। উহা যেমন মনুষ্য-সমাজের পত্তন-ভূমি তেমনি তাহার সেতু-স্বরূপ। ঐ নিয়ম না থাকিলে মনুষ্য-সমাজ কি পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের সতীত্বই এই নিয়মের জীবন স্বরূপ। উহার উপর এই নিয়মের শুভকারিতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়ম পালনকর, তাহা রক্ষা পাইবে ও সমাজ কুশল অবস্থায় থাকিবে। আর যদি সে সকল নিয়ম অবহেলা কর, তাহা হইলে ইউরোপ ও স্বাধীন প্রণয়ের (Free love) স্থান আমেরিকার সমাজের ন্যায় সমাজ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। আমাদিগের সমাজ-নিয়ামক মুখ্যভাব কোনমতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা, আর গৌণভাব স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ-নিয়ামক মুখ্যভাব স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও গৌণভাব স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকেরা "পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ" "পূজার উপযুক্ত ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপ।" কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান অপেক্ষা তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহাদিগের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে

ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের সচ্চরিত্রতা রক্ষা অপেক্ষা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সম্মানের প্রথাপালনের উপর ঐ ঐ খণ্ডের লোকদিগের অধিকতর দৃষ্টি। পরন্তু আমাদিগের সমাজ-নিয়ামক মুখ্যভাব ধর্ম্ম এবং গৌণভাব সাংসারিক সুখ; আর ইউরোপের সমাজ-নিয়ামক মুখ্যভাব সাংসারিক সুখ এবং গৌণভাব ধর্ম্ম। এই দুই প্রকার সমাজ গঠনের মধ্যে কোন্‌টী সমাজের অধিকতর শুভসাধক, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

আমাদিগের হিন্দুসমাজের সংস্থাপকেরা স্ত্রীলোকের সতীত্ব সংরক্ষণ নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সাধনের বিশেষ উপযোগী। আমাদিগের সমাজের যে সকল নিয়ম স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার বিশেষ উপযোগী নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) স্ত্রীলোকের অল্পবয়সে বিবাহ।
(২) পিতা মাতা দ্বারা বর নির্ব্বাচন।
(৩) স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুর-বাস।
(৪) অনেক স্ত্রীলোকের একত্র বাস।
(৫) স্ত্রীলোকদিগের কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডে তাহা হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে, ইউরোপ খণ্ডে সহস্র সহস্র কুমারী অনূঢ়াবস্থায় সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু সাধারণতঃ কুমারীরা সক্ষম হয় না। ভারতবর্ষে এই বাল্যবিবাহ প্রথার অনিষ্টকারিতা দ্বিরাগমন রীতিদ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বিবাহের পর যে পর্য্যন্ত না কন্যা ঋতুমতী হয় সেই পর্য্যন্ত সে স্বামীর আলয়ে আগমন করে না। বঙ্গদেশেও পূর্ব্বে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। হয় এই নিয়ম পুনঃ প্রচলিত হউক, কিম্বা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হউক। এক্ষণে অনেক প্রগাঢ় হিন্দু আপন কন্যাদিগকে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ বৎসরে বিবাহ দিতে দৃষ্ট হয়েন। দ্বিরাগমন প্রথা পুনঃ প্রচলন অপেক্ষা

যে শুভকর নিয়ম আপনা হইতে সৃষ্ট হইতেছে তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিলে নিতান্ত অধিক বয়সে বিবাহের অনিষ্ট এবং নিতান্ত অল্পবয়সে বিবাহের অনিষ্ট উভয় প্রকার অনিষ্টই নিবারিত হয়। নিতান্ত অধিক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না দিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করা দুষ্কর হয়, আর নিতান্ত অল্পবয়সে বিবাহ দিলে ঐ প্রকার বিবাহের অনিষ্টজনক ফল হইতে কষ্ট পাইতে হয়। ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলনের সময় কতকগুলি ব্রাহ্ম, কত বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে চিকিৎসকদিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই দেশের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর স্ত্রীলোকের বিবাহকাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। এই মত সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বাল্যকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে বিবাহ দিলে তাহাও অল্প বয়সে বিবাহ বলিতে হইবে, কিন্তু এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপ খণ্ডে কন্যা আপনি বর মনোনীত করে। আমাদিগের মধ্যে সে প্রথা প্রচলিত নাই। আমাদিগের দেশে পিতা মাতা বর নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে দাম্পত্যপ্রেম ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। ইউরোপ খণ্ডে "মধুপক্ষ" (Honey moon) অতীত না হইতেই স্ত্রী ও পুরুষের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু এ প্রকার বিরোধ আমাদিগের দেশে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতা মাতার অসাক্ষাতে পাত্র ও পাত্রীর পরস্পর আলাপ ও নির্জ্জনে ভ্রমণপ্রথা সতীত্ব রক্ষার প্রতি তত অনুকূল নহে। ইহা যথার্থ বটে যে, ইউরোপে বর মনোনীত করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা সত্বেও সহস্র সহস্র কুমারী আপনাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু সাধারণতঃ কুমারীরা সক্ষম হয় না। অতএব আমাদিগের দেশে পিতামাতা দ্বারা বর নির্ব্বাচনের প্রথা যাহা প্রচলিত আছে, তাহা ইউরোপীয় প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। বিশেষতঃ, যখন স্ত্রীলোকের অল্প বয়সে বিবাহ

দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন বর নির্ব্বাচন বিষয়ে আমাদিগের দেশে প্রচলিত প্রথা রক্ষা করাই উচিত। অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক আপনার জন্য উপযুক্ত বর মনোনীত করিতে অক্ষম। পিতা মাতা তাহার ভাবী মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার জন্য যেরূপ বর নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তাহাদিগের নিজে সেরূপ পারা অসম্ভব। বালিকা আসক্তি জনিত মোহ পরতন্ত্র হইয়া নির্ব্বাচন করিবে; পিতা মাতা ধীর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বাচন করিবেন। বিবাহ অতি গুরুতর কার্য্য। বিবাহের উপর বালিকার ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অতএব বর নির্ব্বাচনের ভার পিতামাতার হস্তে ন্যস্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব লেখক কোন কোন উচ্চ পদান্বিত বিজ্ঞ ইংরাজকে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরবাসের প্রণালীর প্রশংসা করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। এই বিষয়ে দুই একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তার উক্তিও উদ্ধৃত হইল *। তাঁহারা এশিয়া-খণ্ড-বাসী লোকদিগের

---

* FEMALE SECLUSION.

If the purity of domestic manners be, as it undoubtedly is, the great source of both public grandeur and private happiness, a powerful antidote to the numerous evils by which they are oppressed has, in every age, been found from this cause in the East. Notwithstanding the immense advantages which Europe has long enjoyed from the energy of its character, the freedom of its institutions, and the superiority of its knowledge, it may be doubted whether the sacred fountain of domestic life has been preserved so pure among the poor and needy of its crowded kingdoms, as in the seclusion of the East. The unrestrained social intercourse of the sexes, incessant activity which prevails, the close proximity in which the poor men and women in great cities are accumulated together, and the general license of manners, [redacted] has flowed from the liberty that prevails and the passion for ardent spirits which is so common among the working classes, have produced a far greater degree of general vice and

রীতির উৎকর্ষতা কি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ঐ উক্তি পাঠ করিলে পাঠকবর্গ প্রতীতি করিতে সক্ষম হইবেন। সতীত্ব রক্ষার সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা যত দূর থাকিতে পারে, সেরূপ স্বাধীনতা তাহাদিগের থাকা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রাচীন কালে

---

misery in Europe, than has ever obtained, at least among the middle and lower ranks, in the East.

The enormous mass of female profligacy, which overspreads all our towns, is there almost unknown. From the seclusion of the harem have in the middle classes, flowed a purer manners and a more elevated character than has resulted from the constant intermixture of the sexes, and the vehement passions to which it gives rise. It is this simplicity and honesty of disposition joined to the unaffected dovotion and martial qualities by which they are distinguished, which has blinded so many European travellers of the highest talents and discernment to the devastating effects of Asiatic government, and the ruinous consequences, which have flowed, particularly during the decline of the Persian and Turkish empires from the weakened authority of the throne, the deplorable contests between the princes of the same family, and the general oppression which the Pashas have exercised in the independent sovereignties which they have erected in many of the provinces of these vast empires. ALISON.

Oh! what a pure and sacred thing,
Is beauty curtained from the sight
Of the gross world illumining
One only mansion with her light!
Unseen by man's disturbing eye,
The flower that blooms beneath the sea
Too deep for sunbeams, doth not lie
Hid in more chaste obscurity.

MOORE.

ভারতবর্ষে অন্তঃপুরবাসের নিয়ম ছিল, অথচ স্ত্রীলোকেরা পতি সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারিত। পূর্ব্বকালে স্বামী ও স্ত্রী তীর্থ পর্য্যটন, দেবালয়ে দেবোপাসনা, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মক্রিয়া একত্র প্রকাশ্যরূপে সম্পাদন করিত ও এখনও অনেক পরিমাণে করিয়া থাকে। পুরাণ ও নাটকে দেখা যায়, যে ধর্ম্মক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য উপলক্ষেও স্বামী ও স্ত্রী একত্রে প্রকাশ্যরূপে ভ্রমণ করিত। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অন্তঃপুরবাসের সঙ্গে স্ত্রী স্বাধীনতা যত দূর সঙ্গত হইতে পারে তাহা বিদ্যমান আছে। ইহা প্রকৃত হিন্দু নিয়ম। মুসলমান-দিগের রাজত্ব ঐ সকল প্রদেশে বদ্ধমূল হয় নাই, এই জন্য তথায় এই প্রকৃত হিন্দু নিয়ম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মুসলমানদিগের অত্যাচার বশতঃ আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক অনবরোধের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন পল্লীগ্রামে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই প্রকার স্ত্রী স্বাধীনতাই শ্রেয়স্কর। ঈশ্বর না করুন যে, স্বামী কার্য্যালয়ে গিয়াছেন, স্ত্রীর যুবক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন এবং স্বামী পীড়িত, স্ত্রী "পল্‌কা" ও "ওয়ালজ্‌" নৃত্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহন করিতেছেন, এরূপ স্বাধীনতা আমাদিগের মধ্যে যেন কখন প্রবেশ না করে।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য অন্তঃপুরবাস যেমন আবশ্যক তেমনি বহু স্ত্রীলোকের সহিত একত্র বাস আবশ্যক। আমাদিগের সমাজের স্বসম্পর্কীয় অনেক লোক একত্র বাস করে, এ প্রথার অনিষ্ট যাহা থাকুক না কেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী বলিতে হইবে। যে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া গিয়াছেন, যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করে সেই যথার্থ সুরক্ষিতা, সেই মান-বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা আবার অন্তঃপুরবাস ও স্বজন-প্রতিপালন বিধান করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক না হইলে আমরা এই স্থলে সবিস্তারে দেখাইতাম যে, বহু পরিবারের একত্র বাসের প্রথা নিতান্তই ইষ্টশূন্য নহে। বিলাতে অনাহারে প্রাণ বিয়োগের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত যাহা শুনা যায়, তাহা এই প্রথা নিবন্ধন আমাদিগের দেশে শুনা যায় না।

কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইংরাজদিগের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, শয়তান অলস ব্যক্তির মনে প্রবেশ করিবার অতিকতর সুযোগ পায়। আলস্য যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে পরিপোষণ করে এমন আর কিছুতে করেনা। এক বংশ পূর্ব্বে ধনাঢ্য ও মধ্যমাবস্থ লোকের স্ত্রীরা যেরূপ শারীরিক পরিশ্রমে তৎপর ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ভোজ জন্য পাক করিতে স্ত্রীলোকে যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। বিলাতে সম্পন্নাবস্থ লোকের স্ত্রীরা মধ্যে পাকক্রিয়ার প্রতি অমনোযোগী হইয়াছিল, এক্ষণে সেখানে কতকগুলি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া সূপ-শাস্ত্রের অনুশীলন ও ভদ্র রমণীদিগের মধ্যে পাকক্রিয়া প্রচলন জন্য এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং রাজ্ঞীর একটি কন্যাকে সেই সভার অধিনায়িকা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন এখানেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। বিলাতে কোন শুভানুষ্ঠান আরম্ভ না হইলে এখানে তাহা হয় না। হায়! আমাদিগের দেশের কি দুর্দ্দশা!

আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য কি সুন্দর নিয়ম সকল সংস্থাপিত আছে। যদি স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা লোক-সমাজের ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হয়—"যদি" শব্দে কেন ব্যবহার করিতেছি? ইহা নিশ্চয় সত্য,—তবে এই নিয়ম গুলি কত যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভারতবর্ষের প্রধান গৌরব স্থল।

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারত ললনা।"

এই প্রধান গৌরবের কারণ আমরা যেন না হারাই। আমাদে

গৌরবের সকল বিষয়ই গিয়াছে। এই একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এইটি প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য। বিলাতের কোন কোন বিবি এদেশকে সভ্য করিতে আইসেন, কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক বিষয় আছে যাহা তাঁহারা নিজে শিক্ষা করিতে পারেন। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা অন্য দেশীয় স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পাতিব্রত্য, ব্রীড়া ও স্বজন জন্য শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারেন।

মিসর দেশ।

—০:::০—

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৭৯৭ শক।)

আফ্রিকাখণ্ড যদি সুয়েজ সংযোজক দ্বারা আসিয়াখণ্ডের সহিত সংযুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে উহাকে একটী মহাদ্বীপ বলিয়া ডাকা যাইতে পারিত। এক্ষণে যখন সুয়েজখাল প্রস্তুত হইয়াছে, তখন উহাকে এক প্রকার মহাদ্বীপ শব্দে উক্ত করা যাইতে পারে। মিসর এই মহাদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব কোণে স্থিত। মিসর অতি উর্ব্বর দেশ। প্রাচীন-কালের লোকেরা উহাকে পৃথিবীর গোলাবাড়ী বলিয়া ডাকিত। পর্জ্জন্য-দেব মিসরের প্রতি কদাচিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ; ঐ দেশে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। মিসরের উর্ব্বরতা নীল নদীর সাময়িক প্লাবনের প্রতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

মিসর পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্থিত হইয়া পৃথিবীর পুরাবৃত্তে চিরকাল অতি প্রকাশ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। মিসরে যত রাজপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এতদ্রূপ রাজপরিবর্ত্তন হয় নাই। স্বদেশীয় রাজাদিগের রাজ্যের লোপ হইলে মিসর গ্রীকদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। তৎপরে রোমকেরা উহা আপনাদের সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে। তৎপরে রোম-সাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগে বিভক্ত হইলে মিসর পূর্ব্ব রোম রাজ্যের অন্তর্গত হয়, তৎপরে আরবেরা মিসর দেশ অধিকার করে। তৎপরে তুর্কিরা উহাকে জয় করে। এক্ষণে উহা তুর্কি-দিগের অধীনে নাম মাত্র আছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মিসর দেশ সভ্য দেশ বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন মিসরের কোন ধর্ম্ম-যাজক বলিয়াছিলেন যে, গ্রীকেরা কল্যকার শিশু। মিসরে এক্ষণে অনেক স্থানে প্রাচীন দেব-মন্দির সকল বিদ্যমান আছে। সেই সকল দেব-মন্দিরে এবং মিসরের প্রাচীন রাজাদিগের সমাধি-মন্দিরে ও পিরামিড্ সকলের অভ্যন্তরে যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র অদ্যাপি

বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারা মিসরের প্রাচীন অধিবাসী-দিগের রীতি নীতি ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। পিরামিড্ সকল বর্ত্তমান কালের সভ্যলোকদিগের বিলক্ষণ বিস্ময়ের কারণ। তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না যে, সেকালের লোকে এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি কি প্রকারে করিয়া তুলিয়াছিল। একজন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, যেমন আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিতেছি, তেমনি কোন কোন বিষয়ে পুরাতন জ্ঞান হারাইতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যা-বিষয়ে পুরাকালের কোন কোন কীর্ত্তির সহিত বর্ত্তমান কালের কীর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না। এমন কি, ভারতবর্ষে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী। প্রাচীনকালে মিসরে মৃত-শরীর সংরক্ষণ করিবার এক বিদ্যা ছিল। সেই কালের সংরক্ষিত মৃত-শরীর সকলকে "মমিয়া" (Mummy) বলে। কত সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের মৃত-শরীর ঐ বিদ্যা-প্রভাবে এখনও অভিনব অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনকালে মিসরে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ওসাইরিস্ নামে এক দেবতা ছিল, তাহার সহিত আমাদিগের শিবের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদিগের দুর্গার ন্যায় আইসিস্ নামে তাঁহাদিগের এক দেবী ছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এ দেশ হইতে কতকগুলি হিন্দু-সিপাই মিসরে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা তথাকার দেবমন্দিরস্থিত মূর্ত্তি সকল দেখিয়া আপনাদিগের দেশের দেবমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া তাহাদের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রাচীন মিসরের ভাষার সহিত সংস্কৃতের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রাচীন মিসরবাসী, হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এমত কখনই বোধ হয় না। এস্থলে পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্ম কি প্রকারে প্রাচীন মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার মিসর দেশ জয় করিয়া তথায় স্বনামখ্যাত

আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর টলমি নামক তাঁহার একজন সেনাপতি মিসরের অধীশ্বর হয়েন। তাঁহার বংশীয় রাজারা মিসর দেশে অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। টলমি বংশের রাজারা বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে এক জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা সহোদরাদিগকে বিবাহ করিতেন। ক্লিয়োপেট্রা নামক মিসরের বিখ্যাত রাজ্ঞী যখন পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার দশম বর্ষীয় ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। টলমিদিগের পর মিসর দেশ অনেক কাল পর্য্যন্ত রোমকদিগের অধিকারে ছিল। তৎপরে উহা আরবদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে আরবেরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই নব-জীবন ও নবোৎসাহ সহকারে তাহারা পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা এসিয়াখণ্ডের তাতার দেশ হইতে ইউরোপখণ্ডের স্পেন দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এমন এককাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন একই সময়ে তাহাদিগের সমরাশ্ব সকল চক্ষুষ্‌ নদীর ও টেগস্‌ নদীর জল পান করিয়াছিল, একই সময়ে সমারকণ্ডের ডুম্ব ও গ্যাস্কনি প্রদেশের দ্রাক্ষা, কালিফ্‌ অর্থাৎ আরব সম্রাট আলওয়ালিদের পদতলে প্রজা-দত্ত উপহার স্বরূপ অর্পিত হইয়াছিল এবং একই সময়ে সিন্ধুনদী-তীরে ও আট্‌লাণ্টিক্‌ মহাসাগরের উপকূলে কল্‌মা নামক ধর্ম্ম-মন্ত্র উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। অম্‌রু নামক আরব সেনাপতি মিসর দেশ জয় করেন। ঐ সময়ে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরে এক মহা-পুস্তকালয় ছিল। তথায় প্রায় আট লক্ষ পুস্তক ছিল। অম্‌রু, কালিফ্‌ ওমারকে ঐ পুস্তকের বিষয় কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠানতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, সেই সকল পুস্তকে যাহা আছে তাহা যদি কোরাণের বিরোধী হয় তবে তাহা অবশ্য পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য, আর যদি কোরাণের সহিত ঐক্য থাকে তাহা হইলে তাহা অনাবশ্যক বলিয়াও পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এই আদেশ মতে ঐ মহা-পুস্তকালয় পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সংসারের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা

বলা যায় না। বিখ্যাত পুরাবৃত্ত লেখক গিবন কিন্তু উক্ত পুস্তকালয়ের এ প্রকারে বিনষ্ট হওয়ার কথা অবিশ্বাস করেন। যে কয়েকজন পুরাবৃত্ত-লেখক এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুইটী প্রাচীন পুরাবৃত্ত-লেখক ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অমৃক নিজে একজন কবি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, এই বিনাশ কার্য্যটী তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গত হয় না। এই দুই কারণ বশতঃ গিবন্ উল্লিখিত বৃত্তান্তটী অবিশ্বাস করেন, কিন্তু তিনি ব্যতীত আর সকল আধুনিক পুরাবৃত্ত-লেখক উহা বিশ্বাস করেন।

মিসরের জয়ের কিছুদিন পরেই তাহার আরব অধীশ্বরেরা বোগ্‌দাদের আরব সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সকল অধীশ্বর মহম্মদ-দুহিতা ফাতেমার বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহারা আবার হীনপ্রভ হইলে তুর্ক জাতীয় লোকেরা যখন এসিয়া-মাইনর ও উত্তর আফ্রিকা জয় করে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিসরও জয় করিয়াছিল। মিসর ইস্তাম্বুল অর্থাৎ কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের সুলতানদিগের অধীনতা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুদিন হইল সমর-দক্ষ অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহম্মদ আলি পাশা মিসরকে এক প্রকার স্বাধীন করেন। এক্ষণে মিসরের অধীশ্বর ইস্তাম্বুলের সুলতানের অধীনতা নাম মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। মিসরের বর্ত্তমান অধীশ্বরদিগের উপাধি "খেদীব"। খেদীব মহম্মদ আলি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকার পাশাদিগের সময়ে সার্কেশিয়া দেশীয় লোকের বংশোদ্ভব মামেলুক নামক সৈন্যদিগের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা যাহা মনে করিত তাহাই করিত, পাশা কিছু বলিতে পারিতেন না। মহম্মদ আলি একদিন মামেলুক সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করাইয়াছিলেন; এই একটী মাত্র নিদারুণ কার্য্যের অপবাদ তাঁহার নামে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি সাধারণতঃ ন্যায়বান্ ও দয়ালু ছিলেন। তিনি মিসর দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি "বে" উপাধি দিয়া অনেক কর্ম্মদক্ষ ফরাসীশ ও ইংরাজকে আপনার রাজ্যমধ্যে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিয়া-

ছিলেন, বর্ত্তমান খেদীব ইস্মাইল্ পাশার পুত্র পারিস্ নগরে ইউরোপীয় যুদ্ধ-বিদ্যা ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।

মিসর দেশের ঐতিহাসিক ও ভূবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান মিসরবাসীদিগের ধর্ম্ম ও রীতি নীতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মিসরের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক আরব জাতীয়। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমান ব্যতীত কপ্ট্ নামক এক প্রকার লোক মিসরে আছে। ইহারা প্রাচীন মিসর দেশীয়দিগের বংশোদ্ভব ও খ্রীস্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে "গ্রীক্ চর্চ্চ" নামক সম্প্রদায় ভুক্ত। রোমান্‌ক্যাথলিক্ চর্চ্চের সহিত গ্রীক চর্চ্চের অনেক সাদৃশ্য আছে। কপ্টদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরে বাস করেন। মিসর দেশে মুসলমান ও কপ্ট দেখিলেই চেনা যায়; কপ্টদিগের পাগড়ী কৃষ্ণ অথবা নীলবর্ণ এবং মুসলমানদিগের পাগড়ী শ্বেতবর্ণ। মুসলমানদিগের সহিত তুলনা করিলে কপ্টদিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিতে হইবে।

মিসর দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে দরবেশ ও ফকীরদিগের বিলক্ষণ আধিপত্য। ইঁহাদিগের মধ্যে "জেকর্" নামক প্রথা অর্থাৎ অতি উচ্চৈঃ-স্বরে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন প্রচলিত আছে। অনেকগুলি দরবেশ পরস্পর হাত ধরা ধরি করিয়া ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। এক একজন দরবেশ এরূপ ঘুরিতে থাকে যে ঘুরিবার সময় তাহার ঘাঘরা উদ্ঘাটিত বিলাতি ছত্রের ন্যায় দেখায়।

ইহাদিগকে "Whirling Durvesh" অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান দরবেশ কহে। এই প্রকার ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ ও ঘূর্ণয়নের সময় কেহ কেহ দশা প্রাপ্ত হয়। ঐ দশার নাম "মেল্‌বুস্"। যাহাদিগের মেল্‌বুস্ হয় তাহাদিগের স্বর আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষীণ হইয়া আইসে। তাহারা ভূমিতে পতিত হয়, মুখ হইতে ফেণ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, চক্ষু মুদ্রিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খেঁচিতে থাকে এবং তাহাদিগের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গু-ষ্ঠের উপর অন্য অঙ্গুলি সকল দৃঢ় রূপে সম্বদ্ধ হয়। যাহারা মেল্‌বুস্ হয় তাহারা অধিকাংশ ঈশ্বর-প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীত শুনিয়া ঐরূপ হয়।

সেই সঙ্গীত হইতে এখানে একটী পদ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল ;—“প্রেমে আমার অন্তঃকরণ উদ্‌বেজিত হইয়াছে, আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে; অশ্রুধারা আমার চক্ষু হইতে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। মিলন এখন দূরস্থিত, আমার প্রেমাস্পদকে কি আমি দেখিতে পাইব? হায়! যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বলপূর্ব্বক নিঃসারণ না করিত, তাহা হইলে এমন কি দীর্ঘ-নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতাম না, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকিত। রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার শরীর ক্ষয় হইতেছে, বিরহে আমার আশা নির্ব্বাণ হইতেছে, মুক্তার ন্যায় আমার অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইতেছে, আমার হৃদয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, আমার অবস্থার ন্যায় আর কাহার অবস্থা? এ অবস্থায় ঔষধ কি তাহা জানি না। যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বলপূর্ব্বক নিঃসারণ না করিত, তাহা হইলে এমন কি দীর্ঘ-নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতাম না, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকিত।”

মিসরবাসী দিগের মধ্যে অনেক উৎসব প্রচলিত আছে। তাহারা মহরমের প্রথম দশ দিন অত্যন্ত শুভকর জ্ঞান করে এবং দশদিনের দিন মহোৎসব করিয়া থাকে। বৎসরের চতুর্থ মাসে তাহারা “মুলীদ্ অল্ হুসানিন্” নামক উৎসব করিয়া থাকে। নিজ মহম্মদের স্মরণার্থ যে সকল উৎসব হয়, তাহা ব্যতীত অন্য সকল উৎসবের মধ্যে এই উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই উৎসব হোসেনের স্মরণার্থ সম্পাদিত হয়। সে দিবস মস্‌জীদ সকল আলোকে আলোকময় করা হয় ও জেকরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। রজব নামক মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে তাহারা মহম্মদের কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বশরীরে স্বর্গারোহণ ঘটনার স্মরণার্থ একটী উৎসব করিয়া থাকে। এই উৎসবের দিন প্রধান সেখ্ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষের ঘোটক ভূতলশায়ী ভক্তের উপর দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ যে ইহাতে তাহাদিগের শরীরে কোন অনিষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান মিসরবাসীরা নীল নদের প্রথম জল বৃদ্ধির সময়ে একটী উৎসব করিয়া থাকে। প্রাচীন মিসরবাসীরা এই সময়ে একটী কুমারীকে শোভন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া নদে নিক্ষেপ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত

যে এইরূপ একটী কুমারী নীল নদকে অর্পণ না করিলে যথেষ্ট প্লাবন হইবে না। আরব সেনাপতি অমৃক মিসর দেশ জয় করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করেন। কথিত আছে যে ঐ প্রথা রহিত করাতে নীল নদের জল যথেষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হয় নাই। তজ্জন্য মিসরবাসীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হওয়াতে অমৃক কালিফ্‌ওমারকে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। কালিফ ওমার একটী পত্রিকা লিখিয়া অমৃকর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং উহা নীল নদে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। ঐ পত্রিকায় এই কথাগুলি লিখিত ছিল। "ধর্ম্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অধিপতি আবদুল্লা ওমারের দ্বারা মিসরের নীলনদের প্রতি উক্ত,—যদি তুমি আপনার ক্ষমতাতে বর্দ্ধিত হও, তবে বর্দ্ধিত হইও না। আর যদি সর্ব্বশক্তিমান এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হও, তবে আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তোমার জল বৃদ্ধি করুন।" কালিফের আদেশ মত অমৃক ঐ পত্রিকা নীল নদে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে তাহার পরদিন রাত্রে নীলনদ ষোলহাত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এরূপ অদ্ভুত উপাখ্যান কখন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

নীলনদ যখন যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয় তখন "মনাদি" নামক সাধারণ সম্বাদ ঘোষকেরা বালক সমভিব্যাহারে পতাকা হস্তে করিয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঐ ঘটনা ঘোষণা করিয়া দেয়, যেহেতু নীলনদের বৃদ্ধির সমাচার না পাইলে প্রজারা নির্দ্দিষ্ট কর দিতে অনিচ্ছু হয়। নীলনদ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে যে দিবস তাহার তীরস্থিত বাঁদ কাটিয়া কাহিরা (cairo) নগরের সন্নিহিত খালে তাহার জল আনয়ন করা হয়, সেদিন মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। নানা শোভনবর্ণে রঞ্জিত বৃহৎ বৃহৎ নৌকা আরোহণ করিয়া ধনাঢ্য ও অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ বাঁদকাটারূপ ক্রিয়া দেখিতে উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নৌকার উপরে নৃত্য গীত বাদ্য হইয়া থাকে। যখন উপস্থিত প্রধান কর্ম্মচারী বাঁদ একটু কাটিয়া দেন তখন সকল লোকে গগণভেদী রবে আপনাদিগের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত।

(খৃষ্টাব্দঃ ১৮৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি দিবসে প্রথম কলেজ-সম্মিলন উপলক্ষে অভিব্যক্ত হয়।)

অদ্য কি আনন্দের দিন! সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পূর্ব্বে যাহা কলেজে দর্শন করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেছি। আজি বোধ হইতেছে যে আমরা যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হইয়াছি। যৌবন সময়ের ভাব সকল আজি আমাদিগের মনে জাগরূক হইতেছে। এই সম্মিলনের উদ্যোগীগণ কর্ত্তৃক হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজকে একই কলেজ মনে করি যেহেতু প্রেসিডেন্সী কলেজ পূর্ব্বকার হিন্দুকলেজেরই অনুক্রম মাত্র। হিন্দুকলেজের ছাত্র, হিন্দুকলেজের পাঠ্য-পুস্তক, হিন্দুকলেজের শিক্ষক লইয়াই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইয়াছে। অতএব ঐ কলেজদ্বয়কে একই কলেজরূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

নদীর উৎপত্তি স্থান যেমন পর্ব্বতস্থিত ক্ষুদ্র প্রস্রবণ তেমনি যে জ্ঞানালোক হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার উৎপত্তি স্থান হিন্দুকলেজ, অতএব হিন্দুকলেজ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অতি ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু তদ্বৃত্তান্ত বলিতে গেলে তাহার পূর্ব্বের ইংরাজী শিক্ষার অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে হয়।

এতদ্দেশীয় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটী মিসনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে শর্‌বোর্‌ণ সাহেব

কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শর্‌বোর্‌ণ সাহেব ফিরিঙ্গি ছিলেন। তিনি এক প্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়। শুনিয়াছি, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটী হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিত্রস্ নামে আর একজন সাহেব আর একটী স্কুল সংস্থাপন করেন। ঐ স্কুলে কৃষ্ণমোহন বসু ও রামরাম মিশ্র নামে দুই ব্যক্তি ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বসুর জন্মস্থান দক্ষিণ দেশস্থিত বোড়াল গ্রাম। কৃষ্ণমোহন বসু রাজা রাধাকান্ত দেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন, তখন মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আমার বোধহয়, এই বিষয়ে তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তর বুষ্‌বি সাহেবের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিবস রাজা দ্বিতীয় চার্লস বুষ্‌বি সাহেবের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। বুষ্‌বি সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার রত্নমণ্ডিত টুপিটি আমাকে দিউন। কেন না, আমার ছাত্রেরা আমাকেই ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। আমার অপেক্ষা আর কেহ যে ইংলণ্ডে বড় লোক আছে, ইহা তাহারা জানিলে আমার মানের হানি হইবে।" বোধহয়, কৃষ্ণমোহন বসু বুষ্‌বি সাহেবের ন্যায় শিক্ষকের কার্য্য অত্যন্ত সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, এই জন্য ঐরূপ পোষাক পরিতেন।

প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্ব প্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ-সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে।

"ডেবিড্ হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয় দিগের ইংরাজী শিক্ষার

স্বষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদ-ক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।"

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছুদিন পূর্ব্বে হেয়ার সাহেব হেয়ারস্কুল সংস্থাপন করেন। হেয়ারস্কুল আমাদিগের বর্ত্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন হয়। তাঁহারা কলিকাতায় কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরাজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী। তাঁহারা সহরের বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গুরুদিগকে উল্লিখিত পারিতোষিক বিতরিত হইত। এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা পোষক "স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক" গ্রন্থ ও বাঙ্গালাভাষা শিক্ষোপযোগী "নীতি-কথা" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট উৎকৃষ্ট প্রণালীতে একটী বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনু-কূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাতে কার্য্যে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবার সময় সর্ জন হাউড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সর্ জন হাউড ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন।

সে কাল আর এ কাল, পৃষ্ঠা ৫।

তৎপরে হাউড ঈষ্ট সাহেব ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতেও কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে হিন্দু সমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে ধর্ম্ম-সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু সমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব না।" তাহাতে মহামনা রামমোহন রায় আয় মহত্ত্বগুণে বলিয়াছিলেন; "আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংশ্রবে থাকিব না।" কিছু দিন এই রূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল। এই স্কুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দু কলেজে পরিণত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন কালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলটীকে বট বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেমন বট বৃক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ এই বিদ্যালয়ও হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার যত্নে উহা সংস্থাপিত হয়। স্কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০০০০ টাকা ও গোপীমোহন ঠাকুর ১০০০০ টাকা প্রদান করেন। স্কুলের একটী কমিটী ছিল। গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, ইহাঁরা স্কুলের গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ কমিটীর এক জন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাখের বাটীতে (যেখানে এক্ষণে ওরিএণ্ট্যাল সেমিনরি আছে) সেইখানে স্কুলটী সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে (এক্ষণে বাবু বাবু হরনাথ মল্লিকের বাটী ও যেখানে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ কিছু দিন হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে স্কুল টিরেটী বাজারে

স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে ১৮২৬ সালে পটলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকায় আনীত হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবসে ঐ অট্টালিকার মূল-প্রস্তর গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্ট দ্বারা প্রোথিত হয়। ঐ প্রস্তরের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উক্ত মূল-প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ অট্টালিকা প্রধানতঃ নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজের জন্য নির্মিত হয়। সেই খোদিত লিপির অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

"In the Reign of
HIS MOST GRACIOUS MAJESTY GEORGE THE FOURTH.
UNDER THE AUSPICES OF
THE RIGHT HON'BLE WILLIAM PITT AMHERST
GOVERNOR GENERAL OF THE BRITISH POSSESSIONS IN INDIA
The Foundation Stone of this Edifice
THE HINDU COLLEGE OF CALCUTTA
was laid by
JOHN PASCAL LARKINS ESQUIRE
PROVINCIAL GRAND MASTER OF THE FRATERNITY OF FREEMASONS
IN BENGAL
Amidst the acclamations
OF ALL RANKS OF THE NATIVE POPULATION OF THIS CITY
IN THE PRESENCE OF
A Numerous Assembly of the Fraternity
AND OF THE
PRESIDENT AND MEMBERS OF THE COMMITTEE OF
General Instruction
On the 25th day of February 1824 and the
Æra of Masonry 5824
Which may God prosper
PLANNED BY B. BUXTON LIEUTENANT
BENGAL ENGINEERS
Constructed by
WILLIAM BURN AND JAMES MACKINTOSH."

এই অট্টালিকার মধ্যদেশে নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজ এবং দুই বাহুতে হিন্দুকলেজ সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ে শেষোক্ত বিদ্যালয়টী প্রথম ঐ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে হিন্দুকলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দুকলেজ, এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান্ কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। উহাতে বাঙ্গালা ইংরাজি পারসি পড়া হইত বলিয়া উহার এক নাম এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান্ কলেজ ছিল।*

উল্লিখিত মূল-প্রস্তর প্রোথিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সাহেবদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করার বিধেয়তা বিষয়ে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ইংরাজ শিক্ষার পক্ষ ও কতকগুলি বিপক্ষ ছিলেন, কেবল আরবি পারসি ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষ ছিলেন। এই দুই দলে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। এই বিবাদ, হিন্দুকলেজ পটলডাঙ্গায় আসিবার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া ঐ ঘটনার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরে ১৮৩৫ সালের ৭ই মে দিবসীয় গবর্ণমেণ্টের এক অবধারণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহামনা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ঐ সময় গবর্ণর ছিলেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে উক্ত

* উক্ত কলেজের ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত ৯২ নম্বর সর্টিফিকেটে এই সকল ব্যক্তির ইংরাজী স্বাক্ষর দেখায়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর
রসময় দত্ত
এ ট্রয়র
রামকমল সেন
রাধামাধব বাঁড়ুয্যে
আর হেলিকেস্ জে, সি, সি, সদর্ল্যাণ্ড দ্বারকানাথ ঠাকুর
হেডমাষ্টার ডেবিড্ হেয়ার রাধাকান্ত দেব
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

বিজিটর্

উক্ত সর্টিফিকেটে উহার এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান্ কলেজ এই নাম দেখা যায়। মেজর ট্রয়র সাহেব সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছিলেন।

বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড আমহর্ষ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া এক পত্র লিখেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি দিয়ে দেওয়া গেল।

"To His Excellency the Right Honorable

Lord Amherst, Governor General in Council,

My Lord

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs, and ideas, are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford our rulers just grounds of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

"The establishment of a new Sanskrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must ever be grateful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts, made to promote it, should be guid-

ed by the most enlightened principles so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

"While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude; we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened nations of the West with the glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

"We find that the Government are establishing a Sanskrit school under Hindu Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since then produced by

speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

"The Sanskrit language—so difficult that almost a lifetime is necessary for its acquisition—is well known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanskrit College; for there have been always and are now numerous professors of Sanskrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted, by holding out premiums and granting certain allowances to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

"From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in England for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed, since no improvement can be expected from inducing young men to con-

sume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanskrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following : *khada*, signifying to eat, *khadati* he or she or it eats; query, whether does *khadati* taken as a whole conveys the meaning he, she or it eats, or are separate parts of this meaning conveyed by distinctions of the word. As if in the English language it were asked how much meaning is there in the *eat* and how much in the *s* ? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly ?

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—in what manner is the soul absorbed in the Diety ? What relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore, the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

"The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are devided and

what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, &c.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with necessary books, instruments, and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land, actuated by a desire to improve the inhabitants, and therefore

humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have the honor &c.

RAM MOHUN ROY."

রামমোহন রায় এই আবেদন পত্র অমায়িক-স্বভাব ভারত-হিতৈষী বিখ্যাত লর্ড বিশপ্ হিবর্ সাহেব দ্বারা গবর্ণর জেনেরলের নিকট অর্পণ করেন। হিবর্ সাহেব এই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "This paper for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic." এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

হিন্দুকলেজের নিমিত্ত প্রথমে ১১৩১৭৯ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই টাকা জোসেফ্ বেরেটো কোম্পানী নামক এক পোর্টুগীজ সওদাগরের হাউসে রাখা হয়। তাহার উপস্বত্ব হইতে টাকা লইয়া হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষেরা কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সওদাগর দেউলিয়া হওয়াতে ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সময়ে কলেজ কমিটী অর্থানুকূল্য জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট অর্থানুকূল্য প্রদানে সম্মত হয়েন। হিন্দুকলেজ কমিটী ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ জেনেরল কমিটী অব পব্লিক্ ইনষ্ট্রকশন্ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটী, এই দুয়ের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যখন অর্থানুকূল্য করা হইতেছে, তখন সেই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হয়, তাহা দেখিবার জন্য শেষোক্ত কমিটীর যিনি সম্পাদক হইবেন, তিনি হিন্দুকলেজেরও বিজিটর অর্থাৎ পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইবেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সাধারণ শিক্ষা কমিটীর সম্পাদক বিখ্যাত উইলসন্ সাহেব প্রথম ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। উইলসন্ সাহেব মনে করিতেন যে, হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা বাবু শ্রেণীর লোক ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা পণ্ডিতশ্রেণীর লোক। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর স্বভাবতঃ বিদ্বেষভাব থাকা নিবন্ধন সর্ব্বদা বিবাদের আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রত্যেক কলেজের চতুর্দ্দিকে শক্ত করিয়া রেল দিয়াছিলেন।

উইলসন্ সাহেবের পর সাধারণ শিক্ষা কমিটীর পর পর সম্পাদক সদর্লণ্ড সাহেব, ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি হিন্দুকলেজের বিজিটর হইয়াছিলেন। জেনেরল কমিটী অব পব্লিক্ ইনষ্ট্রক্শন্ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটী, কৌন্সিল অব্ এডুকেশন্ অর্থাৎ শিক্ষা সমাজে পরিণত হইলে পর ১৮৪১ সালে যখন সর্ এডওয়ার্ড রায়েন শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি যেরূপ অর্থানুকূল্য করা হইতেছে সেরূপ তত্ত্বাবধান হইতেছে না, ইহা বিবেচনা করিয়া কলেজ কমিটীর সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, কলেজ কমিটীর সকল সভ্য শিক্ষা সমাজের সভ্য হইবেন এবং শিক্ষা সমাজের সকল সভ্য কলেজ কমিটীর সভ্য হইবেন। কিন্তু যখন কলেজ কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন শিক্ষা সমাজের দুইজন সভ্য এবং তাহার সভাপতি এবং সম্পাদক উপস্থিত থাকিবেন এবং যখন শিক্ষা সমাজের অধিবেশন হইবে তখন কলেজ কমিটীর দুইজন সভ্যমাত্র উপস্থিত থাকিবেন। শুদ্ধ এই বন্দোবস্ত হইল তাহা নহে, কলেজ কমিটীর নাম লুপ্ত হইয়া তদবধি তাহা Section of the Council of Education for the Management of the Hindu College অর্থাৎ হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধানার্থ শিক্ষা সমাজের বিভাগ, এই নামে আখ্যাত হইল। তৎপরে ১৮৫৩ সালে হিন্দুকলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খৃষ্টীয়ান হইয়া যাওয়াতে কলেজ কমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং ইংরাজ সভ্যেরা তাঁহাকে রাখিবার অভিপ্রায় করাতে তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ নিবন্ধন, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজ কমিটী হইতে অবসৃত হয়েন। এই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতি কলেজ কমিটীর মেম্বর ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেবল রসময় দত্ত সাহেবদিগের পক্ষে ছিলেন। এইরূপ বিবাদ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড ডেল্হাউসি এই প্রস্তাব করেন যে যদ্যপি কলেজ কমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা কলেজ নিজে চালাইতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা চালাউন, যদি না সমর্থ হয়েন, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক (Sect[illegible]) কলেজ উঠাইয়া দিয়া একটী অসাম্প্রদায়িক

হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের পিতা।

এই সময়ে ডিরোজিও সাহেব কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁহার একটী বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগের মন বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি স্কুলের সময়ের পূর্ব্বে ও পরে বালকদিগের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাহাদিগকে Mental Philosophy অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব, ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশের প্রভাবে ছাত্রগণের মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার সময় তাহা জপ না করিয়া পোপ নামক ইংরাজী কবি দ্বারা অনুবাদিত হোমর প্রণীত ইলিয়ড কাব্যের পদ সকল মনে মনে পাঠ করিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কলেজের অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়া উঠিলেন। ডিরোজিওর সম্বন্ধে আমার প্রণীত একখানি পুস্তকে যাহা লিখিয়াছি, তাহা এক্ষণে পাঠ করিতেছিঃ—

"ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কলেজের ভিতর একবার একটী তামাসা হইতেছিল। একটী বালক তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে আড়াল করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তিনি বলিলেন, "My boy you are not transparent" "প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।" তাঁহার এই দেশে জন্ম ছিল। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, "মোদের বিলাত," তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটী কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কবিতাটী তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যান-মূলক কাব্যের মুখবন্ধ।

"My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast;
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee.'

'স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার,
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন,
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ,
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!' *

* এই অনুবাদ জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ঋণী আছি।

"দুঃখের বিষয় এই যে এক জন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দুসন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতক গুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভাল বাসিত। তিনি কলেজে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালিস্থ বাসায় উপদেশ দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভাল বাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালি যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। তাহারা হিন্দুসমাজের নিয়ম সকল্ অবহেলা করিতে লাগিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিছু দিন পরে ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু হয়। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল।"

ডিরোজিও সাহেবের উপরে কলেজের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা তিনটী অপবাদ আরোপিত হয়। সে তিনটী অপবাদ এই:—ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, পিতা মাতার প্রতি অবহেলা করিতে শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করা। কিন্তু তিনি এ তিনটী অপবাদই অস্বীকার করেন। কলেজের বিজিটর উইলসন সাহেব তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, আপনি যদি এ সকল অপবাদ অমূলক বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এ বিষয়ে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক জানাইব। তাহাতে তিনি প্রথম অপবাদ সম্বন্ধে এই উত্তর দিয়াছিলেন ;—

"Entrusted as I was for sometime with the education of youth, peculiarly circumstanced, was it for me to have made

them pert and ignorant dogmatists by permitting them to know what could be said upon only one side of grave questions? setting aside the narrowness of mind which such a course might have evinced, it would have been injurious to the mental energies and acquirements of the young men themselves. And (whatever may be said to the contrary) I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox an authority than Lord Bacon. "If a man" says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than he) "will begin with certainties, he shall end in doubts." This I need scarcely observe is always the case with contented ignorance, when it is roused too late to thought. One doubt suggests another and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo in which the most subtle and refined arguments against theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume—replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending. If the religious opinions of the students have become unhinged in consequence of the course I have pursued, the fault is not mine. To produce conviction was not within my power and if I am to be condemned for the atheism of some, let me receive credit for the theism of others. Believe me, my dear sir, I am too thoroughly imbued with a deep sense of human ignorance and of the perpetual vicissitudes of opinions to speak with confidence even of the most unimportant

matters. Doubt and uncertainties besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to enter an enquiring mind, and far be it from me to say that " *this is*" and "*that is not*" when, after most extensive acquaintance with the researches of science, and after the most daring flights of genius, we must confess with sorrow and disappointment that humility becomes the highest wisdom, for the highest wisdom assures man of his ignorance."

দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "আমি এরূপ শিক্ষা কখনই দিই না। আমি নিজে আমার পিতা মাতার অত্যন্ত বাধ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ভিন্ন বাটীতে থাকিবার বিষয়ে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। পরে দেখি যে তিনি আমার বাসার নিকট একটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলাম যে, এ বিষয়ে তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই।" তৃতীয় অপবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিও সাহেব এই কথা বলিয়াছিলেন যে " I never taught such absurdity." "এইরূপ অসঙ্গত ভ্রম কখনই শিখাই নাই।" তিনি তাঁহার পত্র এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন, "যাহা হউক আমি এই সকল অপবাদের জন্য বড় দুঃখিত আছি। আমি জানিতে পারিয়াছি যে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণ, যাহার কর্ম্ম কেবল বাবুদিগের নিকট গল্প করিয়া বেড়ানো, সেই এই সকল মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা করিয়াছে।" ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনা জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের নিকট ও তাঁহার নীচেই ডিরোজিও সাহেবের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছি। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে রাম গোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ী প্রধান। তাঁহার ছাত্রেরা যে তাঁহার কত প্রিয়পাত্র ছিল ও তিনি তাঁহাদিগের কত আশা করিতেন ও তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার কত যত্ন ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

TO THE STUDENTS OF THE HINDU COLLEGE.

"Expanding, like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers, that stretch
(Like young birds in soft summer hour)
Their wings to try their strength. O how the winds
Of circumstance, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence,
And how you worship Truth's Omnipotence!
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain."

ডিরোজিওর আশা সফল হইয়াছে। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন।

ডিরোজিও সাহেবের পরে স্পীড্ সাহেব হিন্দুকলেজের হেড মাষ্টার হয়েন। তিনি অতি কঠোর-স্বভাব ছিলেন, তিনি লাষ্ট ক্লাশ হইতে বেত্র মারিতে আরম্ভ করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে আসিয়া নিরস্ত হইতেন। ইনি "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনর" নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন ও এতদ্দেশে এরারুটের চাস প্রথম আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডশন সাহেব কলেজের প্রোফেসর পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্সিপল হয়েন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি সদ্বিদ্যাশালী সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। তিনি অতি সুন্দর রূপে সেক্সপিয়র বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ও অতি মনোহর রূপে সেক্সপিয়র আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "I can

forget every thing of India, but I can never forget your reading of Shakspeare." "বিলাত যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয়া সেক্সপিয়র পাঠ কর, তাহা কখন ভুলিতে পারিব না।" রিচার্ডশন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের মর্ম্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের মনে তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত কাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্য্যন্ত চলিত। কোন ছাত্র "Amiss" এই শব্দকে "য়্যামিস্" না বলিয়া "এমিস্" বলিয়া উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাকে বলিতেন, "You are a miss"। সে বালক লজ্জায় আর এরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিত না।

এই সময়ে হ্যালফোর্ড সাহেব নামে এক জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি শব্দশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথোপকথনের সময়ে বড় বড় কথা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে এক দিবস কোন স্কুলের অধ্যক্ষ সেই স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের সভায় সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "I am a vegetable being averse to locomotion." "আমি কোথাও যাই না। আমি চলৎশক্তি রহিত একটী উদ্ভিদ।"

ঐ সময়ে ক্লিণ্ট সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি গণিত ও সাহিত্য উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রিচার্ডশনের খ্যাতিতে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট রিচার্ডশন সাহেবের সুখ্যাতি করিলে তিনি বলিতেন যে, "A ship in India is but a boat in England" "ভারতবর্ষের জাহাজ বিলাতের নৌকা মাত্র।" তিনি "boat" শব্দকে "bout" এইরূপ উচ্চারণ করিতেন। ১৮৪৩ অব্দে রিচার্ডশন সাহেব বিলাতে যান। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত কর সাহেব প্রিন্সিপল পদে নিযুক্ত ছিলেন। আপাততঃ তাঁহাকে অতি কঠোর-স্বভাব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না।

তাঁহার হৃদয় স্নেহার্দ্র ছিল। তিনি বিলাতে গিয়া "Domestic Economy of the Hindus" এবং "Glimpses of Ind" নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন সাহেব পুনরায় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন, ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর পদে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে তিনি হুগলী কলেজের প্রিন্সিপল হয়েন। তৎপরে ১৮৪৮ অব্দের নবেম্বর মাসে পুনরায় হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল হয়েন। কৌন্সিলের মেম্বর মহাত্মা বীটন সাহেব তখন শিক্ষাসমাজের সভাপতি ছিলেন। বীটন সাহেব কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এই অনুরোধ করেন যে কাপ্তেন সাহেবের চরিত্র মন্দ, অতএব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা উচিত। পরে ১৮৪৯ অব্দে নবেম্বর মাসে তিনি কর্ম্মচ্যুত হয়েন। ১৮৪৯ অব্দ হইতে ১৮৫৪ পর্য্যন্ত লজ্ সাহেব প্রিন্সিপলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হইলে সট্‌ক্লিফ্ সাহেব তাহার প্রিন্সিপল হয়েন। তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে ১৮৫৯ ও ৬০ অব্দে সট্‌ক্লিফ্ সাহেব ছুটি লইলে ক্লিণ্ট সাহেব কয়েক দিবস প্রিন্সিপলের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় মেজর রিচার্ডশন সাহেব (কাপ্তেন রিচার্ডশন বিলাতে অবস্থিতি কালে "মেজর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া কিছু দিনের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। অধুনাতন কালের শিক্ষকদিগের মধ্যে কাউএল সাহেব, ক্রফ্‌ট্ সাহেব, টনি সাহেব ও বাবু প্যারিচরণ সরকার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের যে যে ছাত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইনি একজন ইংরাজী কবি ও সুলেখক ছিলেন। ইনি ইংরাজী পদ্যে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সে খানির নাম "Shair and other poems"। "শায়ের" পারশি শব্দ। উহার অর্থ কবি। এই কাব্যে একটী কবির অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কাপ্তেন সাহেব তাঁহার সঙ্কলিত ইংরাজী কবিতার সার-সংগ্রহে কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত একটী কবিতা তুলিয়াছেন। তাহার

শিরস্ক "Gold River"। তিনি বাঙ্গালী দ্বারা রীতিমত সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদ পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদ পত্রের নাম "Hindu Intelligencer" ছিল। তাহা সিপাইদিগের বিদ্রোহের সময় রহিত হয়।

পরলোকগত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—ইনি বিখ্যাত সদ্বক্তা জর্জ টমশনকে বিশেষ রূপে সাহায্য করেন। বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র ও ইনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। তৎকালে ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ বিদ্রুপ করিয়া উক্ত সভাকে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামে "Chuckerbutty Faction" বলিয়া ডাকিত। এই সভা ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংস্থাপিত "Landholder's Society" এই দুই সভা উঠিয়া গেলে বর্ত্তমান "ব্রিটীশ্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" সংস্থাপিত হয়। উহা সংস্থাপিত হইলে প্রথমোক্ত দুই সভার অধিকাংশ সভ্যগণ ইহার সভ্য হয়েন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহন রায়ের এক জন প্রধান সহচর ছিলেন।

বাবু চন্দ্রশেখর দেব—ইনি এক জন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি প্রথম ডেপুটী কালেক্টর ও তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার রাজকার্য্য-নির্ব্বাহক সভার মেম্বর হইয়াছিলেন। ইনি রামমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি অতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক ও অতি সুবিজ্ঞ ব্যক্তি।

পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ—ইঁহার বাগ্মিত্বশক্তি অতি প্রসিদ্ধ। বিলাতের "সন্" নামক একখানি কাগজ ইহাকে "ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

পরলোকগত রসিককৃষ্ণ মল্লিক—ইনিও সেকালের একজন প্রধান সদ্বক্তা ছিলেন।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ইঁহাকে অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জ্জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যার বর্ত্তমান শ্রী সৌভাগ্যের

মূল তিনি। এক জন বাঙ্গালী অযোধ্যার পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তথাকার শূরত্ব-মদ-মত্ত বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়দিগকে যদৃচ্ছারূপে চালাইয়া অযোধ্যার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

বাবু রামতনু লাহিড়ী—ইনি এক জন অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ লোক। "An honest man is the noblest work of God" ইনি এই বাক্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্বরূপ। বিখ্যাত নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী" কাব্যে বলিয়াছেন যে, ইহাঁর সংসর্গে এক দিন থাকিলে দশ দিন ধার্ম্মিক থাকা যায়।

পরলোকগত রাধানাথ শিকদার—ইনি গণিতবিদ্যা অতি উত্তম রূপে জানিতেন। ইনি অতি বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত দুষ্টস্বভাব ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত তাঁহার মুষ্টি-যুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতী ভাষার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচনা করিবার দৃষ্টান্ত প্রথম প্রদর্শন করেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র—ইনি বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যকর উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি এ প্রকার উপন্যাস প্রণয়নে ফিলডিংএর ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ফিলডিংএর অশ্লীলতা ইহার রচিত গ্রন্থে নাই। তাহা নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ।

অনরেবল দিগম্বর মিত্র—ইনি আমাদের দেশের এক জন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সংস্কারদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইনি অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন।

পরলোকগত রমাপ্রসাদ রায়—ইনি রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও এক জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতিপদে প্রথম নিযুক্ত হয়েন। ইনি মৃত্যুকালে ঐ কর্ম্মের নিয়োগ-

পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক্ষণে উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। এ পত্রে আমার কি হইবে?"

পরলোকগত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।—ইনি অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন।

পরলোকগত কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন।

পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত—ইনি বিখ্যাত কবি ও নাটককার। অনেকে ইহাঁকে বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করেন।

বাবু প্যারীচরণ সরকার—ইনি আমাদিগের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ও সুরাপান নিবারণী সভার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাঁর সাধু চেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে বিফল হয় নাই।

বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি ও বাঙ্গালা-ভাষায় গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উত্তম উত্তম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি বাঙ্গালাভাষায় গম্ভীর উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি অতি দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত স্কুল ইন্স্পেক্টরী কার্য্য করিতেছেন।

পরলোকগত দ্বারকানাথ মিত্র—ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় প্রখরবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। ইহাঁর বিচারদক্ষতা দেখিয়া ইংরাজগণ চমৎকৃত হইতেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন—ইনি আমাদিগের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারক। কেশব বাবুর যে দোষ থাকুক না কেন, তিনি একজন ক্ষমতা-পন্ন ও ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বিলাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক বাক্য অনুমোদন করা যাইতে পারে না। তথাপি একজন বাঙ্গালী আমাদিগের রাজপুরুষদিগের দেশে গিয়া তথায় ধর্ম্মবিষয়ে একটী সাধারণ আন্দোলন উদ্রিক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র—ইনি বিখ্যাত নাটককার। ইনি বঙ্গভাষায় অনেক ভাল ভাল নাটক লিখিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্যের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—ইনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও স্বদেশে ইউরোপীয়-বিজ্ঞান-জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস সকল প্রণয়ন করিয়া অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গভাষায় একজন বিখ্যাত কবি।

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—ইনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি। বাঙ্গালীদিগের কতদূর রাজনীতিজ্ঞতা ও সচীবকার্য্যে দক্ষতা হইতে পারে, তাহা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

বাবু আনন্দমোহন বসু, র‍্যাঙ্গলার—ইনি কলেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিলাতে গমন করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় র‍্যাঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কোন বাঙ্গালী অদ্যাবধি এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টর পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সময়াভাবে অন্যান্য ছাত্রগণের নাম করিতে অক্ষম হইলাম। হয়ত এমন হইতে পারে যে, আমি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহা-দিগের তুল্য বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

হিন্দুকলেজের আদর্শে, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি বিদ্যা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা-প্রিয় হইব। ইংরাজী

শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন আমরা স্বাধীনরূপে কলেজ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইব, খৃষ্টান বিবিদিগের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিব, কবিতা ও উপন্যাস ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ না করিয়া আমাদের নিজের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে স্ফূর্ত্তি প্রদান করিব, স্বাধীনরূপে বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইব, স্বাধীনরূপে উপজীবিকা আহরণ করিব, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধ-রূপে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব এবং কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট বালকবৎ রোদন না করিয়া আমাদিগের রাশ্ এরূপ ভারী করিয়া তুলিব যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না।

অদ্যকার সম্মিলন অতি শুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না হয়, অন্ততঃ এই উপকার তো হইল যে, আযৌবন-পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদিগের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থ চিন্তায় বদ্ধ নহে—তাহা কেবল সামান্য অন্ন পানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ্দ-রস পানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে কোন সৎ-প্রসঙ্গ ও সৎ-প্রস্তাব উত্থিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সৎ-প্রসঙ্গ ও সৎ-প্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে? অবশেষে সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগ-কর্ত্তাদিগকে ও সকল সাধারণ অনুষ্ঠানে উৎসাহী যে রাজভ্রাতৃদ্বয় এই শোভন উদ্যান বর্ত্তমান অনুষ্ঠান জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে

ধন্যবাদ দিয়া এবং ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্দ-রসামৃত পানের * একটী প্রধান উপায় এই সম্মিলনের স্থায়িত্ব জন্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিতেছি। †

---

* " Feast of reason and flow of soul. "

† এই হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ঐ কলেজের পুরাবৃত্তের পাণ্ডুলিপি এবং তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং আমি যাহা নিজে জানি, তাহা অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইল। হরমোহন বাবুর পুরাবৃত্ত ডিরোজিওর সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। হরমোহন বাবু কলেজের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগেরই ইতিহাস বিশেষরূপে জানেন। আমরা ভরসা করি, তিনি কলেজের সম্পূর্ণ পুরাবৃত্ত প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

[আমি অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বক্তৃতার দিবস হইতে এক বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহন বাবু তাঁহার বন্ধুদিগকে শোকাকুল করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।]



প্রথম পরিশিষ্ট * ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৬৮ শক।)

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃত ক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মঃ।

এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্মদ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্মদ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাম ভোগে প্রিয়, উগ্র-স্বভাব, ক্রোধি, প্রিয় সাহস, রজোগুণবিশিষ্ট দ্বিজ সকল স্বধর্ম্মত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন। রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত প্রযুক্ত যে সকল দ্বিজ গাভী ও কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। হিংসা, মিথ্যা কুক্রিয়ালুব্ধ সর্ব্ব কর্ম্মোপ-জীবি অশুদ্ধ চিত্ত যে সকল তমোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজ তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

---

* ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট * ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৬৮ শক।)

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যন্তপোঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

মহাভারতং।

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরত; শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

মহাভারতং।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে ব্যক্তি কাম ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

যস্য চাত্মসমোলোকোধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্ব ধর্ম্মেযুচ রতস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

মহাভারতং।

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্ত চিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য দেখেন এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

ন হায়নৈর্ণ পলিতৈর্ণবিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনোমহান্।

মনুঃ। ২ অ।

অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু থাকিলে মহত্ত্ব হয় না, ঋষিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে আমাদিগের মধ্যে যিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

---

* ১১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

নতেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

মনুঃ। ২ অ।

শুক্ল কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান হয়েন, তবে তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

তৃতীয় পরিশিষ্ট*।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৬৮ শক।)

শূদ্রোব্রাহ্মণ তামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

মনুঃ। ১০ অ।

শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং জাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নোদ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বশঙ্কর ভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমমুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥

---

* ১১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

ন যোনির্নাপি সংস্কারোন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥
সর্ব্বোয়ং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলঃ ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রোভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥
মহাভারতীয় আনুশাসনিক পর্ব্ব।

শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র আগম-সম্পন্ন সংস্কার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বশঙ্কর ভোজনকারি ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধ-চিত্ত যে শূদ্র সন্তান, তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পুজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্র সন্তান যদি শুভকর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান এই আমার অভিপ্রায়, অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে ধ্রুব হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে যে প্রকারে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে কহিলাম।

বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া গুণ কর্ম্মানুসারে যে হইত, ইহার ভূরি বিধি দৃষ্ট হইতেছে, সেই বিধি অনুসারে পুরাণাদিতে শত শত দৃষ্টান্ত স্থলও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়

সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহার আরও যথেষ্ট প্রমাণ পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যতঃ কণ্বায়নাদ্বিজা বভূবুঃ।

বিষ্ণু-পুরাণ। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় যে অপ্রতিরথ, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়োনামপুত্রোভূৎ তস্য ত্রর্য্যারুণ পুষ্করিণৌ কপিশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগাম।

বিষ্ণু-পুরাণ। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়।

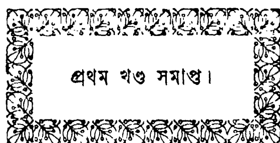
মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার তিন পুত্র ত্রর্য্যারুণ, পুষ্করিণ, এবং কপি। এই তিনজনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

দিবোদাসস্য দায়াদোব্রহ্মর্ষির্মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমোমৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥

মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম; তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হয়েন।

বিশেষতঃ এক এক বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু বৈবস্বতের কোন পুত্রের সন্তান ক্ষত্রিয় হয়, কোন পুত্রের সন্তান বৈশ্য হয়, কোন পুত্র বা শূদ্র হয়, এবং অবশিষ্ট কোন কোন পুত্র ব্রাহ্মণই থাকিলেন।


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৩	তাঁহাদিগের	তাহাদিগের
৪	৩	১৮৩৯	১৮৪৯
৭	১০	অভিড্	অবিড্
ঐ	ঐ	লিভি	লিবি
৮	২	স্থানে স্থানে	বহু সংখ্যক স্থানে
৮	১০	সিনিসিঙ্গর্	মিনিসিঙ্গর্
১০	৪	অমৃত-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত	অমরণ-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত
১৪	১৪	সেমিটিক্ ভাবগর্ভ	সেমিটিক্ মিশ্র-ভাবগর্ভ
১৫	২৭	জোভ	জোব
১৬	১৫	ভর্জ্জিলের	বর্জ্জিলের
ঐ	ঐ	ইওনসের	ইওলসের
২৩	২১	কোমলতায় বিচলিত,	কোমল করুণ রসে বিগলিত,
২৯	২৩	পারিবে না	পারিবেন না
৩৩	১৮	তত্ত্বাবধারণ	তত্ত্বাবধান
৪৫	১৬	নীলুরাম প্রসাদ	নীলু, রামপ্রসাদ
৫০	২৭	বাজ	বাজু
৫২	২০	স কার ও হ কারে	ও স কার হ কারে
৫৬	৩১	অস্ত্র আত	অন্ত্র আঁত
৫৭	১৮	রাজবংশে	জাতি মধ্যে
৭৩	ফুট্ নোট্	হিন্দুমেলার উৎপত্তি	হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার উৎপত্তি
৭৯	ঐ	উত্তম	উত্তয়

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৮০	৫	এ অভ্যাস	ঐ অনুরাগ
৯৬	২	(Pikle)	(Pickle)
ঐ	৭	রক্ষিত	ভক্ষিত
ঐ	ফুট্ নোট্	প্রতিপাদন	বাহির
১১০	২৩	প্রতীকায়	প্রতীকার
১৩০	১৬	ডুম্ব	উড়ুম্বর
১৪৮	৩	বুড়ির	গুরু বুড়ির
১৫৯	১৪	সহায়তার	সহায়তায়

৪২ পৃষ্ঠা ৭ম পংক্তি "করিয়াছিলেন" বাক্যের পর নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি ফুট্ নোট্ স্বরূপ সংযোগ হইবে :—

* এই প্রস্তাব লিখিবার সময় মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অনুষ্ঠান-পত্র।

——০০*০০——

ওরিয়েণ্ট্যাল্ পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেণ্ট।

(প্রতিষ্ঠাব্দ—১২৮৮ সাল।)

"মাভব শ্রান্তঃ শুভকর্ম্মসাধনে।"

১। এক্ষণে যদিও নানাবিধ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা দিন দিন বঙ্গ ভাষার অঙ্গ-পুষ্টি ও ক্রমশঃ উন্নতি সাধন হইতেছে তথাপি সুখ-পাঠ্য, মনোরম-জ্ঞান-গর্ভ, সুরুচি-সম্পন্ন ও বর্ত্তমান সময়োপযোগী অনেক আবশ্যকীয় গ্রন্থের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। সেই অভাব বিমোচনের কোন না কোন রূপ সদুপায় উদ্ভাবন করা প্রত্যেক বঙ্গ-ভাষানুরাগী ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

২। এতাবৎ কাল যে সকল কৃতবিদ্য মহোদয়গণ নিজ নিজ যত্নে উক্তবিধ পুস্তকাদি প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষা-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যে সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক প্রতিভাশালী সুলেখক গ্রন্থকার বর্ত্তমান সময়োপযোগী নানাবিধ সুপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ব্যয়-বাহুল্য প্রযুক্ত অথবা সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন স্বয়ং তৎসমুদয় মুদ্রিত করিয়া সাধারণ সমীপে প্রচার করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির, ও নানা-বিষয়-পাঠ-জনিত জ্ঞান লাভে বঞ্চিত নিবন্ধন সংশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ঘটিবার যে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তাহা বলা বাহুল্য।

৩। এক্ষণে কোন রূপ সদুপায় অবলম্বন দ্বারা এবম্প্রকার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের নিতান্ত আবশ্যক; তন্নিমিত্ত আমরা বিশেষ যত্নবান হইয়া "ওরিয়েণ্ট্যাল পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেণ্ট" নামে একটি কার্য্যালয় সংস্থাপন করিয়াছি।

৪। সাধারণতঃ বঙ্গীয় কৃতবিদ্য লেখকগণকে বঙ্গভাষার প্রয়োজনীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি রচনায় অনুরোধ ও প্রবৃত্ত করা, তাঁহাদের লেখনী-প্রসূত সেই সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করা এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সকলের পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করা এই কার্য্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

৫। এতদ্ভিন্ন নিয়মিত গ্রাহক শ্রেণী সংগ্রহ হইলে পর এই কার্য্যালয় হইতে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। উক্ত পত্রিকা মধ্যে নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের তালিকা ও তদ্বিবৃত বিষয়ের সার সংগৃহীত হইবে; বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সম্বাদ ও সাময়িক পত্রিকার অন্তর্ভূত প্রধান প্রধান প্রস্তাব সমূহের তালিকা মুদ্রিত ও নির্ব্বাচিত প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত করা যাইবে, এবং তৎ সঙ্গে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখক গণেরও অন্যান্য রচনা সন্নিবেশিত হইবে। এরূপ একখানি পত্রিকা যে কেবল মাত্র সহযোগী সম্পাদকগণ সমীপে (যাঁহাদের সম্পাদিত পত্রিকাদির বিনিময় সাদরে প্রার্থনীয়) আবশ্যকীয় বলিয়া আদৃত হইবে এরূপ নহে এতদ্দ্বারা ভাষানুরাগী সাধারণ-জন-মণ্ডলীও বর্ত্তমান বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষতা ও সারবত্তা স্পষ্ট উপলব্ধ করিতে পারিবেন।

৬। উপরোক্ত উদ্দেশ্য গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করা যেরূপ মহৎ ও গুরুতর ব্যাপার আমাদিগের দ্বারা তাহার সর্ব্বাংশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুরূহ; এজন্য সাধারণের সাহায্য সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। আমরা ভরসা করি বঙ্গহিতৈষী সাধারণ উন্নতীচ্ছু সহৃদয় মহোদয়গণ এরূপ সাধারণকল্যাণকর কার্য্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১২৮৮। } অনুষ্ঠাতাগণ, সিংহ এণ্ড বেনার্জ্জি ফ্রেণ্ড্স্।

ওরিয়েণ্ট্যাল্ পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেণ্ট্ সম্বন্ধে সম্পাদকগণ ও সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণের অভিপ্রায়।

* * * সৎ সংকল্প বটে, এবং ভরসাও করা যাইতে পারে যে ইহাঁরা উদ্দিষ্ট কার্য্যে দিন দিন অধিকতর সফলতা লাভ করিবেন।

—সাধারণী, ২০এ বৈশাখ ১২৮৮।

* * * প্রস্তাবিত কোম্পানী যদি বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের নিকট উৎকৃষ্ট পুস্তকাদির কাপি-রাইট্ ক্রয় করিয়া, এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠেয় পত্রিকার নিমিত্ত সুলেখকদিগকে পুরস্কার বা পারিশ্রমিক দিয়া প্রবন্ধাদি লেখাইয়া লইতে পারেন তাহা হইলেই উক্ত কোম্পানীর দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে।—এডুকেশন গেজেট, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

*** আমরা এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি এবং তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হউক, ইহা একান্ত মনে প্রার্থনা করি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের যে একটী মহা অভাব বিদূরিত হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অপর তাঁহারা উক্ত কার্য্যালয় হইতে যে রীতিতে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। আমরা এরূপ প্রণালীর একখানি পত্রিকা প্রচার প্রয়োজনীয় বিবেচনা করি।—প্রভাতী, ১৪ই শ্রাবণ, ১২৮৮।

*** আমরা অনুরোধ করি সর্ব্বসাধারণে যেন, এই প্রস্তাবিত মঙ্গল-প্রদ ও মহৎ উদ্দেশ্যে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করেন। উক্ত সাধারণ-সাহায্য-সাপেক্ষ বিষয়ে সকলের আনুকূল্য করা অতীব প্রয়োজন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত কার্য্যালয়টীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। অনুষ্ঠাতাগণের উদ্যম যে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য।—ভারত বন্ধু, ১৯এ শ্রাবণ, ১২৮৮।

*** এরূপ একটী কোম্পানীর অভাব আমরা বহু দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি আমরা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম সম্প্রতি কয়েকটী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া অভাবটী দূর করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন।—পরিদর্শক, ২৪এ শ্রাবণ, ১২৮৮।

*** আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কামনা করি। যদিও বঙ্গ ভাষার যথোচিত অঙ্গ-পুষ্টি ও উন্নতি বিধানে এই কার্য্যালয়ের প্রচুর ক্ষমতা না থাকুক তথাপি তাঁহারা একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন বলিয়া অবশ্যই ধন্যবাদ যোগ্য।—ঢাকা প্রকাশ, ২৪এ শ্রাবণ, ১২৮৮।

*** দেশীয় দিগকে এইরূপ সাধু অনুষ্ঠানে অগ্রসর দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। *** আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কোম্পানীর কৃতকার্য্যতা কামনা করি।—ভারত মিহির, ১লা ভাদ্র, ১২৮৮।

*** আমাদের দেশের একটী অভাব মোচনার্থ কয়েক জন কৃতবিদ্য ও উৎসাহী ব্যক্তিকে উদ্যোগী হইতে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ও মঙ্গল-প্রদ ইহা বলা বাহুল্য। ** ভরসা করি দেশের সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষতঃ গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অবশ্যই বিহিত সাহায্য করিবেন।—মেদিনী, ১২ই ভাদ্র, ১২৮৮।

আমরা আশা করি অনুষ্ঠাতা গণের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪ই ভাদ্র, ১২৮৮।

*** অনুষ্ঠানকারীরা অতি মহৎ ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অতএব সাধারণের যথা সাধ্য সাহায্য দান করিয়া ইহাঁদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।—সোম প্রকাশ ১৪ই ভাদ্র ১২৮৮।

* * * The project is a laudable one, and if successful will certainly supply a great desideratum. It ought therefore, to enlist public sympathy. We wish success to the undertaking.—*Brahmo Public Opinion*, 1st *Sept*. 1881.

* * * এ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন কার্য্যালয় ছিল না, ইহাতে যে একটী বিশেষ অভাব পূর্ণ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আশা করি এই কার্য্যালয়টী যাহাতে দীর্ঘজীবি হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের ও অনেকানেক বঙ্গীয় লেখকের অভাব মোচন করে তৎপ্রতি সাধারণে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

আদরিণী, ভাদ্র ১২৮৮।

তোমাদিগের সংকল্প উত্তম। আমি হৃদয়ের সহিত তাহা অনুমোদন করিতেছি। * * * আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমরা বাঙ্গালী Trubner & Co. হও।—শ্রীরাজ নারায়ণ বসু, দেওঘর, ২২এ বৈশাখ ১২৮৮।

আপনাদিগের এই উদ্যম প্রকৃতই দেশের হিতকর হইবে এবং যদি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহা হইলে উহা বাঙ্গালা সাহিত্যেরও যার পর নাই পুষ্টি সাধন করিবে। আমি সাহিত্য সমালোচনী সভাকে যন্ত্র স্বরূপ করিয়া সামান্যতঃ যাহা করিতে পারিতেছি, আপনাদিগের সভা তৎপক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

ঢাকা, জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতি[illegible]া

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ রায়। ২৩এ ভাদ্র, ১২৮৮।

উদ্দেশ্য অ[illegible]ত মহৎ, কিন্তু জড় বঙ্গে তাহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে বলিতে পারি না। দক্ষতা ও স্বজাতি হিতৈষণা সহকৃত হইলে কৃতকার্য্যতা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করি না।

হুগলী কাছারী,
২৭—১২—৮১।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ,
ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটী
কালেক্টর।

নিবেদন করেছিলাম, তিনি বললেন "একদিনে কি হয় বাবা, চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে হয়, মুক্তির মন্ত্র পেয়েছ, ধ্যান কর মঙ্গল হ'বে।" অভ্যাসে হয়, সেটা নিজের জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পুরাণ অভ্যাসকে ছাড়া বড় সহজ নয়। একজন English Philosopher বলেছেন "old habits take the advantage of carelessness." নূতন ভাবকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি চাই। মনের অন্তর্নিহিত যে প্রকৃতি, তার পরিবর্ত্তন করতে পারলে, তবে আসে সত্য দৃষ্টি, আসে কল্যাণ, আসে শান্তি।

কোথায় সে ব্রহ্মচর্য্য, সে সুসংস্কার, সে পবিত্রতা ও স্বাধীনতা যে আজ দিব্য-দৃষ্টি নিয়ে বিষয়কে বিচার করে মঙ্গলের পথে চলবো। মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ—অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা আর কুসংস্কার। কুসংস্কারই দুর্ব্বলতা, অজ্ঞানতাবশতঃ যদি দুর্ব্বলতা, সাধনের বলে নিষ্কাম কর্ম্মের বলে, জ্ঞানের বলে, ভগবৎভক্তির বলে, দয়ার ও পবিত্রতার বলে, দূর হয়, তবে আসে সত্য দৃষ্টি, সত্য অনুভূতি ও সত্যের পথে চলবার শক্তি। দশ বছর আগে যার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেচি—যে জিনিষ লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছি, আজ দেখছি সেটা ফাঁকি, অকল্যাণ ও দুঃখের হেতু—তাই আজ চাইছি তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে কিন্তু কুঅভ্যাস এতটুকু দুর্ব্বলতা পেলেই এসে জুড়ে বসছে। আজ ও যা সত্যি বলে বুঝছি, তা হয়ত দশ বছর পরে মিথ্যা বলে প্রমাণ হ'বে নিজেরই কাছে। অন্যকে পথ নির্দ্দেশ করবো কি করে, নিজের মধ্যেই যখন এত ভ্রান্তি।

প্রত্যেকের জীবনে দেখবে শত অন্যায় দুর্ব্বলতা; কতক করে মানুষ অভ্যাস দোষে, কতক খারাপ জেনেও ভাল করতে পারে না। কতক অন্যায় বলেই বুঝতেই পারে না—স্বভাব ও সংস্কার বশে করতে বাধ্য হয়। তাই ভগবান বলেছেন—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া"—যন্ত্রারূঢ় যারা,—ঐ কুসংস্কার অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা বুঝেও নিষ্কৃতি পায় না,—অন্যায় বলে বুঝতেই পারে না যে অন্যায় কি?

তা থেকে মুক্তির উপায়—সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, সর্ব্বকার্য্যে বিচার, নিষ্কামকর্ম্ম, ভগবৎ ভজন। "এক অঙ্গ সাধে কেউ, কেউ সাধে সর্ব্বঅঙ্গ" সাধু সঙ্গে মনের ময়লা দূর হয়, সৎএর অনুকরণে কল্যাণ আসে, সৎগ্রন্থ সত্যের নির্দ্দেশ করে। বিচারে একদিন

ভুল বুঝলেও অন্যদিন সত্যবস্তুটি ধরা পড়ে, নিষ্কামকার্য্য চিত্তকে শুদ্ধ করে, ভগবৎ ভজনে অন্তর পবিত্র হয়। এই ভাবে দৃষ্টি মুক্ত হ'লে সরল সহজ দৃষ্টি আসে, চিত্ত মার্জ্জিত হয়, শুদ্ধ বিচার সম্ভব হয়, মন মার্জ্জিত হ'লে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, কর্ম্ম নিষ্কাম হ'লে কর্ম্মে অধিকার হয়, আসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধি দূরে গেলে প্রেমের স্ফুরণ হয়। সত্যবস্তু সাধারণ বিচারে ধরা যায় না—প্রথম অবস্থায় মহাজনের কথায় বিশ্বাস, শাস্ত্রে বিশ্বাস, গুরুতে বিশ্বাস, সাধন ভজন এই সব আবশ্যক।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, আগে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তবে আসে ভজন ক্রিয়া—তখন হয় অনর্থ নিবৃত্তি—অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে ক্রমে জীব নিষ্ঠা ও ভাবকে অবলম্বন করে প্রেমের রাজ্যের অধিকারী হয়। বস্তু বুঝি এতই সুলভ যে দুখানা বই পড়ে তা আয়ত্ত হ'বে—ভাব বুঝি এতই সহজ যে আবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তা ধরতে পারা যাবে। কর্ম্ম বুঝি ভূতের বেগার যে কাস্তে হাতে নিয়ে মাঠে নামলেই করা যাবে। তবে সুবিধা হবে না—হচ্ছে না, দেখছো না—জন্ম জন্ম কর্ম্মের বোঝা বয়ে ফিরছি আমরা, বিচার করে বিদ্ধস্ত হই আমরা, কোটী জন্ম গ্রহণ কি জন্য করি—কল্যাণ পাচ্ছি কোথায়? পথ ধরে চলতে হবে। এক জায়গায় যেতে যেমন কতদিন কত পথ চলে—কত পরিশ্রম করে, কতজনের সাহায্য নিয়ে, কত রেল, জাহাজ চড়ে তবে শেষে লক্ষ্যে পৌছান যায়—সত্যের রাজ্যও তেমনই। অন্তর শুদ্ধ করে যে ভাবের প্রতিষ্ঠা—সাধনে হয় সিদ্ধি, সৎভাবকে জীবনে ফুটিয়ে তুললে তবে আসে কল্যাণ। নইলে অশুদ্ধ চিত্তে যায় বিড়ম্বনা, কাম এসে ইন্দ্রিয়কে ক্ষেপিয়ে তুলবে প্রেমের নামে, স্বার্থ এসে জুড়ে বসবে পরহিতব্রতে, কুচিন্তা কুস্বভাব এসে আচ্ছন্ন করবে জ্ঞানকে।

মুক্ত-দৃষ্টি যে ঋষির, তার আশ্রয় গ্রহণ কর, বিচার করে পথ চিনে লও, সেই পথে যে চলছে তার অনুসরণ কর, নিজের দুর্ব্বলতা অন্যায়গুলি বুঝে সংশোধনের চেষ্টা কর, সত্যের জন্যে জীবন পণ কর, কল্যাণের জন্য মায়ামোহ অন্যান্য দুর্ব্বলতা সব ঝেড়ে মুছে উঠ, তবে পাবে সৎপথের সন্ধান। ইহকাল পরকাল ভুলে সত্যের সাধনে তৎপর হও, তবে পাবে সিদ্ধি। সিদ্ধি আসে অতি পরিশ্রমে। জীবনের বিনিময়ে পাওয়া যায় জীবন, মৃত্যুর বিনিময়ে পাওয়া যায় অমৃত, বহু দুঃখ সহিলে তবে সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

সহজ নয় সত্যের পন্থা। শত ঝঞ্ঝা শত অত্যাচার নীরবে যে সহ্য করে সত্যের

নিবেদন করেছিলাম, তিনি বললেন "একদিনে কি হয় বাবা, চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে হয়, মুক্তির মন্ত্র পেয়েছ, ধ্যান কর মঙ্গল হ'বে।" অভ্যাসে হয়, সেটা নিজের জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পুরাণ অভ্যাসকে ছাড়া বড় সহজ নয়। একজন English Philosopher বলেছেন "old habits take the advantage of carelessness." নূতন ভাবকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি চাই। মনের অন্তর্নিহিত যে প্রকৃতি, তার পরিবর্তন করতে পারলে, তবে আসে সত্য দৃষ্টি, আসে কল্যাণ, আসে শান্তি।

কোথায় সে ব্রহ্মচর্য্য, সে সুসংস্কার, সে পবিত্রতা ও স্বাধীনতা যে আজ দিব্য-দৃষ্টি নিয়ে বিষয়কে বিচার করে মঙ্গলের পথে চলবো। মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ—অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা আর কুসংস্কার। কুসংস্কারই দুর্ব্বলতা, অজ্ঞানতাবশতঃ যদি দুর্ব্বলতা, সাধনের বলে নিষ্কাম কর্ম্মের বলে, জ্ঞানের বলে, ভগবৎভক্তির বলে, দয়ার ও পবিত্রতার বলে, দূর হয়, তবে আসে সত্য দৃষ্টি, সত্য অনুভূতি ও সত্যের পথে চলবার শক্তি। দশ বছর আগে যার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেচি—যে জিনিষ লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছি, আজ দেখছি সেটা ফাঁকি, অকল্যাণ ও দুঃখের হেতু—তাই আজ চাইছি তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে কিন্তু কুঅভ্যাস এতটুকু দুর্ব্বলতা পেলেই এসে জুড়ে বসছে। আজ ও যা সত্যি বলে বুঝছি, তা হয়ত দশ বছর পরে মিথ্যা বলে প্রমাণ হ'বে নিজেরই কাছে। অন্যকে পথ নির্দ্দেশ করবো কি করে, নিজের মধ্যেই যখন এত ভ্রান্তি।

প্রত্যেকের জীবনে দেখবে শত অন্যায় দুর্ব্বলতা; কতক করে মানুষ অভ্যাস দোষে, কতক খারাপ জেনেও ভাল করতে পারে না। কতক অন্যায় বলেই বুঝতেই পারে না—স্বভাব ও সংস্কার বশে করতে বাধ্য হয়। তাই ভগবান বলেছেন—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া"—যন্ত্রারূঢ় যারা,—ঐ কুসংস্কার অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা বুঝেও নিষ্কৃতি পায় না,—অন্যায় বলে বুঝতেই পারে না যে অন্যায় কি?

তা থেকে মুক্তির উপায়—সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, সর্ব্বকার্য্যে বিচার, নিষ্কামকর্ম্ম, ভগবৎ ভজন। "এক অঙ্গ সাধে কেউ, কেউ সাধে সর্ব্বঅঙ্গ" সাধু সঙ্গে মনের ময়লা দূর হয়, সৎএর অনুকরণে কল্যাণ আসে, সৎগ্রন্থ সত্যের নির্দ্দেশ করে। বিচারে একদিন

ভুল বুঝলেও অন্যদিন সত্যবস্তুটি ধরা পড়ে, নিষ্কামকার্য্য চিত্তকে শুদ্ধ করে, ভগবৎ ভজনে অন্তর পবিত্র হয়। এই ভাবে দৃষ্টি মুক্ত হ'লে সরল সহজ দৃষ্টি আসে, চিত্ত মার্জ্জিত হয়, শুদ্ধ বিচার সম্ভব হয়, মন মার্জ্জিত হ'লে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, কর্ম্ম নিষ্কাম হ'লে কর্ম্মে অধিকার হয়, আসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধি দূরে গেলে প্রেমের স্ফুরণ হয়। সত্যবস্তু সাধারণ বিচারে ধরা যায় না—প্রথম অবস্থায় মহাজনের কথায় বিশ্বাস, শাস্ত্রে বিশ্বাস, গুরুতে বিশ্বাস, সাধন ভজন এই সব আবশ্যক।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, আগে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তবে আসে ভজন ক্রিয়া—তখন হয় অনর্থ নিবৃত্তি—অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে ক্রমে জীব নিষ্ঠা ও ভাবকে অবলম্বন করে প্রেমের রাজ্যের অধিকারী হয়। বস্তু বুঝি এতই সুলভ যে দুখানা বই পড়ে তা আয়ত্ত হ'বে—ভাব বুঝি এতই সহজ যে আবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তা ধরতে পারা যাবে। কর্ম্ম বুঝি ভূতের বেগার যে কাস্তে হাতে নিয়ে মাঠে নামলেই করা যাবে। তবে সুবিধা হবে না—হচ্ছে না, দেখছো না—জন্ম জন্ম কর্ম্মের বোঝা বয়ে ফিরছি আমরা, বিচার করে বিদ্ধস্ত হই আমরা, কোটী জন্ম গ্রহণ কি জন্য করি—কল্যাণ পাচ্ছি কোথায়? পথ ধরে চলতে হবে। এক জায়গায় যেতে যেমন কতদিন কত পথ চলে—কত পরিশ্রম করে, কতজনের সাহায্য নিয়ে, কত রেল, জাহাজ চড়ে তবে শেষে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়—সত্যের রাজ্যও তেমনই। অন্তর শুদ্ধ করে যে ভাবের প্রতিষ্ঠা—সাধনে হয় সিদ্ধি, সৎভাবকে জীবনে ফুটিয়ে তুললে তবে আসে কল্যাণ। নইলে অশুদ্ধ চিত্তে যায় বিড়ম্বনা, কাম এসে ইন্দ্রিয়কে ক্ষেপিয়ে তুলবে প্রেমের নামে, স্বার্থ এসে জুড়ে বসবে পরহিতব্রতে, কুচিন্তা কুস্বভাব এসে আচ্ছন্ন করবে জ্ঞানকে।

মুক্ত-দৃষ্টি যে ঋষির, তার আশ্রয় গ্রহণ কর, বিচার করে পথ চিনে লও, সেই পথে যে চলছে তার অনুসরণ কর, নিজের দুর্ব্বলতা অন্যায়গুলি বুঝে সংশোধনের চেষ্টা কর, সত্যের জন্যে জীবন পণ কর, কল্যাণের জন্য মায়ামোহ অন্যান্য দুর্ব্বলতা সব সেড়ে মুছে উঠ, তবে পাবে সৎপথের সন্ধান। ইহকাল পরকাল ভুলে সত্যের সাধনে তৎপর হও, তবে পাবে সিদ্ধি। সিদ্ধি আসে অতি পরিশ্রমে। জীবনের বিনিময়ে পাওয়া যায় জীবন, মৃত্যুর বিনিময়ে পাওয়া যায় অমৃত, বহু দুঃখ সহিলে তবে সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

সহজ নয় সত্যের পন্থা। শত ঝঞ্ঝা, শত অত্যাচার নীরবে যে সহ্য করে সত্যের

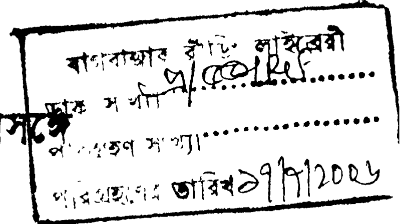
জন্ম সেই চিন্তায় অন্য সব চিন্তা যখন সে পরিত্যাগ করে—সেই বস্তুর জন্যে সব কিছু পরিত্যাগ যখন সে করে, তখন সে পায় সেই সত্য বস্তুকে। সত্যের পথে চলছে যারা, দেখবে, তাদের মধ্যে কি ব্যাকুলতা, সত্য লাভের জন্য তাদের কি মহান্ ত্যাগ, সব সুখ আনন্দ তারা পরিত্যাগ করে সেই সাধনার বস্তুর জন্যে, তাদের সারা-জীবন কেটে যায় কল্যাণের প্রতীক্ষায়, তবে তারা পায় কল্যাণকে। আর আমরা দুদিনে চাই ঋষি হ'তে, দুখানি বই পড়ে চাই মহাপুরুষ হ'তে। একটি পয়সা খরচ করতে মনটা কেমন ক'রে উঠে, আর গল্প করি লক্ষ টাকার। এই বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা, চিন্তা ও ব্যবহার, এ মুক্তি পথের অন্তরায়, সহায় নয় মোটেও।

পড়ে দেখ ইতিহাস পুরাণ—যারা সত্যদর্শী, তাদের ভাব ও ভাষা, দেখ কর্ম্মবীরের জীবনের ইতিহাস, দেখ কি ভাবে গড়ে উঠেছিল তাদের সংস্বভাব, কর্ম্মক্ষমতা জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি, দেখ তারা প্রেমের নামে কি কষ্ট সহ্য করেছেন হাসি মুখে; একটু চিন্তা করলেই বুঝবে, কি নির্ম্মল চরিত্র ও পবিত্রতা পেলে দৃষ্টি মুক্ত হয়, কি জ্ঞান লাভ করলে সব বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, মতামত বলবার অধিকার হয়; তাদের চরিত্র-বল, জ্ঞান, বুদ্ধি ও আদর্শ থেকে বুঝতে পারবে, কি সংযম ও শক্তির বলে তারা সমাজ, দেশ—মানব-জাতিকে মুক্তির পথে টেনে নিয়ে চলেছেন। তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে। যারা প্রেমিক, তাদের ত্যাগ, বৈরাগ্য, মহত্ত্ব ও স্বার্থহীনতা থেকেই বুঝতে পারবে, তাদের বিশেষত্ব। তোমার হীন স্বার্থের সঙ্গে তাদের নিষ্কাম ভালবাসার তুলনা হয় না। তোমার অজ্ঞানের আতিশয্যের সঙ্গে তাদের মুক্ত দৃষ্টির ও অভিমতের তুলনা হয় না। তোমার স্বার্থ-মিশান কর্ম্ম আসক্তিদুষ্ট কর্ম্ম আর তাদের নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তারা মুক্ত, ত্যাগী, সংযমী, আমরা আবদ্ধ, আসক্ত, ভোগী; আমরা চলি প্রবৃত্তির তাড়নায়, অবস্থার দাস আমরা। এতটুকু অসুবিধা ও অন্যায়ে আমরা অস্থির আর তারা চলে কল্যাণ-ব্রতে, সব অবস্থায় তারা আত্মজয়ী, আত্মারাম ও অচ্যুত। সকল রকম অসুবিধা ও অন্যায় হেলায় জয় করেন তারা।

কি কঠোর তপস্যা, কি একনিষ্ঠ সংযম, কি উদার শিক্ষা, কি অটল সাধনা পেলে সে অবস্থা লাভ করা যায়, তাই ভাবতে হবে, সদ্‌গ্রন্থে তার অনুসন্ধান করতে হ

...দর্শীর আশ্রয়ে গিয়ে তা জানতে হবে, শিখতে হবে, তবে ধীরে ধীরে অসুবিধাগুলি ... হলে, ফুটে উঠবে সে মুক্ত-দৃষ্টি, সে শক্তি, সে জ্ঞান ও মহত্ত্ব।

... আজ পরিশ্রম করে বরণ করতে হবে সত্যকে, কর্ম্ম করে শিখতে হবে সংযম ... বিচারে নির্ণয় করতে হবে সত্য বস্তুর। তারপর প্রাণপাত পরিশ্রমে জীবনে ... তুলতে হবে সে সত্য, ত্যাগ, সংযম ও মহত্ত্ব। সে বড় কঠিন—হীন সংস্কারের ...শত অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতার বুকে, আবার সে স্বর্গের সুষমাপ্রতিষ্ঠা যেন অসম্ভব ... হয় কিন্তু পথ আর দ্বিতীয় নাই। হেলায় যে অন্ধকারকে গলার মালা করে ...ছি, তাকে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, সে প্রাণে বিঁধবে, লাগবে, কষ্ট ... কিন্তু তা ছাড়া মুক্তির, কল্যাণের, শান্তির, আনন্দের অন্য কোন পন্থা নাই।



কথা-প্রসঙ্গে

অদৃষ্ট কি খণ্ডন করা যায়?

তাঁর নামে সব হয়। তার সাক্ষী দেখ না কেন, সাবিত্রীর স্বামী ম'ল—আবার সেই মরা স্বামী ফিরিয়ে পেলে; কপালে যা লেখা ছিল সে হিসাবে ত আর স্বামী পেতে পারে না।

একজন যক্ষ্মাকাশ রোগী হত্যা দিয়ে সেরে গেল; এখন প্রশ্ন এই—তার কি কর্ম্ম ক্ষয় হল, অথবা বৈদ্যনাথের কৃপায় তার রোগ আরোগ্য হ'ল কিম্বা কর্ম্মফল তাকে নিতেই হবে?

কর্ম্মফল খানিকটা তাকে নিতেই হবে। হত্যা দেবার উদ্দেশ্য 'মানুষে'র আমিটাকে খাট করা। আমি যে মাত্রায় খাট হয়, সেই পরিমাণে কর্ম্মক্ষয় হয়। বৈদ্যনাথকে ধরাতে লোকের অপ্রত্যক্ষ গুরু ও ৺বৈদ্যনাথ উভয়ে মিলে তাকে রোগ-মুক্ত করলেন। অনেকে ত হত্যা দিচ্ছে আবার হচ্ছেও না কিছু।
